অপরাধ-জগতের ভাষা

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক,
এম. এ., ডি. ফিল.
অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা ও
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

নবভারত পাবলিশার্স
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৭১

প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯
মুদ্রক : প্যারট প্রেস, ১২ নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার, কলিকাতা ৯

ভূমিকা

১৯৬০ সালে সুরু করে একাদিক্রমে প্রায় দশ বছর পশ্চিমবাঙলা ও বিহারের জেলখানা ও পুলিশ ফাঁড়িগুলি ঘুরে ঘুরে অপরাধ-জগতের ভাষার তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমাদের দেশে পাতালপুরীর ভাষার কোন তথ্য এযাবৎ সংগৃহীত না হওয়ায় আর সংকলনের অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকায় অপরাধ-জগতের বাসিন্দাদেরই শরণ নিতে হয়েছে। এইভাবে তথ্য সংগ্রহের যথেষ্ট অসুবিধা। গ্রন্থের সূচনায় তার কিছু উল্লেখ আছে।

পশ্চিমবাঙলার অপরাধ-জগতের ভাষাই গ্রন্থখানির আলোচনার বিষয়। ওখানকার লোকাচার নিষেধ কুসংস্কার ও অর্থবহ ইঙ্গিত সম্পর্কে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এই বই-এ লেখা রইলো। এ বই সমাজবিজ্ঞানীদের কিছু তথ্য পরিবেশন করবে বলে আশা করি।

কৌতূহলী পাঠকের মনে বইখানি পড়ে যে সব ভাবনার উদয় হবে তা ভবিষ্যতে এই ধরনের তথ্যানুসন্ধানের যথার্থ মূল্যায়নের নির্দেশ দেবে। অপরাধ-জগতের ভাষা সম্পর্কে বেশি জানতে হলে গ্রন্থকার প্রণীত 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ' গ্রন্থটিও দেখতে হবে।

এই জগতের মানুষের উচ্চারণ অনুযায়ী ভাষাকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য যে, পুলিশ ও কারাবিভাগের সাহচর্য ছাড়া এ জাতীয় গবেষণার কাজে হাত দেওয়া কস্মিনকালেও সম্ভবপর হতো না। এইসব তথ্যানুসন্ধানের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষভাবে ঋণী; আর পুলিশ ও কারাবিভাগের কর্মীরা যাঁরা আমাকে এই কাজে নিরন্তর সাহায্য করেছেন তাঁদের এইখানে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই গবেষণায় আমার অধ্যাপক ড. সুকুমার সেন আমাকে যে উৎসাহ দিয়েছেন সেজন্য আমি তাঁর কাছে চির ঋণী। যাঁরা আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁদের অন্যতম হলেন জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সেই সঙ্গে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, ড. অমলেন্দু বসু, অধ্যাপক রঙ্গিন হালদার ও শ্রীগোপাল হালদারের নামও উল্লেখ করতে হয়। ড. টি. নারা (টোকিও) জাপানী অভিধানের অংশ বিশেষের ইংরেজি অনুবাদ করে দিয়ে আমাকে ঋণী করে রাখলেন। অধ্যাপক কালিপদ চক্রবর্তী, ড. হরেকৃষ্ণ সাহারায় ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন।

সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে উৎসাহ ও অগণিত বন্ধু ও ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় এ কাজ সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে আমার কৃতজ্ঞতা রইলো।

নবভারত পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীরণজিৎ সাহা ঐকান্তিক আগ্রহে পুস্তকখানার প্রকাশনভার গ্রহণ করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করে রাখলেন। তিনি ও তাঁর কর্মীদের সফলকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

বর্তমান সংস্করণে কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেল। সহৃদয় পাঠক অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নিজগুণে মার্জনা করবেন, এই মাত্র ভরসা।

ভাষাতত্ত্ব-বিভাগ
সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা-১২

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

সূচীপত্র

সঙ্কেত-অক্ষর ও চিহ্ন

অ.	অসমিয়া
অ. ভা.	অপরাধ-জগতের ভাষা
আ./আর.	আরবী
ইং.	ইংরেজি
উ.	উত্তর
ক্রি.	ক্রিয়া
চ. প.	চলিত পঞ্জাবী
তু.	তুলনীয়
দ.	দক্ষিণ
দ্র.	দ্রষ্টব্য
দ্রা.	দ্রাবিড় ভাষা
পূ.	পূর্ব
ফা.	ফারসী
বাং.	বাংলা
বি.	বিশেষ্য
বিণ.	বিশেষণ
মা.	মারাঠী
সর্ব.	সর্বনাম
হি.	হিন্দী
E.	English slang
F.	French slang
G.	German slang
J.	Japanese slang
<	ক<খ অর্থাৎ খ হতে ক সিদ্ধ হলো
>	ক>খ অর্থাৎ ক হতে খ সিদ্ধ হলো

সূচনা

অপরাধ-জগতের ভাষা জানতে হলে অপরাধ জগৎ, তার অধিবাসী এবং তাদের আচার ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। ভাষা মানব সভ্যতার মানচিত্র। বক্তার ভাষা তার পরিবেশ, মানসিক গঠন, শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে অবহিত করে। ভাষাবিজ্ঞানের অনুবীক্ষণে ভাষাগোষ্ঠীর সামাজিক সাংস্কৃতিক রূপ ধরা যায় অথবা এই রূপটির সঙ্গে পরিচিতির জন্য ভাষা অন্যতম অবলম্বন বলে বিবেচিত হবে।

সমাজ জীবনের একটি অঙ্গ তমসাচ্ছন্ন থাকলে অর্থাৎ অপরাধ এবং অপরাধ-প্রবণতায় ঢাকা পড়লে সেদিকে পিছন ফিরে থাকলে আমাদের কাজ ফুরায় না। বাস্তব সত্যকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। জানতে হবে—মানুষ কেন অপরাধ করে?—তার অপরাধের জন্য দায়ী কে? যে সমাজ ব্যবস্থা মানুষের অপরাধ-প্রবণতাকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তোলে সেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে অপরাধ প্রবণতার কী লয় হবে—? এমনি কত শত প্রশ্ন রয়েছে। প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানীরা এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেবেন নিশ্চয়ই।

আমরা আশা করবো সুস্থ মানব সমাজ গড়ে উঠবে একদিন। 'অপরাধ-জগৎ' নামের কোন ক্যানসার গ্ল্যাণ্ড আগামী দিনের সমাজ সযত্নে লালন করবে না। অপরাধ-জগৎ এবং অপসংস্কৃতি একদিন অতীতের ইতিহাস হতে বাধ্য হবে। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস মেনে নিলে তাইতো হওয়া উচিত।

অপরাধ-জগতের ভাষার মাধ্যমে অপরাধী, অপরাধ-জগৎ এবং তার বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ রয়েছে, যে-সমাজ এই অকল্যাণকর জগতের স্রষ্টা তাকেও জানার সুবিধা হবে। পাতালপুরীর রহস্য ভেদের একটি উপায় সন্ধা ভাষার সঙ্গে পরিচিতি।

একদা বন্য মানুষ ভাব প্রকাশের জন্য পেলো ভাষা, শিখলো দুটি হাতের ব্যবহার। শিখলো অগ্নিকে করতলগত করতে ; বৈদিক ঋষি অগ্নিকে সম্বোধন করেছেন, 'রত্নধাতমম্' (ঋগ্বেদ ১.১.১) ব'লে। বস্তু জগতের নিয়ন্ত্রণ কর্তা অগ্নি। দুটি হাত ভাষা এবং আগুন—তিনের সমন্বয় মানুষকে পশু জীবন থেকে মুক্তির আহ্বান জানালো।

ভাষা একটি হাতিয়ার, যার সাহায্যে মনের গোপন কথা মুখর হলো। আর পৃথিবী উদ্বেলিত হলো সভ্যতার আলোকচ্ছটায়।

আদিম মানুষ পশুপালন ও চাষবাস পদ্ধতি আবিষ্কার করলো। কালক্রমে উৎপাদনের উপায়গুলি (means of production) গোষ্ঠীপতিরা দখল করে নিলো। গোষ্ঠী সম্পত্তি বেমালুম ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে গেলো। স্ত্রীজাতি তার স্বাধীনতা হারালো, হলো পুরুষের ভোগের উপচার। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা চালু হলো।

দিনের পর দিন যায়। জন্ম নিলো দাসপ্রথা, গণিকাবৃত্তি, যুদ্ধ, অপহরণ। সমাজ ভাগ হলো দুটি শ্রেণীতে—শোষক আর শোষিত। কালে মাথা চাড়া দিলো পুঁজিবাদী সমাজ ও সংস্কৃতি।

অবশ্য সব কিছুরই বিকাশ ঘটেছে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সূত্রে বিবর্তনের পথে, বহু সহস্র বর্ষ সময় লেগেছে পথ পরিক্রমা করতে।

এখন প্রশ্ন, কেন এই অপসংস্কৃতি ? কেন এর বিস্তার এবং মূল সূত্রটি কোথায় লুকানো রয়েছে ?

মানব সভ্যতার আদিতে অপরাধ-জগতের অস্তিত্ব ছিলো না। অপরাধ-প্রবণতা সমাজ জীবনের উপর-কাঠামোর (super-structure) সঙ্গে জড়িত। একটি ভাষাগোষ্ঠীর (speech community) মুখের ভাষা উপর-কাঠামো নয় সত্যি, তবে যখন কোন ভাষা, বিশেষত শব্দভাণ্ডার কোন বিশেষ সংস্কৃতির নির্দেশক হয়, তখন সেই সংস্কৃতির প্রসার, পরিবর্তন বা অবলুপ্তির ওপর বিশেষ ভাষাটির অস্তিত্ব অথবা অবলুপ্তি নির্ভরশীল। যেমন lingo, cant, jargon, argot প্রভৃতি সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ

রয়েছে, উপর-কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে এদেরও পরিবর্তন হবে, ক্ষয় হবে, লয় হবে। কোন সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর-কাঠামো। প্রাগৈতিহাসিক, সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একই সাংস্কৃতিক ধারার প্রবাহ বিদ্যমান থাকেনি। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল সাংস্কৃতিক পরিবর্তন।

সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বেদীভূমিতে অপরাধ-প্রবণতার জন্ম। সামন্ততান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটলে অপরাধ-জগতও লোপ পাবে।

যদি কোন দিন অপরাধ-জগতের বিলুপ্তি ঘটে সে দিন অপরাধীদের গোষ্ঠীভাষাও (social dialect) লোপ পাবে। পাতালপুরীর সংস্কৃতির বাহন তার শব্দভাণ্ডার; সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে নোতুন শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং পুরানো অপ্রচলিত শব্দগুলি বাতিল হবে। সুতরাং বিভিন্ন কালের পাতালপুরীর সন্ধা ভাষা অনুশীলনের দ্বারা আমরা অপরাধ-জগতের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে ধারণা করতে পারবো।

আমরা দেখি, পুঁজিবাদী প্রবৃত্তি অপরাধ-প্রবণতা ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটালো সমাজ জীবনে। সমাজে নানা দল উপদলের সৃষ্টি হলো। অনেকে নাম লেখালো অপসংস্কৃতির খাতায়, হুহু করে অপসংস্কৃতির প্রসার হলো। এক বিশেষ শ্রেণী অপসংস্কৃতির ব্যবসায়ে ফুলে ফেঁপে উঠলো। পৃথিবীর বৃহদাংশ জুড়ে অপসংস্কৃতির ফলাও ব্যবসা। শিল্প সাহিত্য সংগীত প্রভৃতি থেকে সুরু করে জীবনের সর্বত্র রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবাধ গতিতে তার অনুপ্রবেশ। মানব মনকে তার হিংস্র পাশবিক কামড় জর্জরিত করে রেখেছে। চেতনশীল মানব জাতির একাংশ অপরাধের নারকীয় মুখোস খুলে দিতে যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করছে। আমরা আশা করবো, আগামী দিনের মানুষ পাপাচার ও অপসংস্কৃতিমুক্ত অমলিন জীবনের স্বাদ পাবে।

অনেকে জানতে চেয়েছেন, কেন এ জাতীয় বিচিত্র গবেষণায় হাত দিলাম—?

গরমের ছুটি। যাবো কলেজ ষ্ট্রীট। উঠবো ট্রামে, দেখি, ট্রামের ভেতর থেকে হিড় হিড় করে বার করে আনা হচ্ছে একটি ছেলেকে। রাস্তায় লোকের ভিড়। ছেলেটার ওপর জোর জুলুম মারধোর সুরু হলো। যে-মানুষকে দেখলে মনে হয়, অতি ভীরু ও কাপুরুষ জীবনে যে মুখ ফুটে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেনি কোনদিন, তেমন ওরো এক বীর পুরুষ সদর্পে এগিয়ে গেলো, উচিয়ে হাত তুললো তারপর ছেলেটাকে পিটিয়ে দিলো দুদ্দাড়িয়ে। ছেলেটা পকেটমার। সূচলো জুতো ড্রেন-পাইপ ট্রাউজার-পরা সুদর্শন যুবক। ধরা পড়েছে মনিব্যাগ টানতে গিয়ে। বেচারা। লাইনের ছুট্‌কোদ্‌ (নোতুন চোর), ওস্তাদের হাতে ট্রেনিং জুতসই হয়নি তখনো।

কলেজে পৌঁছে একতলার ক্ষুদ্রতম ঘরখানা খোলালাম। নিরিবিলি ঘরে বসে আছি চুপচাপ—দূরে একটা কাক অনবরত ডেকে চলেছে, সে ডাকে যেন কোন অজানা বেদনার ভাপ ছড়াচ্ছে দিকে দিকে। ফটকের পাশের কাঁঠাল গাছটিকে ঘর থেকে দেখা যায়। সেদিন বৈশাখ মাস, গাছটি পাতায় পাতায় ছিল ভরে। একটা দমকা বাতাস দুপুরের গুমোট গরমের গালে সজোরে চড় বসিয়ে দিল, পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠলো; গাছের পাতা একদিন ঝরে যাবে, ঝরে যাবে তার অপরূপ শোভা। নগ্ন ডালপালা আঁকড়ে সে দাঁড়িয়ে থাকবে, কিন্তু কিসের প্রত্যাশায়? সে জানে, বসন্ত আবার আসবে। সেদিন নোতুন করে ভরিয়ে তুলবে নিজেকে লতায় পাতায়।

……ওই যে পকেটমার ছেলে, যার জীবনে পাতা-ঝরার খেলা চলেছে সে কি সুস্থ জীবনের স্বাদ পাবে একদিন, তার যে দিনগুলো গেল সে কি একেবারেই গেল! ভাবলাম, কে এদের জীবনের জয়গান শোনাবে? এদের বাঁচাবে কে, কি করে এরা জীবনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে!

বাঁচাবার ক্ষমতা নেই তবে এদের জানবার বোঝবার জন্যে মন কৌতূহলী হলো—ভাবছি কেমন করে প্রবেশ করা যায় ওদের রাজ্যে ? আমি ভাষাবিজ্ঞানী, স্থির করলাম অপরাধ-জগতের ভাষা নিয়ে গবেষণা করবো। অপরাধ জগতের ভাষার গবেষণায় অপরাধী প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে না, তবে তাদের মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় এ ভাষা হয়তো পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করতে পারে।

যে পকেটমার ছেলেটাকে কেন্দ্র করে গবেষণা সুরু করি ঘটনার বছর দুই পরে জেনেছিলাম, সে একজন উচ্চ শিক্ষিত লোকের ছেলে, সঙ্গদোষে পকেটমারের পেশা বেছে নিয়েছে। বাড়ী থেকে পালিয়েছে। বাবার মুখোমুখি হতে সাহস পায়না। কালে ভদ্রে লুকিয়ে চুরিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়। প্রশ্ন করেছিলাম, মার সঙ্গে তোমার কী কথা হয় ? মা শুধু কাঁদতে থাকে, কথা কটা বলে মুখ নত করেছিলো।

জেরার মুখে এমনি কত কথাই বললো। বেডটি (মদ) না খেলে সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না !

সমাজ-জীবনের অসংস্কৃত অংশে পাই অপরাধ-জগতকে। অতীতের ভারতবর্ষে অসংস্কৃত জগৎ সম্পর্কে যে ঔদাসীন্য দেখানো হয়েছিল সে ধারা আজও অটুট রয়েছে।

সমাজ হলো সভ্যভব্য সাক্ষর নিরক্ষর ধনী দরিদ্র অগণিত মানুষকে নিয়ে। অপরাধী এবং অপরাধ-প্রবণ মানুষ থাকলে (বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যা থাকতে বাধ্য) তাদেরও সমাজের অঙ্গবিশেষ বলে স্বীকার করতে হবে। দুর্বল অঙ্গটির প্রতি ইচ্ছে করে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি, তবে ইতিহাসের পটভূমিকায় তাকে অস্বীকার করি কেমন করে ?

আমাদের দেশে পাতালপুরীর ভাষা পাতালেই থেকে গেছে। ওপর-তলার মানুষ কখনো কোনদিন তা জানবার আগ্রহ দেখালো না।

গত দেড়শো বছরের ব্যবহৃত স্ল্যাং শব্দগুলি ধরে রাখতে পারলে দেখা যেতো কত শব্দ অপরাধ-জগতের প্রাচীর টপকে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত চলিত ভাষার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে গেছে। এ জাতীয় সঙ্কলনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। ইংলণ্ডে, য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে, আমেরিকায় এবং জাপানে লঘু শব্দ সঙ্কলিত হয়েছে। এ সব শব্দ ভাণ্ডার থেকে বহু শব্দ সাহিত্যিক সাংবাদিকের হাতে পড়ে লৌকিক শব্দ ভাণ্ডারের পুঁজি বৃদ্ধি করেছে। Eric Partridge ইংরেজী স্ল্যাং ও হালকা শব্দ (*A Dictionary of the Underworld*; *A Dictionary of Slang and Unconventional English*) সঙ্কলন করে পৃথিবী বিখ্যাত। বিলাতের বিখ্যাত New Statesman পত্রিকায় Eric Partridge-এর অভিধান সম্পর্কে মতামতের অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না—'It is a really epoch-making, monumental piece of work, carried out with astonishing industry and learning'.

অপরাধ-জগতের ভাষাকে আমরা বলতে পারি একটি গোষ্ঠী ভাষা (social dialect)। জেলে, জোলা, মুচি, কামার প্রভৃতির ভাষাগুলিও গোষ্ঠী-ভাষার অন্তর্গত। এ জাতীয় ভাষার অপর নাম জাতিভিত্তিক ভাষা।

শান্তিনিকেতনের বাচনভঙ্গিও গোষ্ঠী ভাষার দৃষ্টান্ত, এখানের বৈশিষ্ট্য বোলপুরের আঞ্চলিক ভাষার অন্তর্গত নয়। গোষ্ঠী ভাষায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব পড়তে পারে, সোশ্যাল ড্যায়লেক্ট্ লোকাল ড্যায়লেকটের ধর্ম সর্বত্র হু-বহু মেনে চলে না। নারীর ভাষাও গোষ্ঠী ভাষার অন্তর্গত।

পশ্চিমবাঙলার সমাজবিরোধীরা আসে নানা জায়গা থেকে, কথা বলে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়। কোলকাতার অপরাধীদের ভাষা খাস কোলকাতার সর্বজন গ্রাহ্য ভাষা নয়। অপরাধী ও সমাজ বিরোধীদের একটি অংশ মাত্র কোলকাতার বাসিন্দা। এদের

অনেকের ভাষা কোলকাতা-ককনি জাতীয়। বাগবাজার, আহিরীটোলা, কুমারটুলি, বোউবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারের অর্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষরদের অনেকের মুখের ভাষায় উত্তর কোলকাতার প্রাচীন ককনির রেশ কানে ধরা পড়ে।

পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের অন্যেরা আসে বাঙলার জেলাগুলো থেকে, আসে পূর্ববাঙলা (বাঙলা দেশ), বিহার এবং উত্তর প্রদেশ থেকে। শেষোক্ত দুই রাজ্য থেকে আসা অপরাধীর সংখ্যা অগুন্তি। ভারতবর্ষে এমন কোন রাজ্য নেই যেখানকার বনেদী অপরাধীরা একবার কোলকাতা ঘুরে না গেছে। কোলকাতা বোম্বাই অপরাধ-জগতের স্বর্গভূমি। পশ্চিমবাঙলার অপরাধ জগতের ভাষা বাঙলা, হিন্দী, ভোজপুরী, মগহী, উর্দূ সবমিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি। এই জগাখিচুড়ি ভাষা অপরাধীদের বড়ো প্রিয়—তাদের জীবনবেদ। এ ভাষা বুদ্ধিজীবীদের ধ্রুপদী ভাষা নয়। মানুষকে জানতে ভাষা সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। সে ভাষা সাধারণ, মিশ্র অথবা কৃত্রিম যাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। অপরাধ-জগতের মানুষদের জানতে হলে যেমন তাদের ভাষা জানা চাই, তেমনি তাদের নিষেধ লোকাচার এবং কুসংস্কারও জানার প্রয়োজন রয়েছে। এগুলি জানতে পারলে সমাজবিরোধীদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ সম্ভব। যদি তাদের ভাষা আমরা বুঝতে না পারি তবে কেমন করে তাদের সুস্থ জীবনের পথে পৌঁছে দেবার কথা ভাবতে পারি?

অপভাষায় সাধারণ ভাষার সূত্রগুলি প্রায় হু-বহু কার্যকরী হতে দেখা যায়। অপরাধ-জগতের ভাষার দুই দিক থেকে বিস্তার ঘটেছে: একটি হলো পেশাদার অপরাধীদের ভাষা। তারা নানা জাতের অপরাধমূলক কাজ করে থাকে—চুরি, পকেটমারি, রাহাজানি, মদ চোলাই, মেয়ে বেচা কেনা, চোরাইমাল কেনা বেচা ইত্যাদি। অপরটি হলো বয়ে-যাওয়া যুবক, উঠতি গুণ্ডা ও মস্তানদের ভাষা। এই দলে শিক্ষিত,

অর্ধশিক্ষিত ও নিরক্ষর সকল রকমের যুবকেরই সন্ধান মেলে। পেশাদার অপরাধীরা তাদের ব্যবহারের ভাষাকে (উল্‌টি বাতোলা) পুলিশ ও জনসাধারণের কাছে গোপন করে রাখে। দুটি ভিন্ন ধরনের অপরাধী গোষ্ঠীর অপরাধের পদ্ধতি যেমন এক ধরনের নয় তেমনি তাদের সৃষ্ট ও ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্যেও দুস্তর প্রভেদ রয়েছে। পকেটমারের ভাষা জুয়াচোর বা প্রতারকের ভাষা থেকে হবে ভিন্ন ধাঁচের। ভিন্ন ভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর শব্দ সঙ্কলন নিয়ে আলোচনা করলে বিভিন্ন দলের কর্মপদ্ধতি এমন কি অপরাধপ্রবণ মনের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অপরাধ-জগতের ভাষা জানতে অপরাধ পদ্ধতিও জানা চাই।

পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে অপরাধীদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করেছি। কেতাবী বিদ্যা আশ্রয় করে সর্বত্র কাজ করা সম্ভব হয়নি। নিত্য নোতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে ওদের মনে বিশ্বাস আনতে। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে এ ধরনের গবেষণা না হওয়ায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে অপরাধী এবং সমাজবিরোধীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। Linguistic field method এর জ্ঞানকে তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রয়োগ করতে না পারলে প্রতিপদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণ ভাষার তথ্য সংগ্রহে জন কয়েক নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহকারী (informant) পেলে ভাষাতাত্ত্বিক কাজ সুরু করে দেওয়া যায়। ভাষা বা উপভাষা গবেষণার ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা যায়। জেল বা থানায় টেপরেকর্ডার ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় না। তাছাড়া অপরাধীরা গবেষককে অতি মাত্রায় সন্দেহের চোখে দেখে। তাদের ধারণা গবেষক এক জন ছদ্মবেশী পুলিশ কর্মচারী। অতএব গোপন শব্দভাণ্ডার প্রকাশ করার অর্থ নিজেকে ধরা দেওয়া, যার ফলে শাস্তির মাত্রাও হয়তো বেড়ে যেতে পারে। অপরাধীর কাল্পনিক ভীতি ও সন্দেহ তথ্য সংগ্রহের পথে বড়ো বাধা। দুচার জন যখন সহযোগিতা করেছে, বেশ কিছু শব্দ

বাক্য সংগ্রহ করেছি হঠাৎ একজন এসে হাজির হলো এবং সকলকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, গোপন শব্দভাণ্ডারের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। চোখে মুখে ভয় মিশ্রিত সন্দেহ। আমিও বসে রইলাম চুপচাপ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধ্য সাধনায় ওদের মন গলাতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত উঠে পড়েছি। কোন জেলখানায় এমনতরো মনোভাব একবার গড়ে উঠলে সেখানে দিনের পর দিন শত চেষ্টা করেও কোন ফল ফলে না। ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে আসতে হয়। হতাশ হলে এ জাতীয় গবেষণায় এগুনো যায় না, ধৈর্য ধরে লক্ষ্য স্থির রেখে কাজ করা চাই। যদিও গত দশ বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে তথ্য সংগ্রহের জন্য, সংগৃহীত তথ্যের পরিমাণ সে তুলনায় যৎসামান্য। হয়তো কয়েক জন মিলে একত্রে সর্বত্র ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে তথ্যের পরিমাণ বাড়ানো যায়। একাকী তথ্য সংগ্রহ করার অসুবিধা প্রচুর। পূর্বেই বলেছি, অপরাধীদের মন বুঝতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। সহানুভূতির সঙ্গে এগুতে না পারলে ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে যায় শূন্যের ঘরে।

সাধারণত চেষ্টা করেছি খুঁজে পেতে বার করতে এমন একজন অপরাধী যে জীবনে অল্প দিনের জন্যেও স্কুলে গেছে। দেখেছি, ফেলে-আসা স্কুল জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে অনেকেই আনমনা হয়ে পড়ে। আঁকুপাঁকু করে অতীতের মধুর দিনের স্মৃতিকে আঁকড়িয়ে থাকবার জন্যে। যখন জানতে পেরেছে, আমি একজন শিক্ষক তখন দু এক জন সহজে বশ্যতা স্বীকার করেছে। প্রশ্নগুলির সম্ভবপর উত্তর জুগিয়ে গেছে; আর নিজে যে প্রশ্নের উত্তর জোগাতে পারেনি তা অন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছে। এরাই আমার নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহকারী। এই ভাবে সংগৃহীত তথ্য যাচাই করে তবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। অনেকে আবার ভুল তথ্য দিয়ে ঠকাতে চেয়েছে। সন্দেহ প্রকাশ না করে তাও গ্রহণ করেছি এবং অন্যের সঙ্গে

আলোচনা করে সন্দেহ মুক্ত হয়ে ঝাঁপিতে তুলেছি। কোন উক্তির ব্যবহারের সত্যতা যাচাইয়ের এক মাত্র উপায় শব্দের ভূরি-প্রয়োগ (frequency) তালিকা প্রস্তুত করার মধ্যে।

তথ্য সংগ্রহের কাজে নামী দাগী কয়েদীর সাহায্য পেয়েছি অল্প। তবে খানদানী অপরাধী যখন মুখ খোলে তখন তার মুখ সহজে বন্ধ হতে চায় না। অপরাধীরা অতিমাত্রায় মুডি (moody), ভালো লাগলে সহজে আপন জন হয়ে যায়। ছিনতাইকারী, গব্বাবাজ (burglar), সাধারণ চোর, তোলনবাজ (luggage-lifter), মালগাড়ী ভঙ্গকারী (wagon breaker), কোটনা কোটনী (pimp)কে সহজে তথ্য সরবরাহকারীর ভূমিকায় নামানো যায়। আবার ডাকাত, জালিয়াৎ, চোরাইমালের ক্রেতা, ছেলেধরা, ঠগ (cheat), গণিকা, হিজড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করতে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হয়। এরা সহজে মুখ খুলতে চায় না। সর্বদা সন্দেহ করে থাকে হয়তো ভাষার তথ্য সংগ্রহের সুযোগে গোপন তথ্য বের করে নেবার চেষ্টা হচ্ছে। যার ফল তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে।

অপরাধ-জগতের ভাষার তথ্য সংগ্রহের বহু অসুবিধার একটি হলো কর্তৃপক্ষের গবেষকের নিরাপত্তা সম্পর্কে অতি সাবধানতা। পশ্চিম বাঙলার জেলখানাগুলিতে অবাধে ঘোরাফেরার সুযোগ পাইনি। জেল কর্তৃপক্ষের মতে, জেলের যত্রতত্র ঘুরে কয়েদীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেলে হয়তো বহিরাগত গবেষককে হঠাৎ কোন বিপদের মুখোমুখি হতে হবে কোন সময়ে। বহিরাগত গবেষকের জেলের মধ্যে আক্রান্ত হওয়া বিচিত্র নয়। আমাকে জেল অফিসে কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হয়েছে। ফলে আমার সম্পর্কে কয়েদীদের ভয়ের মাত্রা গেছে বেড়ে। পশ্চিম বাঙলা থেকে বিহার রাজ্যের জেল কর্তৃপক্ষের সাহস বোধ হয় কিঞ্চিৎ বেশি। বিহারের যে কোন জেলখানায় কয়েদীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি। ওখানকার জেলখানাগুলিতে কোন দিন কোন বিপদের আশঙ্কা করিনি এবং নির্ভয়ে চলা ফেরা

করেছি। কয়েদীদের হাতে নির্যাতনের কোন প্রশ্নই ওঠেনি, কোনদিন এতটুকু অসম্মানজনক ব্যবহার পর্যন্ত পেতে হয়নি।

লালপল্লীর শিকারী তাদের জগতের খোঁজ খবর আদৌ দিতে চায় না—ভাষা তো অনেক দূর! পতিতাদের মধ্যে ক'টি সামাজিক স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর অর্থাৎ অতি দরিদ্র শ্রেণীর যারা তারা যতটা সাহায্য করতে চায় 'অভিজাত' শ্রেণী তার শতাংশের একাংশ সাহায্য করতেও নারাজ। অনেকে ঘৃণা মিশ্রিত সন্দেহের চোখে দেখে, তাদের চোখে-মুখে প্রশ্ন জাগে,—গবেষণা উন্নতির চাবি কাঠি ; এ তাদের কোন্ কাজে লাগবে—? অতএব সময়ের এতোটুকুও গবেষকের গবেষণার প্রয়োজনে ব্যয় করা অর্থহীন তামাশা নয় কি!

কঠিনতম সাক্ষাৎকার হলো হিজড়াদের সঙ্গে। ওদের বস্তিতে ধাওয়া করলাম। কয়েকজন হিজড়ার সাক্ষাৎও মিললো তবে কপালে জুটলো শুধুই গালাগাল! আশা ছাড়লাম না যদিও ধৈর্য রাখা খুব কঠিন। এদের ব্যবহার অতিমাত্রায় অশোভন ও অমার্জিত। তাছাড়া এদের সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ করাও অস্বস্তিকর। হিজড়াদের নাচগানের সময়ে ওদের অজান্তে গানগুলো রেকর্ড করতে হয়েছে। ভাষা সংগ্রহের সুবর্ণ সুযোগ মেলে হিজড়ারা যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বচসায় মেতে ওঠে। বচসার সময়ে ওদের ভাষা উচ্চারণ অনুযায়ী সংগ্রহ করার সুযোগ পেলাম। হিজড়ারা ভারতবর্ষে একটি সামাজিক গোষ্ঠী পৃথিবীর অন্যত্র কোন সভ্যদেশে বিশেষত পাশ্চাত্য দেশগুলোতে হিজড়াদের নিজস্ব কোন গোষ্ঠী নেই। হিজড়াদের ভাষা ওদের জীবনের মতোই বৈচিত্র্যময়। ওদের বিকৃত ভাব ভঙ্গি আচরণ গবেষণার খাতিরেও বেশিক্ষণ লক্ষ্য করা কঠিন।

অপরাধ-জগতের ভাষা সংগ্রহ করতে বিপদের ঝুঁকিও নিতে হয়েছে যথেষ্ট। অপরাধীদের মধ্যে অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগে। যক্ষ্মা, যৌনব্যাধি, কুষ্ঠ ইত্যাদি ভয়াবহ রোগ অপরাধ জগতে ছড়িয়ে রয়েছে। অনেক সময়ে নিশ্চিন্ত মনে আলাপ করছি পরে হয়তো জেনেছি আমার তথ্য সরবরাহকারী একজন যক্ষ্মা বা

অনুরূপ কোন রোগে পঙ্গু। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে, ক্ষণিকের জন্যে ভয় পেয়েছি। তাদের ত্যাগ করে আবার নোতুন লোকের সন্ধানে ফিরতে হয়েছে।

কোলকাতার একটি অঞ্চলে চোলাই মদ পাচারের জন্য ধরা পড়ে দু-পাঁচজন কুষ্ঠরোগী। চোলাই মদ চালানের সাঙ্কেতিক শব্দাবলী সংগ্রহের জন্য এদের সঙ্গে আলাপ করতে দ্বিধা করিনি। আলাপের মাধ্যমে একটি কুষ্ঠ রোগীর জীবনের এক করুণ ইতিহাস জানা গেল।

এ ছাড়া আরও কিছু আছে। খুন জখম ইত্যাদির মুখোমুখিও হতে হয়েছে। আজকের পশ্চিম বাঙলার পথে পথে বোমা ছুরি ইঁট বর্শা বন্দুক রিভলবার ইত্যাদির ব্যবহার সাধারণ ব্যাপার। হয়ত জনসাধারণের গা সওয়া হয়ে আসছে। কিন্তু আমি যে সময়ে অপরাধ-জগতের ভাষা নিয়ে গবেষণা সুরু করি অর্থাৎ ১৯৬০ সাল এবং তার পরের বছরগুলো ; তখন রক্তপাত চোখের পাতা-পড়ার মতো এড়িয়ে যাবার বিষয় ছিল না। বছর ছয় সাত পূর্বে একটি মদ চোলাই-এর ডেরা থেকে বার হচ্ছি এমন সময়ে আমার পাশের একটি লোক ছুরিকাহত হলো। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে, অল্পের জন্যে আমার জামা কাপড় রক্তের স্পর্শ থেকে বেঁচে গেল। আহত ব্যক্তি মাটিতে বসে পড়লো, আমিও আতঙ্কে ছিট্‌কে দূরে নিজেকে নিক্ষেপ করলাম নিজের অজ্ঞাতে।

একবার লালপল্লীর একটি ঘরে ওই অঞ্চলের এক ডাক্তার আমাকে বসিয়ে দিয়ে তার নিজের প্রয়োজনীয় কাজ সারতে গেছেন। নির্ভাবনায় কাগজ কলম নিয়ে একটি মেয়ের মুখের নানা কথা নোট করছি এমন সময়ে ঘরের মধ্যে দুই মাতালের আবির্ভাব, সঙ্গে সঙ্গে সুরু হলো মারামারি। মেয়েটি নীরব দর্শকের মতো বসে রইলো মুখ চোখ একেবারেই স্বাভাবিক। বিচলিত হবার কারণ নেই ভাবটা এমন তরো। আমি কিন্তু ডাক্তারটির অপেক্ষায় না থেকে ভয় পেয়ে চম্পট দিতে বাধ্য হলাম।

চণ্ডুর আড্ডা। ছোট্ট ঘর। ছোট দরজা। মাথা হেঁট করে কোমর ভেঙে ঘরে ঢুকতে হয়। নোংরা আবর্জনাময় তুর্গন্ধভরা ঘর। তু-তিনজন চণ্ডুখোর বসে আছে। একজন নেশায় মজে আছে। আগন্তুক দেখা মাত্র নেশাখোরের দল ঘর ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করলো। একজনের পায়ের ধাক্কায় ঘরের মধ্যে রাখা জ্বলন্ত উনুনটা উল্টে পড়লো। আগুনের স্ফুলিঙ্গ আমার কাপড়ের একাংশ পুড়িয়ে দিলো। সেদিনের মতো ছেদ টানতে হলো। এমনিতরো বহু প্রতিকূল ঘটনার মুখোমুখি হয়ে তথ্য সংগ্রহ করার ঝুঁকি নিতে হয়েছে।

পূর্বে বলেছি নানা জাতের অপরাধী দেখার সুযোগ ঘটেছে কয়েদখানার বাইরে ও ভেতরে। কি বিচিত্র এদের জীবন! এদের জীবনে আছে বৈচিত্র্য, আছে হাসিকান্না, অভাব শুধু মাত্র গতির। যাকে গতি বলে মনে হয় তা থেকে জন্ম নেয় অধোগতি। এ পর্যন্ত তু হাজারের ওপর সমাজ-বিরোধী এবং অপরাধীদের দেখেছি। কুখ্যাত অপরাধীদেরও দেখলাম। তাদেরও বড়ো কর্মবিমুখ ও আয়েসপ্রিয় বলে মনে হয়েছে।

অপরাধের অনেক কারণের মধ্যে একটি বোধহয় কর্ম বিমুখতা। এরা অপরাধ করে কখনো বাধ্য হয়ে কখনো বা আবেগ প্রবণতার তাগিদে। এদের মসিমাখা জীবন ক্লেদাক্ত পথে ঠাঁই নিয়েছে। আলোর সন্ধান পায়নি, যদিও মাঝে-মধ্যে আলোর ক্ষীণরেখা হাতছানি দেয় তবে তা আলেয়ার মতো ছলনায় ভরা। নারী পুরুষ অপরাধীদের অনেকে তাদের সুখ তুঃখের কথা উজাড় করে দিয়েছে আমার কাছে। এদের বেশির ভাগ পুলিশকে ভয় করে, অন্তর থেকে ঘৃণা করে।

অপরাধীদের জীবন একটি চক্রের পাকে ধরা পড়েছে। মনে করা যাক, একজন একটা অপরাধ করলো এবং ধরা পড়ে গ্রেপ্তার হলো। পুলিশ হাজির করলো আদালতে, হাকিমের বিচারে হলো

সশ্রম কারাদণ্ড। জেলখানায় আসামীকে কায়িক শ্রম করতে হচ্ছে, বিনিময়ে সামান্য অর্থও উপার্জন করছে। উপার্জনের সব টাকাগুলো আসামীর হাতে তুলে দেওয়া হলো না, একটা অংশ জেল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা রইলো। ছাড়া পাবার দিন সঞ্চিত টাকাকড়িগুলো আসামীর হাতে তুলে দেওয়া হলো। সদ্য মুক্ত কয়েদীর এক মাত্র সহায় সম্বল অর্জিত টাকা ক'টি। আত্মীয়-স্বজন তাকে অনেক দিন ত্যাগ করেছে, সেও তাদের ছেড়ে গিয়েছে, তবু জেল গেটে দাঁড়িয়ে তার মন চাইছে ওই সামান্য পুঁজি নিয়ে নোতুন জীবন সুরু করতে। মন খুঁজছে আর একটি দরদী মন। যার হাতের কোমল পরশ তাকে সোজা সড়কের সন্ধান দেবে। আর পাঁচজনের মতো সেও গৃহ সুখের সন্ধানী। জেল ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝলো, পৃথিবীটা বড়ো অকরুণ, যে পথে সে চলে সে পথের দরজা জানলা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। সে অপরাধী ক্ষমার অযোগ্য। 'সুস্থ' সমাজ জীবনে 'হরিজন'। পথের আলো মিলিয়ে আসছে, অন্ধকারে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে—এমন সময়ে তার মনে হলো দুর থেকে কারা যেন জোর কদমে এগিয়ে আসছে। একটু পরে বুঝতে পারলো, এরা অন্ধকারের জীব মধুপায়ী অলিকুল, পুরানো দোস্তের দল।

তারা তাকে জড়িয়ে ধরলো, আদর করলো। সদ্যমুক্ত আসামী। হাতে আছে টাকা, ইয়াররা তাকে জেলখানার কাছাকাছি এক মদের দোকানে বসালো। আকণ্ঠ মদ্যপান করলো। নেশার রঙ মাখিয়ে নিজের চির পরিচিত জগৎকে নোতুন করে বরণ করে নিলো। বন্ধুদের চাপে অর্জিত টাকাগুলো তরল আমোদের নর্দমায় ঢেলে দিলো।

হাত খালি, মহামুস্কিল, এখন করা যায় কি! বন্ধুরা তার পিঠে হাত রেখে ইশারা করলো—ভয় পাস্‌নে, একটা কাজের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। কাজটা ঠিকঠিক করে ফেল্‌লে মোটা সওদা মিলবে। ফুর্তির ফোয়ারা বইবে রঙের ঝরণা ঝরবে।

এমনি করে ঘৃণ্য জীবনে অপরাধের যোগফলের সংখ্যার হবে বৃদ্ধি। আবার ধরা পড়বে; অতি পরিচিত এবং অতি নির্মম চক্রের

মধ্যে পাক খেতে থাকবে। পথ চেয়ে কেটে যাবে কতদিন কত রাত! জমে উঠবে মেঘের পরে মেঘ।

এ হলো অপরাধীদের সত্যকার জীবন আলেখ্য।

একটি কুখ্যাত গাজাওলা (অপরাধী) তাদের জীবনের এমনতরো করুণ কাহিনী একদিন শুনিয়েছিল একটি জেলের মধ্যে কাঠ-ফাটা দুপুর রোদ্দুরে। কামনা করি ভাবীদিনের মানুষকে যেন কোন নির্যাতিত মানবপুত্রের মুখে এমনতরো বেদনাতুর কাহিনী আর শুনতে না হয়।

অপরাধ-জগৎ অসংস্কৃত রূপে থাকলেও দেশের জনসমষ্টির অংশ। অপরাধীদের অধিকাংশের ধারণা তাদের জীবনের ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী বর্তমান সমাজ। সভ্যভব্য সমাজের ওপর এদের কল্পনাতীত অভিমান। সভ্যভব্যরা ওদের জীবনে উৎপীড়ক ছাড়া আর কিছুই নয় নাকি!

অপরাধ-জগৎ একদিন হবে ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়বস্তু যেদিন মানুষের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা আসবে মানুষের ঘরে ঘরে। যেদিন শোষক ও শোষিত শ্রেণী লোপ পাবে—সেদিনই অপরাধের সত্যিকারের স্বরূপ উদ্ঘাটন সম্ভব হবে। সেদিন সত্য-শুভ-সুন্দর অসত্য-অশুভ-অসুন্দরের ওপর বিরাজ করবে।

আগামী দিনের মুক্ত মানুষের হাতে সমকালের বহু সমস্যা জর্জরিত পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের ভাষার চিত্র তুলে দেবার এ এক সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র।

পশ্চিমবাঙলার অপরাধ-জগৎ

অপরাধের প্রবৃত্তি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তবে অপরাধের ধারা এবং পদ্ধতি সর্বকালে সর্বযুগে কখনো এক প্রকারের নয়। এমনও দেখা যায় যে, এক ধরনের অপরাধ শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘটে আসছে, কিন্তু পদ্ধতি ক্রমাগত উলটে পালটে যাচ্ছে। মানুষের জীবনধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটছে।

পাতালপুরীর অন্তর্দেশ সম্পর্কে সচেতন হলে সেখানের মানুষের অনেক কথাই জানা যায়। George Macmunn তাঁর *The Underworld of India* পুস্তকে বলেছেন, 'Underworlds of any age and any continent are the most pathetic, the most fascinating, and the most abstruse of studies. They have many different facets, economic, criminal, religious and racial, and each touches often enough the very acme of tragedy and *lacrymae rerum.*'

অবশ্য জর্জ ম্যাকমুন-এর আলোচনার মধ্যে কোথাও পাতালপুরীর ভাষা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। একথা বলতে বাধা নেই যে, মানুষের জীবনধারা এবং তার মানসিক গঠন জানতে হলে তার মুখের ভাষার সঙ্গে পরিচিতির একান্ত প্রয়োজন।

অপরাধ-প্রবণতার সঙ্গে সমাজ জীবনের গভীর যোগ রয়েছে। তাই কোন একটি জাতির জীবনের অপরাধ-প্রবণতার ইতিহাস বা ধারাকে তার সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না। অপরাধ-বিজ্ঞানীরা জানেন যে, বর্তমান কালে অপরাধের বৃত্তি এবং পদ্ধতি বহুমুখী আর তার প্রভেদ নির্ভর করছে দেশ কালের ওপর। আমাদের দেশে ঠগীরা কারুর কিছু অপহরণের পূর্বে তাকে খুন করে ফেলতো। পরবর্তী কালে হত্যাকাণ্ড যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতে

চাইলো, কারণ তাতে পদে-পদে বিপদের আশঙ্কা, যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

শিক্ষা এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে অপরাধের ধারাও যায় পালটে। আমাদের দেশেও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার অপরাধ পদ্ধতির পরিবর্তন এনে দিয়েছে। পল্লী-অঞ্চলের অপরাধ-পদ্ধতি থেকে শহর ও শিল্পাঞ্চলের পদ্ধতি অনেক সময়ে ভিন্ন ধারায় বইতে থাকে।

পল্লীতে ছিচ্‌কে চুরির ঢেউ। গোরু-ছাগল ধান-চাল বাসন ইত্যাদি চুরি যাওয়া নিত্যকার ঘটনা।

অপরাধের দুই পক্ষ—বুদ্ধিবৃত্তি এবং দৈহিক শক্তি। বুদ্ধির তীক্ষ্মতা একালের অপরাধ-জগতের সহায় সম্বল। পশ্চিম বাঙলার শিক্ষিত এবং অর্ধ-শিক্ষিত অপরাধীরা অপরাধ করে থাকে বুদ্ধিকে আশ্রয় করে। ভদ্রবেশী *white collar* অপরাধীদের পুঁজি হলো ধারালো বুদ্ধি, ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহার।

অপরাধীদের জীবনে বয়েসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বয়েসের ওঠা নামার ওপর অপরাধের প্রকৃতি নির্ভরশীল। অপরাধ-প্রবণতা মানসিক ব্যাধি। সুস্থ পরিবেশের অভাব অপরাধ প্রবণতার জন্মদাতা। সাধারণত কিশোর বয়সে ছেলে অপরাধ প্রবণতার আওতায় এসে যেতে পারে। অপরিণত বুদ্ধি পাপের শিকার হয়ে যায় অতি সহজে। চায়ের দোকান, রক, রাস্তার কোন্ অপরাধের বীজাণুতে থৈ থৈ করছে। এসব জায়গায় সময়ে সময়ে অপরাধী এবং অপরাধ-প্রবণ লোকেরাও আড্ডা জমায় এবং তাদের সংস্পর্শে যখন সাধারণ ছেলেরা এসে পড়ে, হামেশা দেখা গিয়েছে যে, পাপদষ্ট ছেলেরা কৌশলে নিষ্পাপ ছেলেদের দুএকটিকে প্রলুব্ধ করে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে। এমনি করে অপরাধ জগতের দলবৃদ্ধি হচ্ছে। দলভুক্ত না হয়েও এদের নোংরা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া বিচিত্র নয়। এমনি করে আজকের সমাজ জীবনে অসুস্থতার বীজাণু প্রবেশ করছে হু হু করে।

বয়েসের সঙ্গে অপরাধের যে কি চমৎকার সম্পর্ক, তা জানা যায় নানান ধরণের অপরাধ এবং অপরাধীদের বয়েস নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে। সচরাচর দেখা যায় যে, যৌবনে যে লোক হিংসাত্মক অপরাধে লিপ্ত থাকে, প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে সে 'অহিংস' অপরাধ বেছে নিয়েছে। সাধারণত খুন জখম মারামারি কাটাকাটির সঙ্গে যুক্ত থাকে তরুণ অপরাধীরা। এরাই ছিনতাই, ডাকাতি, মালগাড়ি-ভাঙা প্রভৃতিকে পেশা করে নিয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে দেহের শক্তি কমে যায়, মনোবল হ্রাস পায়, হিংসাত্মক অপরাধে মত্ত অতীত দিনের তরুণ অপরাধী বার্ধক্যে কিঞ্চিৎ 'ঠাণ্ডা' অপরাধে গা ঢেলে দেয়। জালিয়াতি, মদ চোলাই ইত্যাদিতে মন মাতে। অনেক অপরাধী প্রকাশ করেছে, যৌবনে ভয়াবহ রোমহর্ষক অপরাধে লিপ্ত থেকেছে তবে বৃদ্ধবয়সে ও-রাস্তায় পা বাড়াতে আর সাহস হয় না।

এ ছাড়া নির্ঝঞ্ঝাট 'অহিংস' অপরাধে হাতেখড়ি হয়েছে এবং জীবন শেষ করেছে এমন অপরাধীর সংখ্যাও নগণ্য নয়। এই শ্রেণীর অপরাধীরা সচরাচর দুর্বল স্বভাবের এবং ঠাণ্ডা মেজাজের হয়ে থাকে।

সংগৃহীত তথ্য থেকে উল্লেখ করে বলতে পারি, আমার দেখা সর্বকনিষ্ঠ অপরাধীর বয়েস মাত্র সাত, একটি বাঙালি শিশু পকেটমার। ছেলেটার বাবাও একজন পাকা অপরাধী।

আর সর্বজ্যেষ্ঠ, আটষট্টি বছরের এক বৃদ্ধ ; বাড়ি হায়দরাবাদে, পেশা গব্বাবাজী (burglary)।

অপরাধ জগতের ভাষা সংগ্রহে কিশোর ও তরুণ অপরাধীরাই তথ্য-সরবরাহকারী হিসেবে বেশি সাহায্য করেছে। এরাই হলো হালকা বা লঘুভাষা ব্যবহারের এবং সৃষ্টির কাণ্ডারী।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ মানসিক এবং যৌন বিকৃতির কারণ—যা অপরাধ প্রবণতাকে ইন্ধন যোগায়, সুতরাং অপরাধীদের জানতে হলে তাদের বর্তমান এবং অতীত জীবনের পরিবেশকে-ও জানা চাই।

অপরাধী এবং অপরাধ-প্রবণ সম্প্রদায়কে স্তর হিসেবে এইভাবে দেখানো যেতে পারে : (১) অপরাধীদের সন্তান (২) জারজ সন্তান (৩) কৃষক বা শ্রমিক সন্তান (৪) উচ্চ-নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান।

শেষোক্ত শ্রেণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করার কারণ রয়েছে। এই সম্প্রদায় বর্তমানের শিক্ষিত ধোপ-দুরস্ত সমাজের জন্মদাতা এবং অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। বহুদিন ধরে সমাজ ও সভ্যতাকে এরাই কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে দিয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজই তো দেশকে শিক্ষিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপহার দিয়েছে। এরাই তো শিক্ষা দীক্ষায় বলীয়ান হয়ে সমাজের অন্য স্তরকে জানতে চেষ্টা করেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অবহেলা করা যায় না। সেজন্য এই স্তরের ছেলেদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা ধরা পড়লে হৈ চৈ হয় বেশি মাত্রায়। সরষের ভেতর ভূত, ভয়ের কারণ বৈ কি। সমাজপতিদের মাথা ঘোরে, টান ধরে নিজেদের অন্দর মহলে।

যাদের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার ঘটেছে যদিও তাদের তিন চতুর্থাংশ কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত। এদের অপরাধ মুক্ত করতে কে-ই বা মাথা ঘামায়! দুঃখের কথা হলো, এদের আত্মীয়-স্বজন অপরাধী নয়। বাপ দাদারা খেটে খাওয়া মানুষ। এদের অপরাধের সঙ্গে রক্তের প্রত্যক্ষ যোগ নেই। এরা আক্রান্ত হয়েছে ঘরের বাইরে। ঘরে অভাব আছে অপরাধ নেই। অপরাধ পঙ্গু করলো তখন যখন ছুটি পেলো খেত খামার আবাদ কারখানা থেকে।

বর্তমানে দোকানদারি ইত্যাদি পেশার লোকের ছেলেদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা আশ্রয় নিয়েছে খুব বেশি করে। আর্থিক অসচ্ছলতাই হয়তো মুল কারণ।

বিবাহিত বা অবিবাহিত অল্প মাহিনার কর্মীরা সুদূর পল্লী থেকে শহরে বা শিল্পাঞ্চলে চাকরি করতে আসে। বাস করে বস্তি অঞ্চলে ; বস্তির আবহাওয়া সর্বদা সুস্থ হয় না। কারখানা এবং বস্তিকে কেন্দ্র করে গজিয়ে ওঠে মদের দোকান আর পতিতালয়।

দরিদ্র কর্মীদের অজান্তে পাঁকে পা দেওয়া বিচিত্র নয়। দেশে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অনেকে নোতুন করে সংসার পাতে। অনেকে আবার স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করে। যার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ সমাজের হাতে তুলে দেয় কতকগুলি অপগণ্ড অপ্রয়োজনীয় জীবন। যাদের মানুষ করে তোলার কোন চেষ্টা বা ইচ্ছে অথবা সামর্থ্য কিছুই এ জাতের 'বাপ-মায়ের' থাকে না।

আর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরা ক্রমশ অপরাধ-প্রবণতায় আকৃষ্ট হয়। স্নেহ-মমতা বঞ্চিত ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত হতভাগ্যের দল কালে পাকা অপরাধীর ভূমিকা নেয়।

এমনি করে চোর, ডাকাত, পকেটমার, আরও কতো রকমের অপরাধীর জন্ম হচ্ছে। দেশের লোকসংখ্যার একাংশ হলো এরা। সরকারী পরিবার পরিকল্পনা এখানে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু করতে পারলে দেশ সত্যই উপকৃত হবে।

এমনও দেখা গিয়েছে, এসব ছেলেমেয়েদের অনেককে শিশুকাল থেকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে সুপটু করে তোলা হয়েছে। শোনা যায় যে, পেশাদার দালালরা, মানুষের সহজাত সহানুভূতি আকর্ষণ করতে কতো না শিশুর অঙ্গ হানি ঘটিয়ে তাদের দিয়ে ভিক্ষে করাচ্ছে। পঙ্গু ছেলেমেয়েদের ভাড়া খাটানো হয়। তাদের উপার্জনে দালালরা হয় পুষ্ট! এবার ভেবে দেখলে ক্ষতি কী, আমরা যে ভিক্ষে দিই, তা পুণ্য সঞ্চয় করতে না সমাজ-জীবনে পাপকে প্রশ্রয় দিতে!

বাঙালি অপরাধীদের অধিকাংশ আসে চাষী, শ্রমিক, বেকার এবং পূর্ব বাঙলা আগত উদ্বাস্তুশ্রেণীর মানুষের ঘর থেকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘর থেকে যারা আসে, তারা কোলকাতা এবং অন্যান্য শহরে উঠ্‌তি গুণ্ডার ভূমিকা নেয়। উঠ্‌তিদের সঙ্গে অনেক সময় অপরাধীদের আঁতাত গড়ে ওঠে।

এদের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে যে, অপরাধপ্রবণতার দিকে বেশি ঝুঁকলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা কঠিন। একটির পর একটি অপরাধের জালে জড়িয়ে পড়তে হয়, তখন

অপরাধের সঙ্গী-সাথীরা হয় একমাত্র বন্ধু। এই সব বয়ে-যাওয়া ছেলেরা শুধু তাদের অভিভাবকদের নয়, সমাজ বা জাতির জীবনে মহা চিন্তার কারণ হতে বাধ্য। যদিও এদের অনেকের মনে অহরহ দ্বন্দ্ব চলে, মনোহারী ইন্দ্রজাল ভেদ করে মন ছুটে বার হয়ে আসতে চায়—তবে প্রলোভন ভুলিয়ে রাখতে সাহায্য করে শেষ পর্যন্ত।

অনেকে স্বীকার করেছে, এ পথে সহজে কাঁচা টাকা পয়সা মেলে। তাছাড়া আছে নেশার লোভ আর নারী-সঙ্গ। একথাও এরা মনে করে, যে-সমাজ ত্যাগ করে তারা চলে এসেছে সেখানে খোলা মন নিয়ে ফিরতে চাইলে অন্তর থেকে কখনো তাদের আপনজন বলে মেনে নেওয়া হবে না।

শিক্ষিত পরিবারেও সমাজ-বিরোধী অপরাধী ছেলের অভাব নেই।

শিক্ষিত এবং অর্ধ-শিক্ষিত পরিবার থেকে যারা অপরাধ জগতে এসেছে তাদের অধিকাংশের মনের কথা হচ্ছে—দুটো জগৎকে হারিয়ে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় থাকার মধ্যে কি আনন্দ আছে !

বাঙালি মধ্যম শ্রেণীর ঘরের ছেলে যখন এ জগতে আসে, তার চাল-চলন কথাবার্তার ধরণ-ধারণ এমন কি টানটোন (intonation) সবই পালটে যায় নিজের অজ্ঞাতে। পাঁচমিশালি আচার ও ভাষা রপ্ত করে ফেলে। ত্বরিতে অপরাধ-জগতের শব্দ চয়ন করে নেয় এবং নোতুন নোতুন শব্দ তৈরী করে ফেলে; এই ভাবে অপরাধ-জগতের শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে।

অর্থনৈতিক চাপে আজ মধ্যম এবং নিম্ন-মধ্যম শ্রেণীর মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। বাসস্থানের অভাব। চাকরি নেই। জীবনের প্রয়োজনায় কোন সামগ্রী নেই। ধনী ও ধনহীনের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতার মাত্রা বেড়ে চলেছে। ফলে সমাজবিরোধী মনোভাব ও অপরাধ-প্রবণতার ইংগিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই থেকে গেছে।

শতকরা প্রায় কুড়ি জন অপরাধী স্বীকার করেছে যে, তারা স্নেহ-মমতার স্পর্শ কোন দিন পায়নি। কারু-কারুর বাবা-মা পুজো-

আচ্চা ইত্যাদিতে এত মসগুল যে, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার অবসর পায়নি ; তাছাড়া পারিবারিক অভাব অনটন ঝগড়া অশান্তি ইত্যাদির প্রভাব তাদের গৃহসুখ থেকে বঞ্চিত করেছে। বহির্মুখী মন ভুল রাস্তায় পা ফেলেছে। পতঙ্গের মতো নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

অপরাধ-প্রবণতাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে হয়েছে : (ক) পেশাগত অপরাধ (খ) সমাজবিরোধীতা বা অ-পেশাগত অপরাধ। পেশাদার-অপরাধীদের মধ্যে পেশাদারী ঠারের ভাষার (professional code) চলন। অ-পেশাদার অপরাধীদের পেশাদার অপরাধী ব্যবহৃত সন্ধাভাষার ব্যবহার করতে দেখা যায় কম। তবে সন্ধা ভাষার শব্দগুলির গুপ্ত অর্থ লুপ্ত হ'লে তা পেশাদার অ-পেশাদার সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এই ভাবে অ-পেশাদার অপরাধীরা লঘু ভাষার (non-professional) সঙ্গে সন্ধা-ভাষারও ব্যবহার করে থাকে। এমনতরো বহু শব্দ আমাদের জগতেও হানা দিয়ে থাকে।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজনে শুধুমাত্র সেই সকল অপরাধ এবং সমাজ-বিরোধিতার আলোচনা করবো যা কেন্দ্র করে পাতাল-পুরীর ভাষার সৃষ্টি।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য অপরাধ এবং সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : (*) (১) ডাকাত, (২) তস্কর (robber), (৩) ছিনতাই-কারী (snatcher) —২১৬, (৪) গব্বাবাজ—২২০, (৫) চোর—৩২৭, (৬) পকেটমার —৩০৭, (৭) চোরাইমালের ক্রেতা—৪৫, (৮) তোলনবাজ —২২৭, (৯) ছেলেধরা—৫, (১০) ঠগ—২০, (১১) জালিয়াৎ (forger)—১৮, (১২) পতিতা—১১, (১৩) পতিতাদের বাড়িঅলা

---

* প্রতিটি শ্রেণীর সঙ্গে সংখ্যা দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে মোট কতজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছে। ডাকাতি এবং তস্করের মিশ্রিত সংখ্যা হচ্ছে ২০৫।

—১৯, (১৪) পতিতাদের দালাল—১৮৭, (১৫) চোরাই কারবারী (smuggler)—৭৭, (১৬) সমাজবিরোধী যুবক (উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন) —২৭৬, (১৭) মেয়েদের পথেঘাটে যারা বিরক্ত করে (eve-teaser) —১৪০, (১৮) হিজড়া—২৬, (১৯) ভিখিরি ও তাদের দালাল —৫২, (২০) রেলগাড়ি ভঙ্গকারী—২২।

উল্লিখিত শ্রেণীগুলির মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে।

সমাজবিরোধী যুবক (উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন)

এই শ্রেণীটি পুলিসের হাতে 'রাফ' নামে অভিহিত। এরা সাধারণত বয়সে ১৬।১৭ থেকে ২৫।২৬-এর মধ্যে হয়ে থাকে। এই দলের সমাজবিরোধী যুবকদের অনেকে সময়ে সময়ে হিংসাত্মক অপরাধে মেতে ওঠে এবং কালে ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদির মতো জঘন্য ঘৃণিত অপরাধকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। জুয়া, মদ-চোলাই প্রভৃতিও এদের নেশা-পেশা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত এবং বহু সময়ে 'শিক্ষিত' যুবকদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

পশ্চিমবাঙলায় সমাজবিরোধী যুবকদের শতকরা প্রায় নব্বুইজন হচ্ছে বাঙালি। বর্তমানে বাঙলা দেশে এই জাতীয় তরুণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং এই দুষ্ট ব্রণের জন্য রাজ্যের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা মুলত দায়ী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক মারামারি-কাটাকাটি, বেকার জীবন, মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজার এমনিতরো অনেক কিছু পশ্চিম বাঙলার সমাজ জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছে। ফলে বর্তমানের তরুণ সমাজ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা হারিয়েছে। শ্রদ্ধাবান নয় অভিভাবকদের সম্পর্কেও। তরুণদের মানসিক বিপর্যয়ের জন্য দেশের শাসক এবং অভিভাবক-শ্রেণীও কম দায়ী নন। হতাশা এবং উত্তেজনা এদের ভুল রাস্তায় টানছে। হতাশা হলো বর্তমান কালের একটি সামাজিক ব্যাধি ; এর হাত থেকে মুক্তি পেতে পুলিশী দণ্ডবিধি বা দেশের আইন কতটুকু সাহায্য করতে পারে।

অনেক সময়ে দেখা গেছে, অতি কাঁচা বয়েসের ছেলে হয়তো ভুল করে বিপথগামী হয়ে পড়েছে, কোন দাগী বদমায়েসের হাতে পড়ে গেছে, তখন তার অবস্থা হয় মর্মান্তিক—না ঘরকা না ঘাটকা। কিশোর ছেলেটির ফিরে যাবার রাস্তাগুলো একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনতরো বহু হতভাগ্য ছেলের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল। এদের অনেকে উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, পদস্থ সরকারী চাকুরের সন্তান। উচ্চমানের শিক্ষা বা আর্থিক স্বচ্ছলতা অপরাধ-প্রবণতাকে ঠেকিয়ে রাখার ফুল-প্রুফ নয়। তা যদি হতো তবে যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধ-প্রবণতা এত প্রকট রূপ ধারণ করতো না।

তরুণ অপরাধীরা স্বল্পায়াসে উপার্জনের স্বাদ পেয়ে গেছে, কঠিন শ্রমের মধ্যে মন যেতে সরে না। তা ছাড়া, মদ-গাঁজা অন্যান্য নেশা এবং নারী-সঙ্গ তাদের সহজ সাধারণ গৃহস্থজীবনে ফেরার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দিনে দিনে দেহ-মনের স্বাস্থ্য ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। মানসিক অবসাদ গলা টিপে ধরে, তার হাত ছাড়িয়ে নিতে দ্বিগুণ উৎসাহে পাঁক মাখামাখিতে মেতে ওঠে।

এইসব অ-পেশাদার সমাজবিরোধী যুবকরা বাঙলা ভাষার সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড ও অন্যান্য উপভাষা-ভাষী। এদের কথাবার্তা থেকে সন্ধা এবং লঘু ভাষার ভূরি ভূরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের বেশির ভাগই শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে।

পকেটমার

বাঙালি অপরাধীদের মধ্যে পকেটমারের সংখ্যা অসংখ্য। পকেটমার নানান জাতের নানান মর্যাদার। অপরাধ পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল অনেকগুলি শ্রেণী রয়েছে; এখানেও স্পেশালাইজেশন কাজ করছে। যেমন, ছেচকিবাজ হচ্ছে, যারা শুধু রেজকি অর্থাৎ খুচরো পয়সাকড়ি তুলে থাকে। এরা সাধারণত অতি অল্পবয়েসের শিক্ষানবীশ।

একটি ৭।৮ বছরের শিক্ষানবীশ ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে পকেটমারিতে পোক্ত করে তোলা হয়েছিল। সে ধরা পড়লো ভিড়ের ট্রামে, তারপর তাকে কলকাতার পুলিশ হেড-কোয়ার্টার লালবাজারে হাজির করা হলো। সেখানে সে ধুরন্ধর পুলিশ অফিসরদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল আর কি! হঠাৎ একটি পাহারঅলার কেমন যেন সন্দেহ হলো, তাকে পাঠানো হলো মহিলা অফিসরদের জিম্মায় এবং পরীক্ষায় জানা গেল যে, মেয়েটি একটি ছেলে! পরে এও জানা গিয়েছিল যে, সে পুর্ব-বাঙলা আগত একটি উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলে। তাদের বাবা-মার সংসার চলে ছেলেটির এবং তার দিদির পকেটমারি আয়ে। ভাইবোনের মিলিত উপার্জন নাকি দু-তিনশো টাকার মতো।

পকেটমার তার শ্রেণী ও এলাকা চট করে ত্যাগ করে না। প্রতিটি দলের নিজস্ব একটি অঞ্চল থাকে। নিজের অঞ্চলের বাইরে সচরাচর যাবে না। যেমন, কোন পকেটমার উত্তর কলকাতার বিধান সরণীর ওপর গ্রে স্ট্রীট থেকে বিডন স্ট্রীটের মধ্যে যদি ঘোরাফেরা করে তবে এর বাইরের এলাকা আইনত পকেটমারটির কাছে নিষিদ্ধ অঞ্চল। এলাকার বাইরে পকেটমারতে যাওয়ার অর্থ অন্যদের অধিকারে হাত দেওয়া।

পকেটমারদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যাদের 'রাজাবাবু' বলা হয়। এদের মাসিক আয় কখনো কখনো পনেরো কুড়ি হাজারও হয়ে থাকে। পকেটমার-ই সংসার চালাবার একমাত্র পেশা এমন কথাও অনেকের মুখে শোনা গেছে।

পুরুষ-পকেটমারদের বেশির ভাগ অবিবাহিত। শুধু পকেটমার কেন, অপরাধীদের শতকরা পঁচানব্বই জন আববাহিত। তবে বয়স্কদের প্রায় সকলেই বেশ্যাসক্ত। কিছু সংখ্যক মেয়ে পকেটমারও পশ্চিম বাঙলায় আছে। এদের প্রায় সকলে উদ্বাস্তু এবং অবাঙালি। এরা ট্রেনে ট্রামে বাসে এবং মেলা প্রভৃতি ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকে। ধরা পড়বো-পড়বো করেও চট করে ধরা পড়ে না। কারণ হচ্ছে,

একজন মেয়ে যে পকেটমার হতে পারে মন সহজে তা বিশ্বাস করতে চায় না।

যে সব অপরাধীরা চণ্ডু ইত্যাদির নেশা করে তারা ব'লে থাকে যে, পকেটে কারেন্সি নোট না কাগজ আছে, তা আঙুলের স্পর্শে সহজে বোঝা যায়। নেশার কৃপায় আঙুল নাকি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে!

ছিনতাই ইত্যাদিতে বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় যথেষ্ট, পকেটমারিতে বিপদের আশঙ্কা কম। 'অহিংস' অপরাধ বলে পকেটমারিতে সাজাও হালকা মতো। এসব নানা কারণে পকেটমারি অনেক অপরাধীকে আকৃষ্ট করেছে।

ঘাওবাজ (blade-user)

এরা পাকাপোক্ত সেয়ানা (চোর)। এদের সঙ্গে থাকে এক-টুকরো ব্লেড। জিভের তলায় তা রাখে, সুবিধে মতো বার করে চালিয়ে দেয়। পকেট, কোমর বা গাঁটের কাপড় কেটে টাকাকড়ি বার করে নিতে এরা ওস্তাদ। ঘাওবাজ সহজে চেন টানবে না। এদের বয়েস সচরাচর আঠারো বা তদূর্দ্ধ।

চেনটানা পার্টি

এরা সাধারণত গলার বোতাম খুলে নেয়। বিশেষ করে পাঞ্জাবি শার্ট থেকে বোতাম খুলে নিতে এদের জুড়ি মেলা ভার। বেমালুম হাতের ঘড়ির চেন কেটে তাক লাগাতে ওস্তাদ।

পতিতার দালাল

দালালদের অধিকাংশ অ-বাঙালি। এরা আসে বিহার এবং উত্তর প্রদেশ থেকে। সরকারী রিপোর্টে জানা যায়, বাঙলা দেশের পতিতাদের অধিকাংশ বাঙালি, তবে বাঙালি দালালের সংখ্যা সেই অনুপাতে বেশি নয়। দালালদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান সর্বধর্মের সমন্বয় হয়েছে। বাঙালি দালালদের অনেকে বাড়িঅলা। বাড়িঅলাদের অনেকে যৌবনে নোংরা জীবিকা গ্রহণ করে এ জগতে চলে এসেছে। তাদের সন্তানরা পরে উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়িঅলা

হয়েছে। পতিতাদের অনেকে বৃদ্ধবয়সে বাড়িওয়ালীর ভূমিকা নেয়; অনেকে পতিতা মেয়ের অভিভাবিকা সেজে তাদের উপার্জনের ভাগীদার হয়। দালালরা খরিদ্দার সংগ্রহ করে দিলে হতভাগ্য মেয়েদের উপার্জনের এক চতুর্থাংশের অংশীদার হয়। অনেক সময়ে পতিতার চাকর দালালের কাজ করে এবং কালে পূর্বতন মনিবের মনিব হয়ে বসে।

গব্বাবাজ

এরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসে। অবশ্য এখানেও হিন্দিভাষীদের সংখ্যাধিক্য। গব্বাবাজরা সচরাচর বাড়ির চাকর, দরোয়ান, মালী প্রভৃতির কাছ থেকে সাহায্য পায়। এরা ঘর বাড়ি দোকান কারখানা যেখানেই সুযোগ পায় চুরি করে থাকে।

ছেলে-ধরা

প্রায়ই পতিতা, দালাল, ভবঘুরে জাতীয় লোক ছেলে-ধরার কাজ করে। এদের অনেকে সময়ে জটাধারী সন্ন্যাসী সেজে বাচ্চা ছেলেমেয়ে চুরি করতে সাহায্য করে। চোরাই ছেলেমেয়ে চড়া দামে বিক্রি হয়। কালে তাদের অপরাধী, ভিখিরি বা পতিতার জীবন বরণ করতে বাধ্য করা হয়।

ডাকাত ও তস্কর

ডাকাত ও তস্করদের বেশির ভাগ হিন্দিভাষী রাজ্যগুলি থেকে পশ্চিম বাঙলায় চুরি-ডাকাতি করতে আসে। এরা সকলেই নিরক্ষর।

বাবু-চোর (white-collar)

এরা একটি বিশেষ শ্রেণীর অপরাধ-গোষ্ঠী। বাবু-চোরের অপরাধ পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এরা জাল-জালিয়াতিতে মেতে থাকে। আচারে ব্যবহারে নম্র বিনয়ী ও সভ্য। অপরাধ-জগতের ভাষা খুব কম ব্যবহার করে। ওদের নিজস্ব পেশাগত যৎকিঞ্চিৎ সাঙ্কেতিক শব্দ আছে যা সাধারণত জানাজানি হয় কম। বাবু-চোরেরা শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতও হয়ে থাকে।

ভিখিরি

এদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে: (ক) দরিদ্র মানুষ পেটের দায়ে ভিক্ষে করে। বার্ধক্য, অসুস্থতা, বৈধব্য এমনি কতো কি কারণ থাকতে পারে। (খ) দালালের চাপে ভিক্ষে করতে হয়। ভিক্ষের একটা মোটা অংশ দালালকে দিতে হয়। বিনিময়ে আধপেটা খাওয়া-দাওয়া আর বাসের সুবিধেটুকু পায়। (গ) পেশাদার অপরাধীরা অনেক সময়ে ভিখিরিদের নিয়োগ করে। কোন বাড়িতে বা দোকানে চুরির পূর্বে গোপনে ঘোরাঘুরি করে খবরাখবর সংগ্রহ করে। অনেক সময়ে চোলাই মদ চালানের কাজও করে থাকে। স্ত্রীলোক ভিখিরি কখনো বা কোলে ছেলে এবং হাতে থলির মধ্যে বোতলে বা ব্লাডারে মদ নিয়ে বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়। ভিখিরি অবশ্য ভবঘুরে নয়, কারণ ভিখিরির ঘর ও দেশ দুই-ই থাকতে পারে কিন্তু ভবঘুরের নির্দিষ্ট ঘর বা পেশার কোন বালাই নেই।

চোরাই মালের ক্রেতা

এরা সচরাচর ছোটখাটো দোকানদার শ্রেণীর মানুষ। ধনী ব্যবসায়ীও অনেক সময়ে চোরাই মালের বিক্রেতা হয়ে থাকে। চোরাই মালের বিক্রেতারা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসে—শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-নির্ধন শহুরে-গ্রাম্য সব একাকার হয়ে আছে। লুণ্ঠিত মাল কেনাবেচার ব্যবসা করে থাকে। অনেকে গোপনে আমদানি করা মালের ব্যবসায়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে।

পতিতা

এই শ্রেণীটিকে 'অপরাধী' এই সংজ্ঞা দিতে পারি না। অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও অন্যান্য কারণে এই গোষ্ঠীটি আলোচনার বহির্ভূত নয়। অপরাধের সঙ্গে এদের অনেকের পরোক্ষ যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অপরাধের অকুস্থলে রয়েছে এই শ্রেণীর একটি নারী। তাছাড়া, একজন অপরাধী একটি কুকর্মের পর হয়তো বেশ্যালয়ে আশ্রয়

নিয়েছে। ডাকাতি, চুরি বা লুঠের টাকা অপরাধীরা দুহাতে ওড়াতে থাকে এই সব জায়গায় আশ্রয় নিয়ে। সদ্য কোন মানুষের প্রাণ নিয়েছে এমন যে খুনী, খুনের অল্পক্ষণ পরে সে প্রবেশ করে তার অতি পরিচিত স্ত্রীলোকের গৃহে—যেখানে নেশাভাঙ করে। স্ত্রীলোক সংস্পর্শে মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইবে। অনেক সময় ভাবী-অপরাধের পরিকল্পনা জন্ম নেয় এ সব স্থানে।

কিছু সংখ্যায় হিন্দু তরুণী নিরুপায় হয়ে এই ঘৃণ্য জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে বাধ্য হয়ে, এরা পূর্ব-বাঙলা থেকে নিঃস্ব অবস্থায় এদেশে এসেছে। এদের সকলেই একদিন ভদ্র পরিবারভুক্ত ছিল। তাছাড়া রয়েছে এমন একদল মহিলা—যারা দেহদানের উপার্জনে ঘর সংসার চালাচ্ছে। এরা শহরের বুকে 'খালি কুঠি'র সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। যেখানে বেসাতি সুরু হয় সন্ধ্যার পর এবং সারাদিন ঘরগুলি শূন্য পড়ে থাকে।

বাঙলা দেশের পতিতাদের বেশির ভাগ অশিক্ষিতা ও অর্ধ-শিক্ষিতা, তবে কলেজী শিক্ষাপ্রাপ্তা এক-আধজন যে নেই তা নয়। নিরক্ষরতা নিকৃষ্টতম অভিশাপ ; নিরক্ষরতার সুযোগে পাপাচারীরা নিষ্পাপ মেয়েদের পাপের পথে টেনে আনে।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পতিতার সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি। ধনী এবং নির্ধনের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ। সমাজের নামী-মানী ব্যক্তিদের কাউকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পেলে বুঝতে হবে নিজের সমাজে তার সামাজিক মান উঁচুতে। উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের সংস্পর্শে যে মহিলারা আসে তারা সাধারণত 'উচ্চ বর্ণের'।

অনেক বাঙালি পতিতা নারী তাদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলতে চায়। ছেলেমেয়েদের নোংরা আবহাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে। নিজের জীবনের বিনিময়ে এদের গড়ে তুলতে চায়। এমনও শোনা যায় যে, ছেলে বা মেয়েকে খুব অল্পবয়সে দূষিত আবহাওয়া থেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে রেখেছে। সন্তান তার মাকে চেনে না, জানে না, মা দূর

থেকে তাকে দেখাশোনা করে। সন্তানের কাছে মায়ের আত্মপরিচয় মুছে গেল, উদ্দেশ্য—সন্তানের জারজত্ব যেন তার স্বাভাবিক জীবনকে পঙ্গু না করে।

হিজড়া

ভারতবর্ষের হিজড়ারা একটি গোষ্ঠীভুক্ত। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এরা গোষ্ঠীবদ্ধ নয়। য়ুরোপ আমেরিকাতে এরা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো কাজকর্ম করে থাকে। এদেশের হিজড়ারা স্বশ্রেণীর মধ্যে আটকে আছে। অত্যন্ত পিছিয়ে-পড়া মানুষ।

হিজড়াদের ক'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। জন্মসূত্রে যারা হিজড়া তারা নারীপুরুষের মাঝামাঝি ; আচরণে এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে অত্যন্ত বিকৃত। এমন হিজড়াও রয়েছে যারা লিঙ্গ ছেদন করিয়েছে। লিঙ্গ ছেদন হিজড়া সমাজে একটি উৎসব-বিশেষ। ছেদন সম্পর্কীয় রীতিনীতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের। ছেদনকার্য সচরাচর দলপতি করে থাকে। ছেদক দু'টি হাত পেতে ধরে, হাতে একমুঠো টাকাকড়ি দিতে হবে,—সেই সঙ্গে একশো টাকা মজুরী। লিঙ্গ অপসারণের পর রুগীকে চব্বিশ ঘণ্টা জাগিয়ে রাখা হয়। আড্ডায় তখন গান বাজনা হৈ-চৈ হতে থাকে। ঘা শুকোতে কাটা জায়গায় একতাল খয়ের চাপা দেওয়া হয়। কর্তন সম্পন্ন হয় বীভৎস উপায়ে। অনেক সময়ে মৃত্যুও ঘটে। আবার অনেকে শিশুকাল থেকে এদের সঙ্গে থাকার ফলে আচারে ব্যবহারে হিজড়াসুলভ মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে।

বিবাহাদি এবং হিন্দু-মুসলমানের নানান উৎসবে এরা নাচগান করে অর্থোপার্জন করে। তবে বাঙালি সমাজে এ সব রীতি অচল। কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল প্রভৃতি শহরে অবাঙালি শ্রমিকদের হোলি উৎসবে হিজড়ারা নাচগান করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে এদের দর্শন মেলে। এদেশের প্রচলিত প্রবাদ হলো হিজড়া দর্শন অমঙ্গলের প্রতীক। উপার্জনের এলাকা ভাগ করা থাকে, একে অপরের এলাকায় ভিক্ষে করতে যাবে না।

এরা বিকৃত যৌন-সম্ভোগের ভাগীদার। বিকৃত যৌন-রুচি সম্পন্ন মানুষের কেউ কেউ হিজড়া সঙ্গ কামনা করে। জর্জ ম্যাকমুন তাঁর The Underworld of India গ্রন্থে বলেছেন :

"The making of eunuchs has happily largely disappeared. but by no means entirely, for they are still in respect for the guardianship of the larger harems. Parents as rule select this career for their children and the operation is performed by a barber of experience. That parent should do so is a matter of wonder to Western ideas, but in this connection we should remember that is how the wonderful boy-voices were secured in days gone by for the Vatican choir. To this day, parents of a boy with a wonderful voice in Italy will sometimes secure forhim the certainty for choral career by having this operation performed. In India it is usually done under opium......"

পশ্চিম বাঙলার হিজড়ারা সাধারণত এসেছে উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যগুলো থেকে। তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে হয়েছে তারা এলাহাবাদ, কাশী, লখনউ প্রভৃতি জায়গা থেকে এসেছে। হিন্দু এবং মুসলমান হিজড়া একত্রে হোলি, ঈদ প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসব পালন করে।

মৃত্যুর পর এদের সাধারণত কবর দেওয়া হয়। কবর দেওয়ার কারণ জানা নেই, তবে মনে হয়. ভারতবর্ষে হিজড়ারা বহুকাল মুসলিম সংস্পর্শে থাকার জন্যও হতে পারে।

দলের নেতাকে গুরু-মা বলা হয়। এরা প্রায়ই একটি দুধের বাটিতে দুজনে একত্রে চুমুক দিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করে! গুরু-মার মৃত্যুর পর যে পরবর্তী নেতা হবে তার হাতে গুরু-মার যাবতীয় টাকাকড়ি জিনিষপত্র তুলে দেওয়া হবে।

হিজড়াদের মধ্যে যতদূর শোনা গেছে কোন বাঙালি নেই। অথবা অতি অল্প বয়সে যারা বঙ্গ সমাজ ত্যাগ করে এদের দলে ভিড়ে গেছে তাদের বাঙালিত্ব মুছে গেছে অথবা বাঙালি বলে নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা পায়।

নিষেধ ও কুসংস্কার

অপরাধ-জগতে বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে, তন্মধ্যে কালী, নারায়ণ, কার্তিক, চণ্ডী এবং শীতলার প্রাধান্য লক্ষণীয়। গব্বাবাজরা কালীভক্ত। বেশ্যারা সাধারণত শীতলা ও কালীর পূজা করে।

পশ্চিম বাঙলার পাতালপুরীতে মজার মজার বিধি-নিষেধ ও কুসংস্কার লক্ষ্য করা যায়। পেশাগতভাবে অপরাধীদের নিষেধ ও কুসংস্কারের তারতম্য ঘটে থাকে।

কয়েকশ্রেণীর অপরাধীর নিষেধ ও কুসংস্কারের যেটুকু সংগ্রহ করা গেছে তা এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

রাতের চোর

রাতে চুরিতে বার হবার সময়ে কুকুরের ডাক শুনলে অনেকে ভয় পায়। হিজড়া দর্শন বিপদসূচক। মগহী (বিহার) চোরেরা চুরির জায়গায় পোড়া বিড়ির টুকরো ফেলে রাখে। অনেকে আবার মলত্যাগ করে। পুলিশের কাছে এই প্রতীকগুলো চোর ধরার সহায়ক। কাছেপিঠে কালীমন্দির থাকলে পূজো মানৎ করে।

পকেটমার

পিছু ডাক অমঙ্গলসূচক। ট্রামে বা বাসে উঠতে যদি পা পিছলে যায় তবে সে-গাড়ীতে আর উঠবে না। বিবাহিতা মহিলা দেখে 'কাজে' বার হওয়া শুভ লক্ষণ। তিনজন লোক একত্র থাকলে তাদের একজনের পকেট মারলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে!

জুয়াড়ী, জুয়াচোর ও গব্বাবাজ

জুয়াড়ীদের দুটি কুসংস্কার খুবই জোরদার। তাসের জুয়া খেলায় বসবার পূর্বে তাসের বাণ্ডিল কপালে ঠেকাবে। অনেকে তাস কেনার পর প্যাকেটের ওপর ঝাঁটা পেটাও করে থাকে।

গব্বাবাজ চুরিতে বার হবার সময়ে শূন্যপাত্র চোখে পড়লে তাকে আড়াল করে চলবে। চুরির অকুস্থলে 'ত্রিকোণ' তালা বিপদের সংকেত ঘোষণা করে। তালা ভাঙবার পূর্বে তালার গায়ে খানিকটা থুতু মাখিয়ে দেয়।

বেশ্যা

বেশ্যাদের কুসংস্কারের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দরজার চৌকাঠে পানপাতায় কর্পূর জ্বালানো। এর দ্বারা ঘরের অমঙ্গল দূর হয়। দুর্দিনে চৌকাঠ গঙ্গাজলে ধুয়ে ফেলার ও পাকানো-কাগজ জ্বালিয়ে দরজায় দেখানোর রীতি আছে। দরজার মাথায় ঘোড়ার খুর আটকে রাখা মঙ্গলসূচক। অনেক সময়ে দরজার পাশে লবঙ্গ রাখা হয় ঘরের কল্যাণ কামনায়।

হিজড়া

সকালে ঘুম ভাঙার পর দরজায় ঝাঁটা পেটা করে এবং পাকানো-কাপড় পুড়িয়ে দরজার পাশে রাখে। উদ্দেশ্য ঘরের অপদেবতা তাড়ানো। ঢোলে সিঁদুর লেপন রোজগারের সহায়ক।

দরজার মাথায় পুরানো জুতো, কাঁটাতার টাঙিয়ে ভূত তাড়ানো হয়। ভূত বা ডাইনী কয়েকটি বিশেষ দিনে প্রবল হয়ে ওঠে, যেমন, কালী পুজো, নবরাত্রি ইত্যাদি।

অপরাধী বা সমাজবিরোধীরা গোষ্ঠীগতভাবে আলোচ্য বিধিনিষেধ এবং কুসংস্কারগুলি মেনে চলে একথা বলা চলে না।[৬] তবে এগুলি সাধারণ কুসংস্কার এবং পাতালপুরীর একটি বড়ো অংশ এইসব নিষেধের ডোরে বাধা পড়েছে।

ইঙ্গিত

পাতালপুরী বা অপরাধ-জগতের ইঙ্গিত নিয়ে কিছু বলতে হলে সাধারণভাবে ইঙ্গিতের রূপরেখা সম্পর্কে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন। ইঙ্গিত ভাবের আদান-প্রদানের আদিম পদ্ধতি—এ হলো গীতিময় কাব্য, জীবন নাটকের নীরব দূতী। পণ্ডিতদের অনেকের মতে, ইঙ্গিত-ইশারা হলো মানুষের মুখের ভাষার পিতামহ। একদিন ভাষা ছিল বড়ো দুর্বল, মনের যে কোন ভাবকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা তার ছিল না। সেদিনের মানুষ হাতমুখ নেড়েচেড়ে মনের ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতো। ক্রমশ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত আবেগে অনুরাগে ভরে উঠলো, মানব সংস্কৃতি উপকৃত হলো। অনেক সময়ে জীবনের অকৃত্রিম ছন্দ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ইঙ্গিতাশ্রয়ী হ'য়ে। এর ব্যঞ্জনায় রয়েছে ছন্দ, সৌন্দর্য, প্রহেলিকা। মুখের ভাষা কানের ভিতর দিয়ে প্রিয়জনের মরমে হানা দেয়। সঙ্কেতের ভাষা চোখে চোখে ইশারায় কাজ করে যায়। অনেক সময়ে চোখের ভাষা মুখের ভাষা থেকে অধিকতর তাৎপর্যদ্যোতক এবং সূক্ষ্ম হয়ে থাকে।

ইঙ্গিত দৃষ্টিকেন্দ্রিক। ইঙ্গিত এবং মুখের নানান অঙ্গভঙ্গি যথেষ্ট শক্তি ধরে যদিও অবশ্য সে শক্তি সীমিত। আঁধার নয়, আলো এর প্রিয় বন্ধু। অবশ্য অন্ধকারে গায়ে চাপ দিয়েও অনেক কিছু বোঝানো যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে সিচ্যুয়েশন সম্পর্কে আগে-ভাগে কিছু ধারণা থাকা চাই। ইঙ্গিতে রয়েছে নীরবতার জাদু—ভাবের আদানপ্রদান হয় নিঃশব্দে। সকলের মাঝে অথচ সকলকে ফাঁকি দিয়ে চোখের ইশারায়, হাতের ইঙ্গিতে মনের কথা কতো সহজে জানিয়ে দেওয়া যায়। চোখের টানে, ভুরুর ভঙ্গিমায়, ঠোঁটের বঙ্কিমতায়, কখনো বা নিচের ঠোঁট অল্প একটু উলটে মনকে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ করে তুলে ধরা যায়—কোন কথা বলার কোন আয়োজন না রেখে।

জাতিতে জাতিতে নারীতে পুরুষে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে ইঙ্গিতের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত মানুষের চেয়ে নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মধ্যে ইঙ্গিতের ব্যবহার বেশী করে দেখা যায়। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতের প্রকৃতিও সময়ে সময়ে পালটে যেতে পারে। বাঙালি জাতি কিছু বেশী ইঙ্গিতপ্রবণ। এদিক দিয়ে ফরাসী চরিত্রের সঙ্গে আমাদের বেশ মিল থেকে গেছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষ আজ পাশ্চাত্যের ইঙ্গিত কিছু কিছু আয়ত্ব করে ফেলেছে। শহুরে শিক্ষিত মানুষের ইঙ্গিত জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রতীক নয়। নানা জাতি ও সংস্কৃতির প্রভাব তার ওপর পড়েছে।

ইঙ্গিত অর্থবোধক। যেখানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন বা ভঙ্গি বর্তমান অথচ তার দ্বারা কোন অর্থপ্রকাশিত হচ্ছে না ইঙ্গিত-ইশারার অভিধানে তার কোন স্থান থাকবে না। নাচে আমরা যে সব মুদ্রা লক্ষ্য করি তার আদিতে রয়েছে ইঙ্গিত। নৃত্য যেমন ছন্দানুসারী, শিল্পীর চোখে ইঙ্গিত-ও তেমনি সময়ে সময়ে কাব্যমুখর বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়। স্বাভাবিক গতিশীল ইঙ্গিত কাব্যের রূপান্তর মাত্র। ইঙ্গিতের প্রকাশে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। চোখ, ভুরু, চোয়াল, ঠোঁট, ঘাড়, হাত এমন কি পায়ের কোন কোন অংশও কখনো কখনো ইঙ্গিত-ইশারার ডাকে সাড়া দিতে চায় —ইঙ্গিতের সোনার কাঠি প্রতিটি অঙ্গকে স্পর্শ করে।

অধুনা ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইঙ্গিত সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা জানি না। তবে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মুখে শুনেছিলাম যে, অধ্যাপক গিরীন্দ্র শেখর বসু একসময়ে মানুষের ঘুমন্ত অবস্থার অঙ্গভঙ্গি (posture) সংগ্রহ করতে সুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা সুরুতেই থেমে গিয়েছিল। ইদানিংকালে অধ্যাপক জে. বি. এস হলডেন লক্ষ্য করেছিলেন যে,এদেশের কুকুরের শোয়া-বসার ভঙ্গি য়ুরোপের কুকুরের থেকে ভিন্ন ধরনের। এ সম্পর্কে কাজ সুরু করার পূর্বেই বিজ্ঞানীর মৃত্যু ঘটলো। অবশ্য দুই বিজ্ঞানীর

চিন্তাধারার বিষয়বস্তু ছিল মূলত অবস্থা পরিবেশে অঙ্গভঙ্গি (posture) নিয়ে, যা মনোভাব-প্রকাশক ইঙ্গিত বা gesture এর আওতায় সম্পূর্ণরূপে আসবে না।

ইঙ্গিতের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত। এ কেবল মানুষের মুখের ভাষার পরিপূরক নয় তাকে শক্তি ও সুষমা জুগিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে চরম দুর্যোগের দিনে ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল দুই আঙ্গুলের ফাঁকে ইংরেজি V (victory) অক্ষরের সঙ্কেত দেখিয়ে তাঁর দেশবাসীকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই ইঙ্গিত ইংরেজদের মনে সেদিন মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করেছিল। কোন অভিমানিনী যখন কপালের ওপর একটি বা দুটি হাতের আড়াল দিয়ে গাড়িবারান্দা খাড়া ক'রে নিজের মুখের খানিকটা অপরের কাছ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে তখন বুঝে নিতে হবে যে—যার জন্যে গাড়িবারান্দার সৃষ্টি তার প্রতি অভিমানিনী রাগ বা অভিমান প্রকাশ করছে এইভাবে। ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইঙ্গিত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এক সিন্ধী মহিলা স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুই উরু চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, উরু চাপড়ানোর সঙ্গে অমঙ্গলসূচক ইঙ্গিত জড়িয়ে রয়েছে। এই ইঙ্গিতটি বাঙালিসংস্কৃতি বহির্ভূত।

ইঙ্গিতের রূপরেখা নিয়ে দুচার কথা বলা হলো। এবার অপরাধ-জগতে ইঙ্গিতের কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। অপরাধ-জগতের ভাষার কিছু অংশ হলো কৃত্রিম। কৃত্রিমতার মূল কারণ হচ্ছে সাধারণের থেকে গোপন করার প্রবৃত্তি। এ জগতে কৃত্রিম ইঙ্গিতের ব্যবহার-ও রয়েছে। এক শ্রেণীর অপরাধীর ইঙ্গিত অপর শ্রেণীর থেকে হবে ভিন্ন ধরনের। কোলকাতার অপরাধীদের ইঙ্গিত-ইশারার কিছু উল্লেখ করছি। কে বলতে পারে, জানা থাকলে হয়তো কোনদিন বিপদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়েও নিতে পারবেন। বিশেষ করে ভিড়ের ট্রামেবাসে মানিব্যাগ প্রভৃতি রক্ষা করার বিষয়ে একটু বেশী সজাগ থাকতে পারা যাবে।

চোরের ইঙ্গিত

করতল দেখানোর অর্থ তালাভাঙার যন্ত্র চাওয়া। হাত দুখানা দেহের পেছনে রাখলে বুঝতে হবে যে চুরির স্থান একখানা কাপড় বা কোন কিছু দিয়ে আড়াল করা চাই। কোলকাতার একটি বিখ্যাত ঘড়ির দোকানে দিন দুপুরে চুরির সময়ে এমনি এক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। করতল মাথার সুমুখ থেকে পেছনে ঘষার অর্থ বাড়ির মধ্যে প্রবেশের আহ্বানের ইঙ্গিত। মাথার ওপর রাখা দুহাত পেছন থেকে সুমুখপানে আনলে বুঝতে হবে যে পুলিশ বা কোন লোক আসছে। ট্যাকসির প্রয়োজন হলে সর্দার বিড়ি খাবে। ফাউণ্টেন পেন দেখানোর অর্থ 'চাবি চাই'। ফাউণ্টেন পেনের দুই অংশ আলাদা করে ধরলে বুঝতে হবে, তালাচাবির প্রয়োজন।

পকেটমারের ইঙ্গিত

পকেটমারদের একজন আপন কাঁধের যেদিকে হাতের চাপ দেবে তাতে বোঝাবে যে সম্ভাব্য প্রতারিত ব্যক্তির পকেটে টাকা আছে। পকেটমারদের একজন যদি একটি চোখের ভুরু নাচায়, তবে অপর পকেটমার বুঝবে যে প্রতারিত ব্যক্তির সেই দিকের পকেটে বা পেট কাপড়ে টাকা আছে। ধুর (প্রতারিত ব্যক্তি) বোকা বোধ হলে ঘনঘন তুড়ি দেবে। নেমে পড়বার দরকার হলে ঘনঘন হাই তুলতে থাকবে। বিপদের আশঙ্কায় কাশবে এবং ডান হাত ওপরে তুলে দেখতে থাকবে।

জুয়াড়ীর ইঙ্গিত

চোখের ইশারার অর্থ হচ্ছে তাসের বাজিতে প্রতারিত ব্যক্তিকে হারিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র। দলের লোকদের বাঁ-হাত লম্বা করে দেখানোর অর্থ বাজি মাৎ হতে দেরী নেই।

চোরাই মালের কারবারীর ইঙ্গিত

যারা চোরাই মাল কেনাবেচা করে তারা কাউকে সন্দেহজনক মনে করলে রুমাল নাড়তে থাকবে। দর মনোমাফিক না হলে আঙুল কামড়াবে, তাতে করে দলের লোকেরা সর্দারের নির্দেশে সাবধান হবে।

ভাষার কারিকুরি

পুর্বে বলেছি অপরাধ-জগতের ভাষাকে আমরা এক শ্রেণীর jargon বা argot বলবো। কামার, কুমোর, মুচি, নাপিত, দর্জিদের নিজ নিজ পেশাগত ভাষা রয়েছে; যেমন রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার নানা পরিভাষা। ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে সন্ধি স্বর ধ্বনি উপসর্গ প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিক jargon। লঘু বা হাল্কা শব্দ-ও (slang) এই জাতীয়। সাধারণ্যে ব্যবহৃত লঘুভাষার (lingo) সঙ্গে আমাদের পরিচয় রয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল ভাষাতেই লঘু শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। লঘু রূপটি নদীর জলধারার সঙ্গে তুলনীয়, এ রূপটি প্রমাণ করে যে, ভাষার মধ্যে একটি সজীব দ্যোতনা বর্তমান। মৃত ভাষাগুলির (যে ভাষার কথ্যরূপ লোপ পেয়েছে) লঘু রূপটিও মৃত। কোন ভাষার লঘু শব্দের ইতিহাস জানতে হলে শব্দগুলির প্রয়োগের কারণ জানার প্রয়োজন করে।

লঘু ভাষাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের হাতে তার নানান রূপ দেখতে পাই, যেমন, সর্বসাধারণের ব্যবহৃত শব্দাবলী, পেশাদারী এবং ছাত্রগোষ্ঠীর ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি। পেশাদারী ভাষাকে মুলতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে: বহির্জগতের পেশাদারী ভাষা (professional codes) এবং অপরাধ-জগতের পেশাদারী ভাষা।

অপরাধ-জগতের ভাষার রূপ দুটি--পেশাদারী ও অ-পেশাদারী। দুটি রূপেরই ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজন। অপরাধ-জগতের ভাষাকে জানা শুধুমাত্র ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনে নয়; নৃতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, অপরাধ-বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞাতিবিদ্যাগুলিকে লঘুভাষার ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা জাত ফল প্রভূত সাহায্য করতে পারে।

ভারতবর্ষের অপরাধ-জগতের ভাষার রীতিনীতি তো দূরের কথা, সামান্য শব্দতালিকাও আমাদের হাতে নেই। সে কারণে যিনি অপরাধ-

জগতের ভাষা জানতে উৎসুক হবেন তাঁকে এই জগতের মুখোমুখি হতে হবে। অপরাধীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এদের ব্যবহৃত লঘুশব্দ ও ভাষার গঠনপ্রকৃতির (structure) হদিশ মিলবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'ভুল' তথ্য হাতে তুলে দিয়ে মজা করতে চেয়েছে। নানাভাবে যাচাই করে বুঝতে হবে কোন্ তথ্য ভুল এবং কোন্‌টি নির্ভুল। যখন একই তথ্য বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে একাধিকবার পেয়েছি তখনই মাত্র তাকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেছি। যে তথ্য একবার মাত্র পাওয়া গিয়েছে তাও তালিকাভুক্ত করতে বাধেনি যখন তথ্য সরবরাহকারীর কাছ থেকে পাওয়া অন্যান্য উক্তি নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল বলে মনে হয়েছে।

পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের অধিবাসী কারা? এখানে হিন্দীভাষীদের প্রাধান্য। অ-বাঙালিদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর। অ-বাঙালি হিন্দীভাষীদের শতকরা নব্বইজন বিহার ও উত্তর-প্রদেশের বাসিন্দা। বাঙালিদের মধ্যে নিরক্ষর এবং বেশকিছু সংখ্যায় অর্ধশিক্ষিত (জনকয়েক শিক্ষিতেরও সন্ধান পাওয়া গেছে) রয়েছে।

অশিক্ষিত বাঙালি এবং অ-বাঙালিদের ব্যবহারের শব্দভাণ্ডার অভিন্ন। তবে উচ্চারণ ভঙ্গী ও ব্যবহৃত বাক্যগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিমবাঙলার অপরাধ-জগতের পীঠস্থান কোলকাতায় বাঙলা হিন্দীর মিশ্ররূপ পাওয়া যায়। বাঙলাদেশের জেলাগুলিতে যেখানে অ-বাঙালি অপরাধীদের সংখ্যা কম সেখানে মিশ্র রূপটি কোলকাতার মতো প্রকট হয়ে ওঠেনি। মেদিনীপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের অপরাধীদের একটি বড়ো অংশ বাঙালি সুতরাং তাদের ভাষাও বিশুদ্ধ বাঙলা।

শহর ও গ্রামের অপরাধ এক ধরণের নয়, অপরাধ পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য ভাষারও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। আসানসোল, দুর্গাপুর, হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ-পরগণার শিল্পাঞ্চলগুলিতে অপরাধের ধরণধারণের সঙ্গে গ্রাম-বাঙলার অপরাধের সঙ্গতি সর্বদা

খুঁজে পাওয়া যায় না। কোলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের অপরাধ প্রায়ই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঘটে থাকে। এই ধরণের অপরাধের পেছনে সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক কাজ করে। সে কারণে সন্ধাভাষার একাংশ বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল করছে।

নিরক্ষর ও সাক্ষরদের ভাষার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। নিরক্ষর বাঙালি ও হিন্দীভাষীর লঘুভাষার মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদানও সুস্পষ্ট। শুধু কি তাই, বাঙালি অপরাধীরা হিন্দীভাষীদের উচ্চারণ নকল করায় উচ্চারণে বাঙলাপেক্ষা হিন্দীর প্রভাব বেশি। এর ফলে উচ্চারণে একটি মিশ্ররূপ ফুটে ওঠে। আচার-ব্যবহারে পোষাক-পরিচ্ছদে সর্বত্র একটি মিশ্ররূপের ছাপ। এ ধারার আমদানী পশ্চিমভারত থেকে, যার দৌড় পঞ্জাব পর্যন্ত।

এই মিশ্ররূপটি হিপি ঢঙ-এর। শুধুমাত্র অপরাধ-জগৎ কেন, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের শহরগুলিতে হালকা হিপি কালচার বিরাজ করছে। রুচিহীন সস্তার দেশী ও বিদেশী চলচ্চিত্র হিপি কালচার ও অপরাধাত্মক ক্রিয়া কলাপ শিক্ষার ল্যাবরেটরি।

পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন জেলখানা থানা ও নানা অঞ্চল ঘুরে অপরাধী, অপরাধ-প্রবণ এবং নানা জাতের মানুষের সঙ্গে মিশে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তারই আলোচনা হবে এই অধ্যায়ে।

পূর্বে বলা হয়েছে, হিন্দীভাষীরা বিহার ও উত্তরপ্রদেশবাসী। উত্তরপ্রদেশেব পশ্চিমাবাসীদের অনেকে বহু উর্দূ শব্দ আমদানী করছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের অপরাধীরা ভোজপুরী ও মগহী শব্দ এনেছে।

অজ্‌মানা	জানা<ফা. পরীক্ষা করা।
বারুয়া	পুলিশের ইনফরমার, তু. আ. বরী—মুক্ত মানুষ।
মাসুক্‌	ছেলে বা মেয়ে বন্ধু, তু. ফা. প্রেমাস্পদ।
রসিদ্‌	প্রকাশ করা, তু. ফা. খবর।
কতিল্‌	মৃত্যুদণ্ড রহিত, তু. আ. ঘাতক, খুনী।
কাফি	মোটা টাকা, তু. আ. প্রচুর।

রিস্‌তা	বন্ধুত্ব, তু. ফা. আত্মীয়তার সম্পর্ক।
ঢোঁড়া	মেয়েদের তলপেট, তু. ভোজপুরী ঢোঁরহী—তলপেট।
কিচাইন্‌	প্রকাশ করা ; চেঁচামেচি করা, তু. ভোজপুরী।
আলদ্‌	দড়ি, তু. আ. আলাৎ—যন্ত্রপাতি।
উণ্‌ডা	সুন্দরী ; তু. আ. সুন্দর, মহৎ।
থুর্‌রি	চঞ্চু, তু. ভোজপুরী তালী।

ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, দক্ষিণ ভারত থেকে কিছু-সংখ্যক অপরাধী পশ্চিমবাঙলায় আসে ; এদের সংখ্যা এই রাজ্যের অপরাধীদের শতকরা পাঁচ শতাংশের মতো হয়তো হতে পারে। এরা হিন্দী ও ভাঙা বাঙলায় কথা বলে।

বাঙালি, হিন্দীভাষী এবং অন্যান্য ভাষাভাষীদের বাচনভঙ্গী এবং শব্দচয়ন প্রভৃতি পারস্পরিক প্রভাব মুক্ত না হওয়ায় পরস্পরের সমন্বয়ে একটি মিশ্র ভাষা ও মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

অপরাধ-জগতের ভাষার বাক্যরীতির (syntax) নিজস্ব কোন পদ্ধতি নেই। পশ্চিমবাঙলার ভাষায় বাঙলা ও হিন্দী বাক্যরীতির প্রভাব রয়েছে।

অপভাষা মৌখিক ভাষাভিত্তিক (spoken dialect) ; নানা সাংস্কৃতিক প্রভাবযুক্ত এই লোক-ভাষার ওপর মার্জিত ভাষার প্রভাবও রয়েছে। বেশ কিছু মার্জিত শব্দ পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে রুচির মান যাচাই করা যেতে পারে।

আতপ্‌	বিধবা, তু. আতপ চাল।
ওভিসার্‌ আএনা	চটুল চোখ, তু. অভিসার ; আএনা = আয়না।
ওভিসার্‌-ঝারি	চটুল চাহনি। ঝিল্‌লির ওভিসার-ঝারি ছান্‌কোআকে মহুআ বানিএছে—মেয়েটার চটুল চাহনি ছেলেটাকে পাগল করেছে।
কাঁকন্‌	হাতকড়া, তু. বালা।
কুলিন্‌	উঁচুদরের বেশ্যা, তু. কুলীন।

ত্রিভুজ্	রেলিংঘেরা পার্ক।
থর্ নামা	মোটা মেয়ে। থর্নামা চামর্—মোটা অথচ সুন্দরী।
দর্সোন্	দাড়ি, তু. দর্শন।
দ্রিসৃটি	চোখ, তু. দৃষ্টি।
পঙ্গত্	ভবঘুরের দল, তু. পঙ্গত।
মালাজোড়া	বিয়ে করা।
রাখি বন্ধন্	ফাঁসির দড়ি।
রাখি বন্ধন্ উৎসব	জেলের মধ্যে কোন আসামীর যেদিন ফাঁসি হয়।
ত্রিরিতি	মূল্যবান পাথর, তু. শ্রী—ঐশ্বর্য।
সিরিঙ্গার্	চটকদার বেআব্রু পোষাক পরিচ্ছদ<শৃঙ্গার।
পালি	নোটের তাড়া, তু. পালি—রাশি।

লঘুবুলির উদ্ভব সাধারণত ছুটি কারণে ঘটতে পারে—(১) ব্যক্তিগত ; (২) অবস্থা ও পরিবেশ নির্ভর। *J. Vendryes* বলেন, 'individual fantasy contributes toward the creation of new words'[১] কথাগুলি অপভাষা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

অপরাধীদের ভাষা গবেষণা করলে জানা যেতে পারে কিরূপে এবং কেন লঘু শব্দের সৃষ্টি হয়। *Julian Franklyn* এ সম্পর্কে বলেছেন, 'The evolution of slang words, or phrases, or systems of usage, is as mysterious as is that of standard language.[২]

চলিত-ভাষা থেকে এদের সৃষ্টি, সুতরাং বুৎপত্তির সন্ধান করতে হবে এই সব ভাষার মধ্যে। সাধুভাষা, পণ্ডিতদের ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে চলিত বুলির উৎপত্তির সন্ধান হবে অবৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা।

১। Language : *J. Vendryes :* Routledge and Kegan Paul, London, 1952, p. 253.

২। A Dictionary of Rhyming Slang : *Julian Franklyn :* Routledge and Kegan Paul, London, 1960, p. 5.

অপশব্দ সৃষ্টি হয় এইভাবেঃ (১) অর্থান্তর ঘটিয়ে। (২) শব্দের ভাঙা-গড়ার মাধ্যমে। (৩) সম্পূর্ণ নোতুন শব্দ সৃষ্টির দ্বারা।

নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপে স্ল্যাং শব্দের ঝুড়ি ঝুড়ি ব্যবহার হয়। অপরাধের পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বুলি অহরহ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। বহির্জগতে প্রকাশের আশঙ্কায় এই পরিবর্তন ও পরিবর্জন। সে কারণে অনেক সময়ে ব্যবহৃত শব্দ হঠাৎ ফেলে দিতে হয়। কোন শব্দে কখনো-বা নোতুন অর্থ যোজনা করা হয়, এই আরোপিত অর্থটির সঙ্গে শব্দটির মূল অর্থের কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ থেকে এই ধারাটি বুঝতে সুবিধা হবে।

কাপা	১। ইঁট নির্মিত<পাকা। কাপা গব্‌বা—পাকা বাড়ি। ২। ছুরি।
কাঁইচি	১। বাগানের মালি। ২। তালা।
ঘেউআ	১। কুকুর। ২। ঘর।
ঘোড়া	১। রিভলভার। ২। দেশলাই কাঠি। ৩। তাসের রাজা ও রাণী। ৪। মোটর-পাম্প।
চর্‌কা, চর্‌কি, চর্‌খা, চর্‌খি	১। হাতঘড়ি। ২। গ্রামোফোন রেকর্ড। ৩। সাইকেল। ৪। দরজা গর্ত করার যন্ত্র। ৫। জানলার কাচ।
চাকা, চাক্কা	১। গাড়ি। ২। বোমা। ৩। গিনি। ৪। গাঁজা।
ছক্কা	১। জুয়া; তু. ছয়। ২। চুরি, তু. হি. জুয়া-চুরি। ৩। ছ'টাকা। ৪। হিজড়া।
ছাব্‌কা	১। ছেলে। ২। দোকান।
জুঁই	১। মেয়েবন্ধু। জুঁইফোটানো—কোন মেয়ের মন রাখা। ২। লাঠি। মেরে জুঁইফুল দেখানো—লাঠি মেরে কাৎ করা।
পাখি	১। আংটি, তু.অ.ভা. পাক্কি—সোনা। ২। মেয়ে। ৩। প্রতারিত ব্যক্তি।
বাঁধাকোপি	১। পাঞ্জাবি। ২। বুদ্ধি। ৩। হাবাতে।

প্রতিটি শব্দের সর্বশেষ অর্থটির সঙ্গে শব্দটির মূল অর্থের কোন ন্যায়সঙ্গত যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্ল্যাং সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সমীক্ষায় ধরা পড়েছে। ওই রাজ্যের লোকের সঙ্গে আলাপ করে যা জানা গেছে তার মর্মার্থ হবে এই মতো

১। ভয়

২। ঝগড়া বিবাদ অবিশ্বাস

৩। হাসি ঠাট্টা

৪। পুরাতন উক্তির প্রতি অনীহা

উল্লিখিত কারণগুলি পাতালপুরীর জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উক্তি-গুলির পরিবর্তন ঘটায়।

ঠাট্টা তামাসার মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দাবলী খুবই কৌতুকপ্রদ। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি রসবোধের পরিচায়ক।

বেঙ্গ্ল্ পুলিস্	বিড়ি। <বাঙলা পুলিশের পোশাক খাকি রঙ-এর।
ক্যাল্কাটা পুলিস্	সিগারেট।
ঠান্ডা-গর্মি	বুড়ো বর ও যুবতী স্ত্রী।

'The continual use of new words as the old lose freshness and color, the need for constant additions and subtractions to which it is subject, make the process of revision unending'.[৩]

পুরানো শব্দাবলী ক্রমশ সজীবতা হারিয়ে ফেলে, বারবার ব্যবহারের ফলে তার আলঙ্কারিক রূপের আকর্ষণ আসে কমে। প্রয়োজন হয় নোতুন শব্দের। এইভাবে একাধিক রসাত্মক শব্দের সৃষ্টি ও ব্যবহার দেখা যায়। একটি ধারণার বহু প্রতিশব্দ থাকতে পারে। নিম্নে কয়েকটি ধারণার অসংখ্য প্রতিশব্দের উল্লেখ করা হলো।

৩। The American Thesaurus of Slang; *L. V. Berrey* and *Melvin Van Den Bark* : Thomas Y. Crowell, N. York, 1947, p. V.

মেয়ে — গোরা। চামর। চিছা। ঝিল্লি। ট্যাপারি। ডাটিভাতি (ভাতি—অ. ভা. বেশ্যা>মেয়ে)। তান্থক্ (তু. তন্থ)। তার্। তার্ মাল্। পউনি (তু. অ. ভা. পুন্কুরি—পতিতা)। ফান্টুস্। বাঁটুল্। বোচা (তু. বোঁচা—চ্যাপটা নাক অর্থাৎ কুৎসিত). ভাতি। ভুতি মাক্ড়ি। মস্তিদার্। মাল্। মিচ্রি। লাঠিম্। লিগোর্। সাঁক্রি (তু. লড়কি>সড়কি>সকরি)। সিট। সুড্ডি (তু. বুডডটী)। হরিন্ঘাটা (পশ্চিম বাঙলার সরকারী ডেয়ারী)।

বোমা — অন্ডা (তু. অণ্ডা)। আম্। আলু। কদ্মা। কোউটো। গন্ধা। গুল্গুলিআ। গেন্ডা (তু. গন্ধা)। গেদা। গেনা (বল)। গ্যানা। গিনি (ইং guinea)। চাকা। ছাতু। ডিমা। ডিমু (তু. ডিম)। নাড়ু। পাঁউরুটি। পেটো। পেটা। পেটোআ (তু. পাট)। পোলা। বোড়ি। রুটি। লাড্ডু। লেবু।

পুলিশ — কর্করো। কোঠারি। কুত্তা। খোচর্। খোচোর্। খিল্লোচর্। খোমোচোর্। খেট্খেল্। খেট্কেল্। খ্যাঁটকেল্। খ্যাঁক্সেআল। চাঁদিআ। গোর্মেনট্ টুপি। চুসা(<চোষা)। চোক্ (রাতে যে পুলিশের হাতে টর্চবাতি থাকে)। জুম্লি। ঝুড়ি। ঝাঁকাওলা। ঝাঁকামুটে। টিক্টিকি। ঠোলা। ডিঙ্গুর্। ঢেলা। পপি। পপা। পোপা। ফাউআ। বিলা। বুদ্দা। মাছি। ম্যালেরিআ। মাচর্। চামার্। মুটিআ। রাজামার্কা। রাজার ছেলে। রাবোন্-বিভিসোন্। লোঠা (<ঠোলা)। লেপাই। লাল্জি। লাল্মিআ। লাঠি। লুপিস্। সম্ভু। সুক্কম্। হর্মা। হুস্হুস্।

মদ কিটা। খাটুটু। খিটা। খিরুআ। গিনাই। চারু। চিনা। চিনে বম্। চিলোআ। জিগর্ (তু.<jigger)। জিবি। টিটা। থর্রা। দাওআই। পাগ্লি। ভাজি। মোধু। লিটো। লিডা। লিডো। সাম্সু। গ্যাসোলিন্। পেট্রোল্। ভ্যাট্ সেভেন্টি।

প্রতিশব্দের সৃষ্টি দুভাবে। (ক) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শব্দ দ্বারা একটি বিশেষ অর্থ বোঝানো। (খ) একটি শব্দ থেকে একাধিক শব্দ বানানো। যেমন, খোচর শব্দ থেকে খিল্লোচর্, খোমোচর্, খোচোর্ খোচুর্ প্রভৃতি শব্দ পাই।

পশ্চিম বাঙলার পাতালপুরীর ভাষাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে [১] অপরাধীদের ব্যবহৃত গোপন শব্দাবলী যা চুরি প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মের সঙ্গে যুক্ত; [২] সমাজবিরোধীরা (anti-social elements) যে সমস্ত শব্দের ব্যবহার করে। যদিও দুটি শ্রেণীই লঘুবুলির অন্তর্গত।

শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত তরুণরা শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত এবং নিরক্ষর সব কিছুই হতে পারে। স্ল্যাং শব্দ তরুণদের অধিকতর প্রিয়। এরা গোপন বুলির সঙ্গে সাধারণ লঘু বুলিও অনর্গল ব্যবহার করে থাকে। যেমন,

অক্কা	মৃত্যু।
লক্কা	বাবু ছেলে।
খচা	বিরক্তি।
তাপ্পি	ধাপ্পা।
আন্তাব্রি	এলোমেলো।
এ্যাওলা স্যাওলা	অপচয়।
গ্যাস্, গুল্, চুক্কি্ ভক্কি, মিটার,	ধাপ্পা।
বোম্কে জাওআ	বিগড়ে যাওয়া, ঠকানো
ভট্টা করা	মারা।
মদ্না	বোকা।

মাক্ড়া	বোকা।
গাদা	দেশী বন্দুক।

সমাজবিরোধীদের অনেকের সঙ্গে ছাত্রগোষ্ঠীর একাংশের আলাপ পরিচয় থাকে, এইসব সমাজবিরোধী সাধারণত অপরাধ গোষ্ঠী এবং ছাত্রদের একাংশের যোগাযোগের সেতু স্বরূপ। এরা রাস্তার মোড়, চায়ের দোকান, ক্লাব বা অন্যত্র একত্র মিলিত হয় এবং এই মিলনের ফলে অপসংস্কৃতির বিস্তার ঘটা বিচিত্র নয়। এই বিস্তার ভাষার ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ করে। এর চাক্ষুষ প্রমাণ যখন একই শব্দের অপরাধ-জগৎ এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

(ক) একাধিক শব্দ একই অর্থে অপরাধী, সমাজবিরোধী এবং ছাত্রদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

গল্তা	গলি, আড্ডার জায়গা।
ঠেক্	আশ্রয়, আড্ডার জায়গা। রামের গলতাএ শাম (শ্যাম) ঠেক্ নিএছে—রামের ডেরায় শ্যাম আশ্রয় নিয়েছে।
পাট্সালা, পাট্শালা	শিক্ষা। টিঙের কাজ কোরিনা, আমি গব্বাবাজ্ টিঙের পাট্সালাতে পোড়িনি —আমি পকেটমারের কাজ করি না, আমি সিঁদেল চোর পকেটমারের শিক্ষা রপ্ত করিনি।
ধুম্কি	নেশায় মৌজ, তু. ধুম।
বাঙ্লাবাজার্	ধাপ্পা।
বার্খসানো	লাভের আশায় মিথ্যাস্তুতি।
বিলা	কুৎসিত ; জানাজানি।
লক্কর্	ছুরি, তু. লোহালক্কর।
স্নুড্ডা	বুড়ো, তু. হি. বুড্ঢা।
স্নুড্ডি	বুড়ি।

এইরূপ বহু শব্দ রয়েছে যাদের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। পূর্বে ছাত্রবুলি ও অপরাধ-জগতের বুলির মধ্যে দুস্তর প্রভেদ ছিল। বর্তমানে সে প্রভেদ ক্রমশ লোপ পেতে চলেছে।

(খ) একই শব্দের ভিন্ন অর্থ

	অপরাধী	ছাত্র
আওয়াজ্	ছুরি।	বিরক্ত করা; বাড়িয়ে বলা।
কম্‌লি	ধর্ষণ।	মেয়ে।
কান্‌কি	চোখ।	চোখের টানে বা ইশারায় কোন মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
গোটো	বিনা নিমন্ত্রণে যে খেয়ে বেড়ায়।	১। নির্বোধ। ২। কৃপণ।
ঝারিকরা; ঝারিকসা	জানা, অনুসন্ধান করা।	কোন ছেলে বা মেয়ের পানে তাকানো।
পাগ্‌লি	জেলের বিপদ্‌জ্ঞাপক ঘণ্টা।	চটুল মেয়ে।
ভিত্‌তর্	জেলখানা।	বেদম মার।
ভেড়ুআ	বেশ্যার প্রিয়জন।	গ্রাম্যলোক।

যদিও এসব শব্দ উভয় জগতে চালু রয়েছে তথাপি উচ্চারণ ভঙ্গি দুরাজ্যে এক ধরণের নয়। অপরাধীরা যে ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে ছাত্র বা সাধারণ লোকের উচ্চারণ স্বতন্ত্র তারা সাধারণভাবে উচ্চারণ করে থাকে।

ছাত্র-বুলি যা পাতালপুরীতেও চলে তাদের অর্থ মোটামুটি এক ধরণের।

ছাত্র-বুলির আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত

কে পি—কেটে পড়ো। কামাল্ করা—চমকে দেওয়া। টুস্—গালাগাল। ডবোল্-গেম্—এক জোড়া ছেলে-মেয়ে। তিলুআ—বদমাস। দেঁতো—নামকরা মস্তান। দেঁতো পুঁটি—খুদে মস্তান। পাটি—মেয়ে। পিঙ্খাড়ু—রোগা লোক। ফিক্লু—মস্তান। ফেরেম্বাজ্—ধাপ্পাবাজ। বিধোবা—যে-ছেলের মেয়ে বন্ধু নেই। ভেরানো—প্রাক্তন প্রেমিক যখন বর্তমান প্রেমিককে বাধা দেয়। মাল্—বাজে। মেল্ চরানো—বাজে কাজ। সেল্—সদ্দো-নামা গ্রাম্য লোক। ল্যাঙ্মারা—প্রেম করে বিয়ে। এল্ এম্—প্রেম করে বিয়ে (love marriage)। health officer—রোগা মানুষ। voice-change—কিশোরের যৌবন প্রাপ্তি। টি. সি. ম্যানেজার—ভবঘুরে (=টোটো কোম্পানি)। মেল—যে-মেয়ে জোর কদমে হাঁটে।[৪]

শব্দের ব্যবহার পরিবেশধর্মী। যে সময়ে ট্রামে বাসে বিড়ি সিগারেট খাওয়ার কোন বাধা ছিল না তখন পকেটমারদের একজন অপরজনকে 'বিড়িলাগা' বলে ইঙ্গিত করতো অর্থাৎ এবার পকেট মার। কিন্তু আইন করে ধূমপান বন্ধ করায় এই উক্তিরও ব্যবহার লোপ পেয়েছে। 'নিচু-চাক্কা' বলতে বোঝায় ট্রাম বা বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে পকেট মারা। যদি পাদানিতে দাঁড়ানো কোনদিন বন্ধ হয় তবে শব্দটির চলও না থাকার সম্ভাবনা।

তাছাড়া তিব্বতী দালাইলামা ভারতে আসার পর বাঙলাদেশের একটি জেলখানায় 'দালাইলামা' বলতে 'গাঁজা' বোঝালো! বহুশব্দের এইভাবে সৃষ্টি ও ব্যবহার দেখা যায়।

পতিতা ও হিজড়া ভিন্ন অপরাধ-জগতের ভাষা মূলত পুরুষের মুখের বুলি।

৪। শ্রীশ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য (গ্রন্থকারের প্রাক্তন) ছাত্র পশ্চিমবাঙলার তিনটি জেলার (কলকাতা, বর্ধমান ও হাওড়া) কয়েকটি ছাত্র-বুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

এ ভাষা অনাঞ্চলিক (non-local) সমাজী উপভাষা। হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা বুলি নয়। বিশেষ উদ্দেশ্য মেটাতে এর সৃষ্টি।

যুগ যুগ ধরে এর প্রবাহ বয়ে চলেছে। স্থান কাল পাত্র ভেদে এ ভাষার রূপের পরিবর্তন হয়ে থাকে। অপরাধ-জগতে একজনের মুখের ভাষা থেকে তার অপরাধের ধারা ও ঝোঁকের সন্ধান পাওয়া যাবে, এমন কি সে কোন জাতীয় অপরাধ করতে পছন্দ করে, যেমন, গাঁজা, মদ, চণ্ডু প্রভৃতি সেবন এবং কি পরিমাণে বেশ্যা-সক্ত তাও বুঝে নেওয়া যায় কেবলমাত্র তার মুখের ভাষার মৌলিক গবেষণার দ্বারা। প্রত্যক্ষ গবেষণা চালিয়ে দেখেছি যে, অপরাধীদের কোন বিশেষ বস্তু,কর্ম,চিন্তা প্রভৃতি সম্পর্কে আকর্ষণ বা অনীহার লক্ষণ ধরা গেছে তার ব্যবহৃত শব্দ চয়নের প্রকৃতি অনুসন্ধান করে। একজন অপরাধীকে মেয়ের প্রতিশব্দ জিজ্ঞাসা করায় সে সাত আটটি শব্দের উল্লেখ করে এবং অধিকাংশ শব্দাবলীর অর্থ হলো কালো মেয়ে। ওই লোকটিকে প্রশ্ন করে জানলাম যে—কালো মেয়ের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে! স্বাভাবিক জীবনে তার স্ত্রীর রঙ ছিল কালো, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে ধীরে ধীরে অপরাধীর জীবনযাত্রা বেছে নেয় এবং বর্তমানে সে লোকটি পতিতা সঙ্গ পছন্দ করে, তবে যার গায়ের রঙ কালো তার প্রতি লোকটির আকর্ষণ অতি উগ্র ধরণের। তেমনি যে গাঁজার কড়া ভক্ত সে গাঁজার প্রতিশব্দ যতগুলি জানে অন্য নেশার প্রতিশব্দের প্রতি তেমন আকর্ষণ নাও থাকতে পারে আর তাদের নানান নামকরণ জানা না থাকাও বিচিত্র নয়। যে মদচোলাই করে সে পকেটমারের ভাষায় তেমন পটু হবে না এবং পকেটমারীর প্রতি অনীহাও প্রকাশ পায়। সে পকেটমারের পেশা গ্রহণ না করে কেন মদচোলাই-এর দিকে মন দিল তার হদিশও অপরাধীর মুখের ভাষার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে,—সব কিছুই নির্ভর করে ভাষাবিজ্ঞানীর ধৈর্য সহানুভূতি এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির উৎকর্ষতার ওপর।

পেশাগত স্ল্যাং এবং অপরাধ-জগতের সাধারণ স্ল্যাংগুলির মধ্যে যাদের ব্যবহার ক্রমশ কমে আসে বা বন্ধ হয়ে যায় তাদের অনেকে

অপরাধ জগতের বাইরে স্থান পেয়ে বেঁচে থেকেছে বহুকাল। আমাদের মুখে ব্যবহৃত বহু স্ল্যাং হয়তো একদা অপরাধ-জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের জগতে আশ্রয় করে নিয়েছে।

ভাষায় আঞ্চলিক প্রভাব ভিন্ন পেশা ও সংস্কৃতিগত প্রভাবও লক্ষণীয়। একই পেশার কোন স্থানীয় লোকদের নিজস্ব গোপন বুলি অন্য দলের লোকেরা জানে না। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ গোষ্ঠীর অপভাষা ভিন্নতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য

এক একটি বিশেষ অঞ্চলের লোকের ব্যবহৃত শব্দ অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যে অপরাধীর ভাষায় স্পষ্ট তার আঞ্চলিক সত্তা নির্ধারণে শব্দ চয়ন প্রণালী প্রকৃত সাহায্য করতে পারে। যেমন বর্ধমান জেলার বাসিন্দার অথবা ঐ জেলায় দীর্ঘকাল অপরাধে লিপ্ত অপরাধীর ভাষা থেকে বর্ধমানের আঞ্চলিক ভাষা ও ঐ অঞ্চলে ব্যবহৃত অপরাধীদের লঘুশব্দ সংগ্রহ করা যেতে পারে। সংগৃহীত শব্দাবলী থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে কোন বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে অপরাধীর কোন সম্পর্ক ছিল কিনা। এখানে অপরাধীদের ব্যবহৃত কয়েকটি আঞ্চলিক শব্দের উল্লেখ করা হলো :

আলগ্	নানা জায়গার অপরাধী, তু. আলগা [বর্ধমান]
আল্‌গা	বিদেশী, আগন্তুক [বর্ধমান]
আট্‌কাবাজ্	কয়লা চোর [হাওড়া রেল ইআর্ড]
উসি	চশমা [দক্ষিণ ভারতীয়]
ককরো	পুলিশ [পূ. বাঙলা]
কুড়ি-চর্‌খা	মেয়ে চোর [উ. ভারত]
কেচুআ	কয়লা চোর [হাওড়া রেল ইআর্ড]
খেমট্‌কেল্	লোক [ত্রিপুরা]
গোএন্‌দা	চোর ; যে পথ দেখায় [বর্ধমান]
গ্রহ	যে-দল যখন-তখন চুরি। খুন করে থাকে [পাঞ্জাবী]

চিন্, চিনা	কোকেন [কোলকাতাবাসী চীনা অপরাধী]
ছাম্	মেয়ে [কোলকাতার বহুবাজার অঞ্চল]
ঝুল্	ফাঁকা [বর্ধমান]
ডাল্	চোরাইমালের ক্রেতা, তু. ডাল। রাঁধা ডালের রঙের সঙ্গে সোনার রঙের তুলনা করা হয়েছে। [দ. ভারত]
ডুরি	দরোয়ান, তু. দ্বারী [উ. বাঙলা]
পাট্কু	'টপকা'-এ যে জাল সোনার তাল মাটি থেকে তুলে নেয় [দ. ভারত]
ফন্ডা	জুয়ার আড্ডা [ওড়িশা]
ফুঙ্	কোকেন [চীনা অপরাধী]
ফুঙা	কোকেন [চীনা অপরাধী]

পেশাগত বৈশিষ্ট্য

পকেটমারের উক্তি

ছপ্পর্	বাধা।
টিঙ্	পকেট, তু. ইং. tin অর্থাৎ টিনের কৌটা।
ঠেক্	বাধা।
নিমা	জামার পকেট।
বুক্খাল্	বুক পকেট।
সেটে জাওআ	যে লোক প্রতারিত হবে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো।

সাক্ষর পকেটমারের কয়েকটি বিশেষ উক্তি

চাদর্-ওড়ানো	বাধা সৃষ্টি করা।
আগে দাঁড়ান্	যে প্রতারিত হবে তার আগে ভাগে দাঁড়িয়ে বাধা সৃষ্টি করা।

গব্বাবাজের ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ

আখ্ড়া	জানলা ভাঙ্গার যন্ত্র।
কলম্	দরজা-জানলা ভাঙ্গার যন্ত্র।
কাটি	জাল চাবি কাঠি।
জিগ্‌গাঁসা	? আকারের লোহার আঁকশি; এর সাহায্যে পাঁচিল টপকানো হয়।

গব্বাবাজের দল

(১)	গাম্ছাবাজ্	যে লোক সিঁদ-কাটা যন্তর নিয়ে যায়। যন্তরটি একটি গামছা মোড়া থাকে।
(২)	সুর্‌বাজ্	দলের যে লোক বাইরে থেকে অন্যান্যদের চলাফেরা লক্ষ্য করে।
(৩)	ছপ্‌পর্‌বাজ্	যে বাধা সৃষ্টি করে অথবা ঘরের মধ্যে পিচকারি থেকে ওষুধ ছিটিয়ে দেয়, উদ্দেশ্য ঘরের লোকদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা। তু. হি. ছপ্‌কা—ছিটানো।
(৪)	চড়্‌বাজ্	যে বাড়ি বা ঘরের মধ্যে ঢুকে দামী সামগ্রী বাইরে বার করে দেয়।
	ঢুকু	সাধারণত দলের মধ্যে যে রোগা লোক সে অথবা কোন কিশোর 'ঢুকুর' কাজ করে। গ্রামাঞ্চলে ঢুকুর গায়ে তেল মাখিয়ে দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করানো হয়।

জুয়াড়ীর ব্যবহৃত শব্দ

তর্‌কারি	ছয়।
হাঁড়ি	ছয়।
পাগ্‌ড়ি	দশ।
ঘর্‌পার্	পাঁচ।

ছার্‌পোকা	৫০ পয়সা মাত্র।
বাগ্‌বাজার্	শূন্য।
রসোগোল্‌লা	দশ।
সিঙ্গারা	তিন<তিনকোনা।
ছাব্‌বিসিআ	তাসের জুয়াড়ী।
ছিক্‌-চাকি	এক টাকা।
শিক্‌-চাকি	এক টাকা।
বিস্ সের্	আশি টাকা।

জেলখানায় কয়েদীদের মধ্যে চালু শব্দ

কুপিআ	জেলের মধ্যে সেল।
খাব্‌বুস্	জেলের খাবার।
চিজ্	গাঁজা।
চেআর্	নিষ্ক্রিয় সমকামী (catamite)।
জোগার্‌কা চিজ	জেলের মধ্যে গোপনে আমদানি করা সামগ্রী। জেলে পুলিশকে ঘুষ খাইয়ে ভেতরে বহু কিছু সামগ্রী প্রবেশ করানো হয়।
জোগারিসাল্	দ্র. জোগার্‌কা চিজ্। সাল=মাল।
দালাইলামা	গাঁজা।
দোকান্	মলদ্বার। অনেক সময়ে মলদ্বারে লুকিয়ে গাঁজা নিয়ে যাওয়া হয়।
ময়লাখোর্	সক্রিয় সমকামী (sodomite)।
মাস্	জেলখানা।
রুটিহা	জেলের সেলের কয়েদীকে গোপনে রুটি খাওয়ানো।
লপ্‌সি	জেলের খাবার, পাতলা জলো ফেন মেশানো তরকারি।
convalescent	যৌন ক্ষুধা।

একটি সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর বাচনভঙ্গি ও শব্দ সম্ভার অন্য গোষ্ঠী থেকে পৃথক হতে পারে। জালিয়াৎদের ভাষা গব্বাবাজ্ বা মালগাড়ি ভঙ্গকারীদের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। হিজড়াদের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন ঢঙ-এর।

শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত বাঙালি সমাজবিরোধী ও নিরক্ষর বাঙালি অপরাধীদের মধ্যে ভাষাগত প্রভেদ রয়েছে। শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিতদের মধ্যে বেশ কিছু মার্জিত শব্দের ব্যবহারের চলন দেখা যায়। সাক্ষর ও নিরক্ষরের মধ্যে ভাষার পার্থক্য লক্ষণীয়। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা সংস্কৃতিগত পার্থক্য প্রকাশে সাহায্য করে।

অনেক সময়ে দেখা গেছে যে, একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন পেশার অপরাধী ব্যবহার করছে তবে অর্থ সর্বত্র এক থাকছে না। যেমন, পকেটমারের কাছে 'সওদার' অর্থ 'নোটের তাড়া' ; তোলনকারীর (luggage-lifter) নিকট 'মাল বা বাক্স'; 'তরুণী' বোঝাবে কোটনা কোটনীর নিকট ; বারাঙ্গনার কাছে 'খদ্দের।'

কানি	রুমাল ; জামাকাপড় [চোর] ; বিবাহ [মস্তান]
কাঁকন্	হাতকড়া [কয়েদী] ; মুঠ [মস্তান]
কুকুর্	ডিটেকটিভ পুলিশ [কোলকাতার অপরাধী] ; পুকুর [পল্লীঅঞ্চলের ডাকাত]
গাছ্	ফাঁসিমঞ্চ [কয়েদী] ; ছাগল চোর<ছাগ।
ছাপ্, ছাপা	স্ট্যাম্প [গব্বাবাজ] ; স্ত্রীলোকের পাছা ; স্ত্রীলোক [মস্তান]
মাস্	মাল [চোর] ; মাসিক [পতিতা] ; সমাজ [মস্তান]
সোড্লা	অস্ত্র [মস্তান] ; মোটাটাকা [পকেটমার]

শব্দের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বহু শব্দের ব্যবহার নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের শব্দের প্রচলন রয়েছে। পশ্চিমবাঙলার উত্তরাঞ্চল এবং

দক্ষিণাঞ্চলের অপরাধ-জগতের ভাষা হুবহু এক নয়। আবার অজস্র শব্দ পশ্চিমবাঙলার সর্বত্র মুখে মুখে ফিরছে। যেমন,

খোচর্, খোচোর্	পুলিশ।
চাম্	সুন্দর ; ১৫-২০ বছরের মেয়ে।
চামর্	সুন্দর।
চাম্ড়া	১। মানিব্যাগ। ২। শূন্য মানিব্যাগ। ৩। মদের ব্লাডার। ৪। শার্ট।
ছপ্পর্	১। ঢাকনা। ২। ছাতা। ৩। দাড়ি।
গজ্, গজের পাত্তি, গজের পাতা	১। একশো টাকার নোট। ২। ছুরি। ৩। পিস্তল। ৪। রুটিকাটা ছুরি।
ঠোলা	১। পুলিশ। ২। থানা। ৩। চশমা।
ধুর্	১। প্রতারিত ব্যক্তি।
নাল্	১। জেলখানা, তু. লাল অর্থাৎ থানা বা জেলের লাল রঙ-এর দেয়াল।
বিলা	১। খবর। ২। কুৎসিত মহিলা। ৩। দরোয়ান। ৪। ইন্ফর্মার্। ৫। পুলিশ। ৬। পলায়ন।
রেলা	১। অঞ্চল। ২। ধাপ্পা। ৩। মস্তানি। ৪। গোলমাল।

আশাকরা যায়, শব্দাবলীর বৃহদাংশ পশ্চিমবাঙলার নিজস্ব; একাংশ রাজ্যের বাইরে থেকে এসেছে, সর্বভারতীয় শব্দও বহু রয়েছে। পশ্চিম বাঙলায় ব্যবহৃত সর্বভারতীয় শব্দের প্রায় সবগুলিরই কোলকাতার অপরাধ-জগতে চল রয়েছে কারণ সর্বভারতীয় বনেদী অপরাধীরা কোলকাতার মাটি একবার স্পর্শ করে ধন্য হতে চায়।

আঞ্চলিক বিচারে উক্তিগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত

(১) পশ্চিমবাঙলার বাঙালি অপরাধীদের হাতে গড়া বা বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পাওয়া।

(২) পশ্চিমবাঙলায় অ-বাঙালিদের দ্বারা আমদানী বা সৃষ্ট।

(৩) বহির্বাঙলা থেকে বাঙলায় আমদানী।

(১)

অন্‌ধোকার্‌	অমাবস্যার রাত।
পন্‌চাস্‌	জুয়াখেলায় তৃতীয় ব্যক্তি।
পাপড়ি	ঠোঁট।

(২) ও (৩)

অজ্‌মানা	পরিচিত কাজ।
চামু	মদ।
চার্‌সু	চোরাই সোনা রূপার ক্রেতা।
ঝটাকাদারুসেমা	চোরাইমাল নিয়ে পালা।
ফণ্‌ডা	জুয়ার ডেরা।
বোদ্‌না	উল্কি, তু. গোদনা।
বোইঠি	পালানো, চুরিকরা, রমণকরা।

এই শ্রেণীবিভাগ তখনই সম্ভবপর ও সম্পূর্ণ হতে পারে যখন অন্ততপক্ষে পূর্বাঞ্চলে পাতালপুরীর ভাষার তথ্য সংগ্রহের কাজ মোটামুটি সম্পূর্ণ হবে।

বাহ্যিক বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থেকে বহু শব্দের জন্ম হয়েছে

অন্‌ডা	ঘড়ি, তু. অণ্ডা।
আলু	হাত বোমা।
কাটি	ফাউনটেন পেন।
টিআ	দরজা বা জানলা ভাঙার যন্ত্র। যন্ত্রটির চেহারা অনেকটা টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতো।
ডাব্‌	কোমর।
ডিম্‌	ইলেকট্রিক বাল্‌ব।
ডেকৃচি	কোমর।
তরোআলি	রমণীর সরস বিম্বাধর।
দানা	ছট্‌রা।

আত্মীয়তার সম্পর্ক সূচক নামের দ্বারা সর্দার বা দলের অন্য লোককে বোঝায়।

কাকা	দলের লোক।
গুর্‌মা	হিজড়াদের সর্দার, তু. গুরুমা।
জ্যাট্‌ঠা	চোরাইমালের ক্রেতা।
ঠাকুর্‌দা	ছেলেধরা দলের সর্দার।
দাদা	মস্তান।
বাবা	১। পরিচিত পুলিশ। ২। দলের সর্দার।
মামা	১। পুলিশ ইন্‌ফর্‌মার্‌। ২। দলের মাতাল ব্যক্তি।

টাকাকড়ি বোঝাতে একজাতীয় শব্দের ব্যবহার

এক্‌কি	এক টাকা।
দুক্‌কি, দুগ্‌গি	দুটাকা।
তিগ্‌গি	তিন টাকা।
দসোমিক্‌	দশ টাকা।
দস্‌ সের্‌	চল্লিশ টাকা।
পাঁচ সের্‌	কুড়ি টাকা।
আড়াই সের্‌	দশ টাকা।
দোকান্‌দারি	এক টাকা (জেলের পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বাইরে থেকে বেআইনী ভাবে কোন কিছু ভিতরে পাঠানো)।
পিস্‌তল্‌	সাত টাকা।
বাবাজি	একশো টাকার নোট।

পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতে কিছু হিন্দী শব্দ ও তাদের আভিধানিক অর্থ সহ ব্যবহার দেখা যায়।

কাফি	একতাড়া নোট, তু. হি. কাফী
চক্‌মা	ধাপ্পা, তু. হি. ঠকানো।

চিল্লর্	খুচরো পয়সা, তু. হি. চিল্লর।
ছল্লা	আংটি, তু. হি.।
দোগ্লা	জারজ, তু. হি. বাং.।
মাস্তুক	ছেলে বা মেয়ে বন্ধু, তু. ফা. প্রেমিক।
লচ্ছা	হাতের বা পায়ের গয়না, তু. হি.।
লট্কন্	মেয়েদের বুটি বা ব্যাগ, তু. হি. ব্যাগ
নিদ্না	অপমান করা, তু. হি.।
ভিম্	ভীষণ, তু. হি. ভীম।
ভ্রুকুস্	যে লোক মেয়ের পোশাক পরে নাচে, তু. হি.।
পানা দেআ	আশ্রয় দেওয়া, তু. হি. পন্হা—যে চোরাইমালের সন্ধান করে।
ভার্	বড়ো নৌকো, তু. হি. ভর্—নৌকো।

কোন কোন শব্দের একটি অংশ কেবল অর্থবোধক, বাকী অংশের অর্থ অস্পষ্ট।

গুন্ডে-লম্বু	তামার জলপাত্র, তু. লমর্—লম্বা পাত্র।
জার্কানো	আসা, তু. আনো <আনা।
ফাঁকা-চুস্তা	গুদাম, তু. ফাঁকা—অর্থাৎ লোক পাহারা নেই।

প্রত্যয় বা বিভক্তিযুক্ত শব্দের একক শব্দ রূপে ব্যবহার

ঘোর্কা	ঘর।
ধরের্	পলাতক, তু. ধরা।
বন্কি	হিজড়া, তু. বোন।
বাহার্কা	বিদেশী।
রাস্তাকি	যে লোক মাঝে মধ্যে বেশ্যালয়ে যায়।

সাদৃশ্যজাত শব্দ ভূরি ভূরি মেলে

কেআরি	তিন < অ. ভা. তেআরি।

চিস্ হু — চোর < বিসুনি।

বিসুনি — চোর < ই. business, তু. বিসৃনি—ঠগী, পকেটমার, চোর।

Seventy — দেশীমদ, তু. Vat sixtynine.

শব্দ একটি, অর্থ একাধিক, উৎস একাধিক

কল্ লা — ১। গলা। ২। গলার হার। ৩। জামার কলার। ৪। বোতাম। ৫। সেলাই কল। ৬। আঙ্গুল। ৭। আঙটি<হি. ছললা।

কাটা — ১। ছুরি। ২। রুমাল < কাটাকাপড়।

কাটি — ১। চাবি। ২। দেশলাই কাঠি। ৩। ছট্ রা। ৪। বিড়ি। ৫। ছুরি<কাটা। ৬। ধরা পড়া <ই. cut off. ৭। সিঁদ কাঠি। ৮। কলম। ৯। জেলখানা<নং ৬।

গল্ তা — ১। সরু গোলি<গলি। ২। অপরাধীদের ডেরা, তু. গলানো। ৩। পাশ-পকেট।

ছিট্, ছিটা, ছিটি — ১। মেয়ে। ২। চণ্ড। ৩। বেশ্যা। ৪। রুমাল<ছিট কাপড়। ৫। ছিটকিনি।

জাল্ — ১। জেল। ২। স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকা।

তির্ — ১। কলম (পার্কার)। ২। কোলকাতায় গঙ্গার তীর।

পাতিলি — ১। প্লেট, তু. হি. পতীলী—বাসন। ২। পান, তু. পানপাতা।

ফুটা — ১। পলাতক। ২। ঠগ্। ৩। স্ত্রীলোক। ৪। ব্রণ। ৫। দরজা ফুটো করার যন্ত্র।

বিড়ি — ১। কলম। ২। সিঁড়ি।

বেগুন্ — ১। মালগাড়ি, তু. ইং. wagon>বেগন<বেগুন। ২ স্তন. ৩। টাকা গোনা<গুনবে।

কুসংস্কার এবং বিধিনিষেধ অনেক শব্দের অর্থ ও ব্যবহার নির্ধারণ করেছে। এই সব শব্দের আলোচনা থেকে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সম্পর্কীয় আলোচনার হয়তো কিঞ্চিৎ সাহায্য করবে।

কপালফাঁটা — আট।

কালা — যৌনব্যাধি।

সিঁদুর — টাকা।

আঞ্চলিক নামের চল রয়েছে, যদিও সংখ্যায় তারা নগন্য

কান্‌পুরি — ছুরি।

গাছি — কোন খারাপ মেয়ের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা আমোদ আহ্লাদের সম্পর্ক, তু. সোনাগাছি।

নাচ্‌গোলি — আই. বি. (Intelligence Branch) অফিস। পূর্বে কোলকাতার এই অঞ্চলের নাম নাকি নাচগলি ছিল।

বাগ্‌বাজার্‌ — শূন্য।

মেমারি — ট্রাম, বাস, তু. বর্ধমান জেলার একটি অঞ্চল। সম্ভবত ঐ অঞ্চল থেকে আসা অপরাধীদের মধ্যে কেউ কেউ এই নামটি চালু করে দিয়েছে।

হরিন্‌ঘাটা — তরুণী, তু. সরকারী ডেয়ারী হরিণঘাটায় অবস্থিত।

ব্যক্তিগত নামের ব্যবহার এ ভাষার অপর বৈশিষ্ট্য

কালু্‌ — যে দরজা জানলা ভাঙার যন্ত্রপাতি তৈরি করে।

পেআরেলাল্‌ — যে লোক তার স্ত্রীর অসদোপায়ে অর্জিত টাকার ওপর নির্ভর করে, তু.হি. প্যার—প্রেম।

মাধু্‌ — চোরাইমালের ক্রেতা, তু. মধু। সস্তায় চোরাইমাল কেনায় 'মধু' আছে।

রোসন্‌লাল্‌ — নরঘাতক। রাজা রোশনলাল সিংহ, কাশ্মীর বাসী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় ডাক্তার রূপে এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মেজরের পদ পায়।

বাহিরে লোকটি ছিল নম্র বিনয়ী ও ভদ্র, কিন্তু আসলে ছিল বিকৃত যৌন চরিত্রহীন নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ। সরল প্রকৃতির মেয়েদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতো এবং সম্ভোগ চরিতার্থ করে মেয়েটিকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতো ('From our murder album' by Biren Mukherji, Calcutta Police Journal, Vol. I. Jan-Mar'53)।

সম্‌ভু	পুলিশ।

ঐতিহাসিক, পৌরাণিক প্রভৃতি নামেরও উল্লেখ রয়েছে

এজিদ্‌	জহ্লাদ।
চামুন্‌ডা	ভবঘুরেদের মধ্যে যার সাহায্যে চুরির জায়গার খোঁজ খবর নেয়।
বেহুলা	কনে।
ভোগিরথ্‌ জনোনি	সমকামী স্ত্রীলোক।
ভোলানাথ্‌	গাঁজা।
মোন্‌সা	খিটখিটে মেয়ে।
রাবোন্‌-বিভিসোন্‌	পুলিশ।
রাম্‌-সিতা	প্রেমিক যুগল।

অপরাধ-জগতের ভাষার কিছু কিছু শব্দ সংবাদপত্রের মাধ্যমে সর্বজনগ্রাহ্য হবার সুযোগ পেয়েছে। মনে হয়, পকেটমার শব্দটি সম্ভবত অপরাধ-জগৎ থেকে এসেছে।

কেপমারি	চুরির এক বিশেষ পদ্ধতি। দক্ষিণ ভারত থেকে আসা একদল চোর প্রথমে 'কেপমারি' পদ্ধতি চালু করে। পদ্ধতিটি হলো,—হয়তো ব্যাঙ্কে কেউ টাকা আনতে গেছে, টাকা নেওয়া হলে এদের দলের একজন খুচরো পয়সা মাটিতে ফেলে দেয়। যে প্রতারিত হবে তার নিজের

পয়সা পড়ে গেছে মনে করে যখন কুড়াতে থাকবে সেই সুযোগে লোকটির টাকাকড়ি নিয়ে চম্পট দেবে। এরা নিত্য নোতুন নোতুন পদ্ধতিতে চুরি করতে থাকে।

খালিকুটি — সন্ধ্যার পর পতিতার ব্যবহারের ঘর, দিনের বেলা ঘর খালি পড়ে থাকে।

গব্‌বা — ঘর, তু. ডব্‌বা।

গাদা — বন্দুক, তু. গাদাবন্দুক।

গাম্‌ছা — দরজা ভাঙার যন্ত্র।

ছিন্‌তাই — ছিনিয়ে নেওয়া।

মএদানি — কলকাতার ময়দানে রাতের নোংরামি।

মাছি — পুলিশ; পুলিশের গুপ্তচর।

শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপের প্রচলন। এ জাতীয় শব্দ অপরাধ-জগতের তরুণদের মুখে মুখে ঘোরাফেরা করে।

ক-ব — কতো বধ হলো?

বি. এইচ. এম. এইচ — বড়ো হলে মাল হবে।

চ — চোট।

ডি — দালাল।

বি — যে জমিদার বলে নিজেকে চালিয়ে দেয়, তু. অ. ভা. বোইঠ্‌।

সাপ্‌কা, সাপ্‌কি — চাকর, তু. সাফ করে যে।

মা-প. — মার পকেট।

নানাভাবে বিদেশী শব্দ এসেছে। ফারসী আরবী ইংরেজি বিভিন্ন ভাষার শব্দ পাওয়া যায়।

ফারসী শব্দ

আওয়াজ — ছুরি।

আএনা — চশমা, তু. আয়না।

কুজা	তামা পিতল।
কুতো	দেহের পেছন দিক।
চর্‌সা	দোকান, তু. বাজার।
চস্‌মা	আট, তু. ইং '8' ঘুরিয়ে দেখলে চশমার মতো দেখায়।
চাদোর্‌	দরজা ফুটো করার যন্ত্র।
চুলুম্‌	গাঁজার কলকে, তু. চিলম।
তার্‌	১। পকেট ঘড়ির চেন। ২। অন্ধকার।

আরবী শব্দ

কুল্‌ফি	গব্বাবাজ।
খালাস্‌	খুন, মৃত্যু।
খাব্‌বিস্‌	বুড়ি, তু. খবিস—দুষ্ট।
জুম্‌লা	দরজা খোলার যন্ত্র।
নক্‌সা	১। ধাপ্পা। ২। মতলব। ৩। মিথ্যা। ৪। মেয়ের চেহারা।
নগ্‌দি	টাকা, তু. নগদ। তু. নক্‌শ্‌—ছবি।
নাফা	পাশ পকেট, তু. লাভ।
নজর্‌ নেআ	সম্পত্তি পাওয়া, তু. নেক নজর।

(১) ইংরেজি শব্দ

American door	collapsible door.
বল্‌	১। বোমা। ২। স্তন। ৩। মদের বোতল।
সিগারেট	কলম।
লভ	মেয়েদের ঠোঁট।
মার্চেন্‌ট্‌	রক্ষিতার ধনী রক্ষক।
পিস্‌তল্‌	সাতটাকা, তু. ইং 7-এর সঙ্গে সাদৃশ্য।

(২) ইংরেজি শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন

বিসুনি	চোর, তু. ইং business.
এন্‌টি	চোলাই মদ, তু. ইং anti.

কচ্	টর্চ, ইং. টর্চ>টচ>কচ
কুটউরি	কামড়ানো, তু. ইং. cut.
কল্লা	বোতাম, তু. ইং. collar.
কাপ্রু	গ্রেপ্তার, তু. ইং. captured.
কেপ্	গাড়ির চাকার ক্যাপ।
ক্রিচ্	ধারালো ছুরি, তু. ইং. creese.
গিরমিট্	দরজা ভাঙার যন্তর, তু. ইং. gimlet.
গুলডুগ্	কুকুর, তু. ইং. bulldog.
চামের্	গাড়ীর তেলের ট্যাঙ্ক, তু. ইং. chamber.
চামিস্	দেশলাই বাক্স, তু. ইং. match.
চিট্টা	জোচ্চোর, তু. ইং. cheat.
টম্বোলার্	তালা, তু. ইং. tumbler.
টিকি	রেলের জাল টিকিট, তু. ইং. ticket.
ট্যাচিঙ্	হাত বোমা, তু. ইং. touching.
থাহা	স্ত্রীলোকের উরু, তু. ইং. thigh.
বট্লি	সোডা বোতলের জল, তু. ইং. bottle.

(৪) মিশ্র শব্দ

বাঙলা ও ইংরেজি

এ্যাক্ নম্বরি	একশো টাকা।
তিন-ফি	তিন টাকা।
চাকার লাইন	রেল পথ।
পাঁচ-ফি	৪·৭৫ পয়সা।

বাঙলা ও হিন্দী

নিচুকা (মাল্)	পাশ পকেটের খুচরো।

বাঙলা ও ফারসী

তোলন্বাজ	পথেঘাটে রেলগাড়িতে যে মাল চুরি করে। বাং. তোলা+ফা. বাজ।

হিন্দী ও ফারসী

আঙলিদার্	পকেটমার।
খোপিআখানা	খালিকুঠি।

ইংরেজি ও বাঙলা

ডাবোল্-টোন্	এক জোড়া ছেলেমেয়ে, তু. টোন<তূণ।
ব্যানৃডেল্ দেআ	ধাপ্পা দেওয়া, তু. ইং. bundle.
টাইমের বাবু	যে লোক কোন নির্দিষ্ট দিনে বেশ্যালয়ে যায়।
নম্বোরি	একশো টাকার নোট।

ইংরেজি ও হিন্দী

টিঙ্ওআলা	পকেটমার<টিঙ্<tin.
ফিড্ঠোকর্	নোতুন জুতো<ইং. fit; হি. ঠোকর—পদাঘাত।

ইংরেজি ও ফারসী

টিঙ্বাজ্	পকেটমার।
জিগর্বাজ্	ঠাণ্ডামেজাজের মাতাল।
টাওএল্বাজ্	ভবঘুরে।
কাট্বাজ	যারা গলার হার কাটে।

ফারসী ও বাঙলা

আসানে কাটা	চুপি চুপি জানলার গরাদ কাটা।

আরবী ও ফারসী

নাকাল্ দিস্তে	মুঠ. তু. আ. নকাল—শাস্তি; ফা. হামানদিস্তা।

অনুকার শব্দের প্রভাব অপরাধ-জগতের ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য

ইপ্পে-উপ্পে	উপর নীচ।
খাট্টাস্	টাইপ মেসিন<খটখট আওয়াজ।
খিললি খাওআ	খিলখিল হাসি।
ঘেউআ	কুকুর।

ছুম্‌কি	ঘুঙুর।
ঝনা	তামা বা পিতলের বাসন, তু. ঝঙ্কার।
ঝাও	কুকুর, তু. ঝাঁ ঝাঁ।
ঝিরি	বৃষ্টির রাত, তু. ঝির ঝির।
ঠাক্‌কু	দরোয়ান, তু. যে লাঠি নিয়ে ঠকঠক করে।
ঢাক্‌কু	কুকুর, তু. ডাকা।

দ্বিত্বকরণ নানাভাবে হয়ে থাকে

(১) পূর্ণ দ্বিত্ব

খাম্‌-খাম্‌	যে মেয়ে চট করে সাড়া দেয়।
ঢুন্‌-ঢুন্‌	গাড়ির গিয়র বাক্স।
লগ্‌লগ্‌	মই।
খাইখাই; গরম্‌-গরম্‌	কামপ্রবণ মেয়ে।

(২) আংশিক দ্বিত্ব

কিপ্‌পে কুপ্‌পে	উপর নীচ, তু. ইপপে উপপে।
গাড্‌ডা গুড্‌ডা	বিপদ, তু. হি. ডোবা।
ন্যাকোর্‌-চ্যাকোর্‌	পোষাক, সাজগোজ।
খব্‌রাখব্‌রি	টেলিফোন।

(৩) অনুকরণ (echo)

খানাখিনা	হোটেল।
জান্‌টান্‌ আন্‌টান্‌	যেতে আসতে দেওয়া।

(৪) অনুকার শব্দ

গড়্‌গড়িআ	রোলিং দরজা।
ঢক্‌ঢক্‌	গাড়ির গিয়ার বাক্স।

(৫) সংযোজন (tag words)

ফেরফার	শাস্তি।
ঘেরঘার	পুলিশ লক-আপ।
নাচোন-কোঁদোন	বেশ্যালয়ে আমোদ প্রমোদ।

(৬) দ্বিত্ব শব্দের দ্বিতীয়াংশ

টাপু ভদ্দর লোক<বাবুটাবু।
টুচি বোমা<লুচিটুচি।
লক্কর্ ছুরি<লোহালক্কর।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অপরাধীদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক যোগ রয়েছে। আমাদের দেশের সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে বিদেশী অপরাধীদের যদিও কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই; তথাপি চিন্তাধারায় বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের এবং অন্যান্য দেশের অপরাধীদের মধ্যে মনোগত সংযোগ সম্পর্কে জানা যায় তাদের ব্যবহৃত শব্দমালার আলোচনার মাধ্যমে। এখানে কয়েকটি তুলনামূলক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হলো:

অন্‌ধেরা	অমাবস্যার রাত, E. darks—night.
আখ্	চশমা, G. Akh (জার্মানদেশের জীপসীরা ব্যবহার করে থাকে)।
আগুন্	১। বিপদ, E. fire—danger. ২। পিস্তল, F. feu—revolver; pistol.
উঠাওবাজ্	মালতোলনকারী, E. lifter.
নামা	ঘর, G. Absteige—to get down.
কালা, কালি	১। আফিং, E. black silk; black smoke, black stuff. ২। অন্ধকার রাত, E. black and white—to night. F. la noire—1. night. 2. opium.
কাঁকন্	হাতকড়ি, E. bracelets—handcuffs.
কুপিআ	জেলের সেল, E. can—prison cell.
কোউটো	বোমা, E. can—a bomb.

চাপ্	পুলিশী তল্লাসী, E. pressure—investigation by the police.
ছুট্‌কোদ্	শিক্ষানবীশ চোর<ছোট চোর। E. kid—apprentice thief.
ড্রিসৃটি	চোখ<দৃষ্টি, E. sights—eyes.
বাঁধাকোপি	১। মাথা; পাগড়িযুক্ত শিখের মাথা। ২। বুদ্ধি, F. chou—head, intelligence.
মাছি	পুলিশ, F. mouche, J. hachi—police officer (= a fly).
ঘটক্	মেয়ে কেনাবেচায় যে লোক সাহায্য করে; মেয়ে ধরা, G. Ammenmacher—girl-hunter.
কালাকুত্‌তা	পুলিশ, E. blood-hound, bully-dog—policeman.
কুত্‌তা	পুলিশ, J. inu (dog)—policeman.
কাম্	চুরিতে বার হওয়া, G. Arbeiten—outing on.
ডিম্	১। খুচরো পয়সাকড়ি, G. Eier—coins. ২। হাতঘড়ি, J. nasu (an egg plant)—a pocket watch.
খর্‌চা	গ্রেপ্তার, J. son-o-suru (to sustain a loss)—to be arrested.
জাট্‌ঠা	চোরাই মালের ক্রেতা < জ্যাঠা; J. shinseki (a relative). —a buyer of stolen goods.
মামার বাড়ি	থানা, J. oisantoko (uncle's house)—police station.

বাবা	পরিচিত পুলিশ, J. chichioya (father) —uniformed policeman.
কাঁটাএ থাকা	গ্রেপ্তার, E. pin—to arrest.
ঘুড়ি	চিঠি, E. kite.
চাকা	গিনি, E. wheel—a dollar.
চাম্‌ড়া	মনিব্যাগ, E. leather—purse.
খাঁচা	জেল, E. cage—prison.
ছ-ঘড়া	পিস্তল, E. six-gun—revolver.
গিনি	বোমা, E. guinea—a bomb.
ডাকি	কুকুর, E. barker—a dog.
তার্	পকেট ঘড়ির চেন, E. cable—a pocket-watch-chain.
তেল্	টাকা, E. grease—money.
তোলন্‌বাজ্	মাল তোলনকারী, E. lifter ; booster —a shop-lifter.
ধোঁআ	আগ্নেয়াস্ত্র, E. smoke—a firearm.
পাখি	আগন্তুক ; নবাগত, E. bird—a stranger.
পিচ্‌ছল্	পাছা, E. behind—buttocks.
বোড়ি	বোমা, E. pill—a bomb.
ভিতর্, ভিত্‌তর্	জেলখানা, E. inside—in prison.
মরা	যে লোক চুরি ডাকাতি ত্যাগ করেছে, E. dead one—a reformed criminal.
মহুআ	প্রেমিক, E. honeyman—a lover.
ভারি-আঁখ্	স্তন, E. (big) brown eyes—breasts.
মিছ্‌রি	১। প্রিয়দর্শিনী। ২। টাকা, E. honey —1. an attractive young woman. 2. money.

সাদা	রূপা, E. white—silver.
ঝাঁটাকাটি	লম্বা রোগা মেয়ে, E. broomstick—tall lanky person.

অতীতে ঠগী বা অন্যান্য অপরাধীরা যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করতো তারও কিছু নজির মেলে পশ্চিমবাঙলার অপরাধীদের ভাষায়।

বর্তমানের শব্দাবলী	অতীতের শব্দাবলী
চউক্‌নু—চোর্‌	চঊক্‌না—দেখা, পরীক্ষা করা
কালি—অন্ধকার রাত্‌	কালী—রাত
মাহিল্‌—সর্দার	মোহিল্‌—সর্দার
ঠোলা—পুলিশ	ঠল্‌লা—পুলিশ অফিসার।
ধুর—প্রতারিত ব্যক্তি	কোন ব্যক্তি
সিট—মেয়ে	সীট—স্ত্রীলোক
খুম্‌বা—খাওয়া	খোব্‌বা—গোমাংশ, পাঁটার মাংস, অথবা যে কোন মাংস
থাবা—১। ছেলে। ২। নিষ্ক্রিয় সমকামী।	ছাবা—১০।১২ বছরের কম বয়সের ছেলে।
দম্‌রি—টাকা	টাকা
টিন্‌—পকেট	টিগু্‌—পকেট
গনা, গউনা—গলার থলি	গনা, গৌনা—গলার মধ্যে

লুকানো পকেট, যেখানে টাকাকড়ি, সোনা প্রভৃতি লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর। অনেকের গলার থলি এত লম্বা হয় যে তার মধ্যে ৭০।৮০ টাকা পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা যায়। যাদের গলায় এই জাতীয় থলি আছে তাদের মুখে শোনা গেছে যে, গলার মধ্যে সীসার ছোট গুলি রেখে থলি বানানো হয়। অনেকে নাকি থলি তৈরির ব্যাপারে কলকাতার চীনা দন্ত চিকিৎসকদেরও সাহায্য নিয়েছে।

মাঙ্ঘি—দরজা ভাঙার যন্ত্র	মাঙ্ঘী—সিঁধ।
ককরো—পুলিশ	পুলিশ
ছপ্পোকি—লুকাবার স্থান	লুকাবার স্থান।
চাম্—১। ঘুষ। ২। ভাগ। ৩। ছিনতাই।	চাম্ লেনা — ছিনিয়ে নেওয়া বা গ্রেপ্তার করা
থাপা—আড্ডার স্থান	থাপাস্—বিশ্রামস্থল
থুম্বা গেয়া—ধরা পড়া	থুম্বা গ্যা—গ্রেপ্তার
বইঠি—পালানো	বইটি খা যা—পালা

পশ্চিমবাঙলার অপরাধ-জগতে বাঙলা এবং হিন্দী ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের ব্যবহারও রয়েছে।

ইন্ধার্	অমাবস্যার রাত, তু. ওড়িয়া অনধার—অন্ধকার।
সা	জীবন্ত মানুষ<দ্রা. মৃত।
খট্	কোন লোককে ঘিরে ফেলা, চ. প. ক্রুত।
তাগ্	পাট<মা.
মেকুরি	মার্জার স্বভাব<অ. মেকুরী—বেড়াল।

নানা পথ ধরে উক্তিগুলির ব্যবহার দেখা যায়

(১) অর্থান্তর দ্বারা।

(২) শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন দ্বারা যেমন,

সোটাম্	বোতাম্।
আলি	কালি।
আদা	সাদা।

(৩) ধ্বনি-পরিবর্তিত শব্দ থেকে নোতুন শব্দ গঠন, যেমন,

কুল্সি	চুরির কাজে বার হওয়া, তু. অ. ভা. কুল্ফি।
ঝাপ্	পাছা<অ. ভা. ছাপ, ছাপা<পাছা।
খমা, খোমা	মুখ<অ. ভা. খুমা<মুখ।
সল্লা	গলার হার<অ. ভা. কল্লা<ইং collar.

(৪) এমনতরো বহু শব্দ রয়েছে যাদের সঠিক ব্যুৎপত্তি নির্ণয় সম্ভবপর হয়নি।

আচ্‌কি	ইলেকট্রিক পাখা।
ইগানি	গরু চোর।
গোস্‌তি	চোরাইমাল।
খস্‌কন্‌তু	পালানো।
চাম্‌কুরেতে	সাবধানে চুরি।
চেকাপোলো	চুরি করে পালানো।
জারুকানো	আসা।
দামাদা	বাক্স।
বিগি	তামা, পেতল।
বিনু	রেডিও।
বোগ্‌লি	দরজা ভাঙার যন্ত্র।
বইদা	লক্ষ্য রাখা।
মন্‌পট্টা	গরীব লোক।
সবুর্‌সুতি	চুরি।
সানু	পিতল কাসারের বাসন।
সানোক্	তামা বা পিতলের বাসন।
সান্‌কা	কোলকাতার ময়দান।

(৫) যে সমস্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় সম্ভব হয় নি সেখান থেকেও শব্দ এসেছে।

সিগানি	চোর<অ. ভা. ইগানি।
বাল্‌লি	টাকা—অ. ভা. বালুয়া।

একজন অতি বৃদ্ধ দাগী চোরের মুখ থেকে উল্লিখিত শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তি যা পেয়েছি তারই উল্লেখ করলাম।

শব্দাবলীর ভূরি প্রয়োগ এক ধরণের নয়। যেমন কতকগুলি শব্দ বহুল প্রচলিত তেমনি কিছু শব্দ স্বল্প প্রচলিত। কিছু শব্দের প্রয়োগ যৎসামান্য।

সংগৃহীত শব্দাবলীর ভূরি প্রয়োগ তালিকা

যে সব শব্দের ব্যবহার মাত্র একবার	৪%
২-৫ বার	২১%
৬-১০ বার	২৯%
১১-৪০ বার	৩৬%
৫০ এবং তদূর্ধ্ব	১০%

কেন লঘু বুলি ব্যবহার করো ?—

এই প্রশ্ন প্রায় চারশতাধিক অপরাধীকে করা হয়। তাদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তর উল্লিখিত হলো।

১।	কথাবার্তা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে	৮৫
২।	ধরা পড়ার ভয়ে	৭৩
৩।	লঘু বুলি চটকদার এবং সহজে বোঝানো যায়	৭২
৪।	ব্যবহারে মজা লাগে	৬৯
৫।	ভাষা থেকে স্ল্যাং বাদ পড়লে কথা বলা কঠিন	৫১
৬।	ব্যবহারের কারণ জানা নেই	২৬
৭।	মেলামেশার ফলে ব্যবহার	১৮
৮।	উত্তর মেলেনি	১৫
		মোট ৪০৯ জন

ধ্বনিতত্ত্ব

অপরাধ-জগতের ভাষায় কৃত্রিমতা রয়েছে। একে মিশ্র ভাষা বলা হয়েছে। যদিও অন্যান্য ভাষার মতো লঘু ভাষাতেও বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

উচ্চারণের সময়ে প্রায়-অস্বাভাবিক লম্বা টান কানে ধরা পড়ে। কোনো কোনো উপভাষাতে এই ভঙ্গিটি লক্ষণীয়। অপরাধ-জগতের লঘুভাষাতে এই প্রভাব একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে।

বাঙলাদেশের বাঙালি অপরাধী এবং অপরাধ-প্রবণদের লঘু-ভাষার বাক্য রীতি বাঙলা ঢঙ-এর। যদিও হিন্দীর প্রাধান্য অনস্বীকার্য। এ জগতে বাঙালি এবং হিন্দীভাষীদের মধ্যে ভাষাগত পারস্পরিক সংযোগ এবং প্রাধান্য কাজ করছে।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে লঘুভাষীদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। উচ্চারণ পার্থক্য কোথাও কোথাও শ্রেণীগত। প্রায়ই দেখা গেছে, যারা কারেন্সি নোট, খুচরা মুদ্রা জাল করে অর্থাৎ জালিয়াৎ, প্রতারক ইত্যাদি তাদের উচ্চারণ এবং পকেটমার, চোর, গব্বাবাজ, ডাকাত প্রভৃতির উচ্চারণ একেবারে স্বতন্ত্র। জালিয়াতিতে যারা মেতে থাকে তাদের অনেকেই লেখাপড়া জানা মানুষ। জালিয়াতি প্রভৃতিতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, কারিগরী বিদ্যারও সময় সময় দরকার হয়। অপরাধীদের মধ্যে যারা আলোচ্য শ্রেণীভুক্ত তাদের অধিকাংশের অশিক্ষিত হলে চলে না। তথ্য সংগ্রহকালে অন্তত এমন ক'জন লোকের সন্ধান মেলে যাদের মধ্যে একজন এম. এ., বি. এল ও অপরজন রসায়ন শাস্ত্রের অনার্স! দুজনই বাঙালি এবং নোটজালে পারদর্শী।

পকেটমার, গব্বাবাজ, ডাকাত, কোটনা (pimp) জাতীয় অপরাধীরা নিরক্ষর অথবা অসংস্কৃত সমাজের একেবারে নীচের তলার বাসিন্দা। সচরাচর দরিদ্র ঘরের সন্তান। লৌকিক উচ্চারণ

ভিন্নরূপে পাতালপুরীর উচ্চারণ ভঙ্গির রূপ পেয়েছে। এদের শিক্ষাদীক্ষার কোনো বালাই নেই।

'আধুনিক' ডাকাতদের অনেকে ডাকাতিতে নতুন নতুন 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে এবং মনে হয়, অধীত বিদ্যা ছাড়া এ সমস্ত আয়ত্ত করা সহজ নয়। জালিয়াৎ বা ঠগদের কৌশল চমকপ্রদ; নিত্য পরিবর্তনশীল—নানান মুখোশ আর নানান ঢঙ-এ আত্মগোপন ক'রে এরা নিজেদের কাজ হাসিল করে। এদের বাহ্যিক ব্যবহার এতই সাংস্কৃতিক যে মানুষকে সহজে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব।

সাধারণ জগতের মতো অপরাধজগতেও শ্রেণীবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন মনের রুচির এবং শিক্ষার মানুষ নিয়ে অপরাধজগতের সৃষ্টি। বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মানুষগুলির মনের সৃজনীশক্তির ছাপ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

সভ্যজগতের সঙ্গে যেসব অপরাধের যোগ রয়েছে, সেখানে অপরাধীদের সভ্য আচরণ এবং সর্বসম্মত ভাষা ব্যবহার করতে হয়। জাল-জুয়াচুরির কাজ করতে গেলে সভ্য সাজতে হয়, সর্বদা সভ্যসমাজের সংস্পর্শে থাকার প্রয়োজন। তখন উচ্চারণ হয় বৈচিত্র্যহীন অর্থাৎ তাতে অপরাধজগতের স্পর্শ থাকে না বললেই চলে। 'শিক্ষিত' অপরাধীদের উচ্চারণ সমাজের শিক্ষিত সাধারণ মানুষের মতো হয়ে থাকে।

যে সমস্ত বাঙালি যুবক গব্বাবাজি, চুরি, ছিনতাই-কে পেশা করে নিয়েছে, তাদের অনেকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত পরিবারের ছেলেরা যখন অপরাধজগতে নাম লেখায়, তখন তাদের চারিত্রিক অবনতির সঙ্গে মুখের ভাষারও অবনতি ঘটে। শব্দচয়ন, বাচনভঙ্গি ধীরে ধীরে পালটাতে থাকে। কালে বোঝা কঠিন হয়, একদা এরাও উপর-তলার মানুষ ছিল কি-না।

পতিতাদের ভাষাও লঘুভাষার অন্তর্গত। পতিতাদের বিশেষ ধরনের ভাষা আছে যা সকল অবস্থায় (সচ্ছল এবং দুঃস্থ) সকলে বলে থাকে।

তবে সেখানেও ধ্বনিগত এবং অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক বৈষম্য বর্তমান। পতিতাদের বাচন-ভঙ্গি কতক পরিমাণে সামাজিক অর্থনীতিক মানের ওপর নির্ভরশীল। একজন পতিতার বাচনভঙ্গি প্রকাশ করে তাদের সমাজের কোন স্তরে সে অবস্থান করছে। সামাজিক মানের ওঠা-নামার ওপর ভাষার পরিবর্তন নির্ভর করছে। ধ্বনিবৈষম্য নির্ভর করে —জন্মস্থানের ভাষা, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ইত্যাদি বহু কিছুর ওপর। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের আচার-ব্যবহার এমন কি বাচন-ভঙ্গির বহুলাংশ তাদের পুরুষ অতিথি-অভ্যাগতদের শ্রেণীসংস্কৃতি নির্ভর। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর অপরাধীদের ভাষায় এমনতরো শ্রেণী-বিভাগ লক্ষণীয় নয়। বাচনভঙ্গি এবং শব্দচয়নরীতি অপরাধজগতের বাসিন্দাদের নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হতে সাহায্য করেছে।

পাতালপুরীর আর-একটি শ্রেণী সম্পর্কে দু-চার কথা বলার প্রয়োজন আছে। এরা হচ্ছে হিজড়া। হিজড়াদের ভাষা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকদের গবেষণার প্রভূত খোরাক জোগাতে পারবে। বিকৃত উচ্চারণ এবং কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যের সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক বিকৃতি ও স্বাতন্ত্র্যের যোগ কতটা—তা কে জানে! ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানীর সমবেত চেষ্টায় এ-কাজ সম্ভবপর।

কণ্ঠনালীতে রণন, স্পৃষ্ঠন-এর মাত্রাভেদ নানা পরিবর্তন ঘটায়—ক্রমিক, সাময়িক ও স্থায়ী। নারী পুরুষ ও শিশুর কণ্ঠস্বরে যে পার্থক্য দেখি, তা কণ্ঠনালীর প্রকারভেদের ওপর আংশিকভাবে নির্ভর করে। সঙ্গীতশিল্পে কণ্ঠনালীর গঠন প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে—স্বরোচ্চতা, কম্পন ইত্যাদির প্রাধান্য কে স্বীকার না করবে!

হিজড়াদের কণ্ঠস্বরের বিকৃতির জন্য হয়তো তাদের যৌনবিকৃতি দায়ী। কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য হিজড়াদের পরিচিতি বলা যায়। যৌনবিকৃতি এদের জীবনে এনে দিয়েছে 'যৌন চেতনা'র অভাব। হিজড়াদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় বিকৃতির লক্ষণ পরিস্ফুট। এদের চলন বলন ইঙ্গিত ইশারা সব কিছু সাধারণ মানুষ (নারী ও পুরুষ)

থেকে স্বতন্ত্র। হিজড়াদের ভাষা নিয়ে ব্যাপক গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। গবেষণা কিছু সত্য তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত করতে পারে।

হিজড়াদের কথাবার্তায় ঘৃষ্ট (affricate) মূর্ধা (retroflex) এবং উষ্মধ্বনি (fricative) 'হ' এর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তাছাড়া কথায় কথায় অনুপ্রাস অলংকার।

হিজড়াদের ভাষার কিছু উদ্ধৃতি উল্লিখিত হলো ঃ

তুমসি পতো হুম্‌সি হাম্‌সির ঘরে ঠিকছে—তুমি পালাও লোকটি আমার ঘরে আসছে।

হুম্‌সি হাম্‌সিকে খুমুচিস্ করল—লোকটি আমাকে চুমু খেলো।

নোসের কাছে ঝল্‌কা আছে ঝেড়ো—লোকটার কাছে টাকা আছে কেড়ে নিও।

আড়িয়াল্ বিলাবিলি—ঝগড়া।

কুট্‌নি—কথাবার্তা।

টোন্‌ছা—গালাগাল।

ছুব্‌ড়ি—স্ত্রীলোক।

হামসির নোস্ চিছা আছে—আমার লোকটা সুন্দর।

উন্‌সিকে পরিখ কর্‌ব—আমি লোকটার সঙ্গে থাকবো।

রঙ্‌গিলি পাতিলি খা, মুল্‌কির তুলা ধামরী হল,
হাম্‌সিলেগাদের টোন্‌ছা ছম্‌কাতে হবে—চা পান খা, বিহারী লোকটার স্ত্রী গর্ভবতী আমাদের নাচ গান করতে হবে।

হাম্‌সি হাতে হলাল্ তিন্‌সিকে টাণ্ডি কর্‌ব—আমার হাতে ছুরি আছে, ওকে মারবো।

লিকামটাকে বিলা কর্—পুরুষাঙ্গ ছেদন কর।

নির্‌খা ঝরা চাপ্—রক্ত পড়া বন্ধ কর।

মান্‌কি মেরে মড়্‌মড়ি—ভালোবাসা।

কব্‌জার কল্‌জে কালা—রোগে ভোগা।

অপরাধজগতের ভাষার উক্তিগুলি বেশি সংখ্যায় একাক্ষর, দুই-অক্ষর অথবা তিন-অক্ষর বিশিষ্ট।

পশ্চিম বাঙলার মিশ্র লঘুভাষার স্বরধ্বনিঃ অ, আ, ই, উ, এ, ও, এবং অ্যা। 'অ্যা' কোন উক্তির শেষে মেলে না, 'অ' অন্তে কদাচিৎ পাওয়া যায়, যেমন, চ (চ্ + অ) = চোট্।

'শ' এর ব্যবহার উচ্চারণে নেই বললে চলে। 'ঢ' কে কোন উক্তির মধ্য-অংশ রূপে পাওয়া যায় না।

একই উক্তির উচ্চারণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, আক, আঁক—চশমা। কাটি, কাঁটি—ধরা পড়া। অন্ধা, আন্ধা—চোরেদের সর্দার। এন্টি, এ্যান্টি—চোলাই মদ। মক্, মঘ্ <মেয়ে। উচ্চারণ বৈচিত্র্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। অ্যা, অনুনাসিক(nasal) এবং মহাপ্রাণহীণ (non-aspirate) ধ্বনি পশ্চিম বাঙলার বাঙালিদের উচ্চারণবৈশিষ্ট্য। পশ্চিম বাঙলার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এদেশের অপরাধীদের (বাঙালি-অবাঙালি) উচ্চারণেও থেকে গেছে। পূর্ববঙ্গবাসী ও অবাঙালিদের সংস্পর্শে তা একেবারে লোপ পায়নি।

সংগৃহীত তথ্যে সর্বসাকুল্যে ১৫১টি যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বর্তমান। অপরাধজগতের মানুষ উচ্চারণ করে বিচিত্র ঢঙ-এ, উচ্চারণে অসংস্কৃত জগতের ছাপ সুস্পষ্ট। কথাবার্তায় স্বরের টান-টোন একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ওঠানামা করে—যে ভঙ্গি আমরা সাধারণ চলিত ভাষায় কদাচ লক্ষ্য করি।

মিশ্রণ এবং কৃত্রিমতাযুক্ত লঘুভাষা এক বিশেষ ধরনের ভাষা। পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের লঘুভাষার সঙ্গে এ-রাজ্যের নানান উপভাষার যোগ। আঞ্চলিক ভাষাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা এবং অভিধান-প্রস্তুতপর্ব শেষ হলে লঘুভাষার গবেষণা আরো সুষ্ঠু এবং বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে। পশ্চিম বাঙলার লঘুভাষায় বহু শব্দ এসেছে আঞ্চলিক ও অনাঞ্চলিক ভাষা থেকে। এতগুলি উপভাষা ও বিভাষা থেকে লঘুভাষার সৃষ্টি। গবেষণার মাধ্যমে অন্ধকার

জগতটির শুধুই কি ভাষা, ভাষাকে কেন্দ্র করে মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটিও আমাদের হাতে ধরা দেবে।

লঘুশব্দ গঠন সম্পর্কে Vendryes বলেছেন "...mutilation are merely extensions of regular phonetic changes' (*Language*, p. 254). লঘুভাষার পরিবর্তন সাধারণ ভাষার মতোই হয়ে থাকে।

লঘুভাষার বাঙলা, হিন্দি বা মিশ্র শব্দগুলির ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা হলো।

স্বরধ্বনি লোপ

(ক) **আদিস্বর**	যখন দ্বিতীয় অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে
খাড়া	জানলা ভাঙার যন্ত্র < আখাড়া, আখড়া।
গুন্	বিপদ < আগুন।
(খ) **মধ্যস্বর**	যখন প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে
গুর্মা	দলের সর্দার < গুরুমা।
চাপ্নি	চাপ, আত্মগোপনের সাজসজ্জা < চাপুনি, চাপানো।
তরালি	যুবতীর আকর্ষণীয় ঠোঁট < তরোয়ালি।
(গ) **অন্তস্বর**	শেষ অক্ষরে শ্বাসাঘাত
আরট্আন্	আধুলি < -আনা।
ওতোল্	সেখানে < ওতলা (-ত্তল্লাট)
ওখ্রান্	মালগাড়ি থেকে চুরি করতে যে সাহায্য করে < ওপড়ানো, ওগরানো।

ইচ্ছাকৃত স্বরধ্বনি পরিবর্তন

ইন্ধার্	অন্ধকার রাত < ওড়িয়া অন্ধার : অন্ধকার।
অ্যাটুলি	তোষামুদে < এটুলি।
ডলি	মৃত < ডুলি।

ঝোম্	ঘুম।
জেগেল্ হওয়া	জাগা।
জসম্	হাতঘড়ি<যশম।
কর্মু	পকেটমার<কর্মী।
গর্মু	মাতাল< গর্মী।
কাটি	ছুরি।
চড়ু	ফাঁসিকাঠ<চড়া।

শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে স্বরধ্বনি সংযোগ

আরেলা	গোলমাল, দাঙ্গাহাঙ্গামা<হি. রেলা।
আড়িয়া	কোন মেয়েকে লক্ষ্য করে বাঁকা চাহনি<আড়।
আন্নামেলানা	চুরিতে বার হওয়া।
অগ্লি-বগ্লি	ঘুরে বেড়ানো<হি. অগল-বগল।

আ>অ, ব্যঞ্জন সংযোগে

কট্নি	কাঠের বাক্স<কাঠ।
কত্তি	দরজা ভাঙার যন্ত্র<কাতুরি।
ছপ্পি	পাছা<ছাপ<পাছ।

স্বরসঙ্গতি

ঘিড়ি	হাতঘড়ি।
গিল্লি	ফাউনটেন পেন<গিলা<গেলা।

স্বরধ্বনির দ্বিস্বর ধ্বনিতে রূপান্তর

(ক) **স্বর>দ্বিস্বর**

আড়িআ	কোনো মেয়েকে দেখা<আড়ি।

(খ) **ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ফলে**

গাঁই, গাঁইআ	কোমর, গেঁজে।
ঘাউ	ব্লেড<ঘাত, ঘা।

(গ) **দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'হ'-এর লোপে**

গউনা, গওনা	গলার মধ্যে থলি, যেখানে চোরাই টাকা-কড়ি গয়না লুকিয়ে রাখা যায়<গহন।
দএলা	দশ<দহলা।
মইড়া	লড়াই<মহড়া।

(ঘ) **দুই শব্দের সঙ্কোচনে**

টেনিআ	পতিতালয়ের রাতের চাকরলোকজন <টেনে আনা।

দ্বিস্বর-ধ্বনির পরিবর্তন

আখেআ	চোখ, দৃষ্টি<হি. আঁখিয়া।
অওজর্	বড়ো ছুরি<আর: অউজর।
খাউ	দড়ি<খেই।

স্বরধ্বনি লোপের মতো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপও দ্রষ্টব্য। কয়েকটি ধ্বনি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য

(ক) **আদি ব্যঞ্জন**

আলি	কালি।
আদা	সাদা, সুন্দর।
(সাব্রা) উমাকে	নিদ্রারত দারোয়ান < 'উমাকে' <'ঘুমাতে'।

(খ) **মধ্য ব্যঞ্জন**

দএলা	<দহলা।
থুড়ি	বৃদ্ধমহিলা<থুবড়ি।

(গ) **অন্ত ব্যঞ্জন**

উপু	শুয়ে পড়া<উপুড়।
চ	ঠকানো<চোট।
দা	স্তনবৃন্তের চতুর্দিকের গোলাকার অংশ <দাগ।

ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তন

শব্দের আদি ব্যঞ্জন পরিবর্তন বা লোপের ঝোঁক অন্ত অপেক্ষা অধিক। যেমন,

ওগ্‌লা	দোষ স্বীকার করা<ওগরানো।
কক্‌	থুথু<কফ।
কোনা	সোনা।
কোরা	চোর (=চোরা)।
খাম্‌	মেয়েদের উরু (=থাম)।
গালা	বালা।
ঘোঁট্‌	চুরির সামগ্রী গিলে ফেলা<ঢোঁক।
চাম্‌মু	তামা (=তাম্মু)।
ছুট্‌	ডাকাতি<লুঠ।
ছেচ্‌কি	রেজকি।
জিরে	হীরে।
নাপি	মেয়েদের নাভি।

ব্যঞ্জনধ্বনির যুক্তকরণ

কচ্‌চা	গাঁজা<কচ—গাছের কাঁচা শেকড়।
খাব্‌বিস্‌	বুড়ি<খবিস্‌।
খুল্‌লা	উলঙ্গ<খুলা।
গিল্‌লি	গেলা।
চিল্‌লর্‌	রেজকি, তু. চিলর্‌—পোকা, মুদ্রা।
টক্‌কর্‌	মাথা<টিকর্‌, টাকরা।
তব্‌রা	জামা কাপড়<তাড়া।
থাব্‌বা	একমুঠো টাকাকড়ি যা গোনা হয়নি ≤থাবা।
ফিব্‌রি	চটুল মেয়ে, তু. ফিরি করা।

যুক্তব্যঞ্জনের সরলীকরণ

কদুকা পানি	কোকাকোলা ও বোতল<হি. কদ্দূ।

গহক্	পতিতাদের দালাল<গ্রাহক।
পত্তিদার্	ধনী<পট্টাদার।

মহাপ্রাণহীনতা (deaspiration) : প্রভাব খুব বেশি

কাটা	কাজ, সাজা<খাটা (= জেলখাটা)।
কর্‌কা	অভাব<খরচ।
টোকর্	জুতো<ঠোকর।
ঢোঁড়া	মেয়েদের পেট<ভোজ. ঢোঁড়হী—পেট।
তাব্‌ড়ি	চড়<থাবড়া।

ঘোষীভবন (voicing) : প্রভাব অতি বিরল

থাগ্	সিঁড়ি<থাক।
চাগ্	মাছের ঝাঁক।

ধ্বনি বিপর্যয় (metathesis)

আর্‌চা	সিঁধ-কাটা (= চাড়া)।
কর্‌চা	চাকর।
কোদান্	দোকান।
ছাপাই	প্যান্টের পাশ পকেট<পাছা।
নাথা	থানা।
হুচে নেআ	ছিনতাই<ছিনে = ছিনিয়ে>নেছি>নেচি>নেচে>হুচে।
মাল্‌বি	চোর<বামাল>বেমাল্>মাল্‌বে>মাল্‌বি।
মাগ্‌লাস্	খনিজ ধাতু<গামলা>গাম্‌লাস্>মাগ্‌লাস্।
মাজা	শার্ট<জামা।
লোঠা	পুলিশ<অ. ভা. ঠোলা পুলিশ।

সমীভবন (assimilation)

চড্‌ডা, চোড্‌ডা	চোর = চোর + টা>চোর্‌ডা।
চ্যাল্‌লা	চড়বড়।
নেত্‌তা	তিন, তু. তিনে নেত্র।

সকারীভবন (assibilation)

কামাস্   কাছে (= কাছ)।

মিশ্রণ (contamination) এবং **জোড়-কলম** (portmanteau word)

উম্‌রা   ঘর-বাড়ি (= উপর কামরা)।

খড়্‌পা   চটিজুতো (= খড়ম পা)।

গুপ্‌টি   সিঁড়ির নিচের ঘর < গুপ্তি এবং ঘাপটি।

ঘপা   ঘর বা আড্ডাখানা < ঘর এবং গোপা (= গোপন)।

চুআলা   মদ < চোয়ানো এবং পেয়ালা।

ঠুঙ্‌কা, ঠুন্‌কা   পতিতালয়ের ছুটকো খদ্দের < ঠুনকো এবং থাউকো।

দউনি   কোকাকোলা < দওয়াই + পানি।

স্বরভক্তি (anaptyxis)

আলগ্   'বিদেশী' অপরাধী অর্থাৎ নতুন আমদানী < আলগা।

মূর্ধন্যীভবন (cerebralization)

উণ্ডা   সুন্দরী < আর. উন্‌দ (হ)।

টোর্   গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেওয়া < হি. তোরনা।

টাণ্ডি   মারধোর < তণ্ডি।

টানাটল্   কোলাপসেবল গেট < টেনে তোল।

ডল্   কাপড়ের ভাঁজ < দল।

ডুরি   দারোয়ান < দ্বারী।

মূর্ধন্যীহরণ (loss of cerebralization)

গোথ্‌নি   বোন < গোষ্ঠী।

দোলি   খুন < ডুলি।

নেতি   নর্তকী < নটী।

নাসিক্যীভবন (nasalization)

অাঁট্‌কাবাজ   কয়লাচোর<আটকা।

অাঁস্‌কি   চোখ<অক্ষি।

কাঁটি   তালা খোলার চাবি<চাবিকাঠি।

ঘাঁট্‌   তাঁতের ফাঁস (গলায় পরিয়ে টেনে মেরে ফেলা হয়)<ঘাত।

নাসিক্যীহরণ (loss of nasalization)

আখ্‌   চশমা, টর্চ, আলো<অাঁখ।

কাচ্‌চি   রূপো<কাঁচা।

কোচর্‌   লুকানো<কোঁচর।

গাটিআ   গেঁজে<গাঁঠিয়া।

খোচ্‌   যে বলপূর্বক হরণ করে, অপরাধীকে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে টাকাকড়ি আদায় করে<খোঁচা।

ছাটা   জন্মনিয়ন্ত্রণ< 'ছাঁটা'।

দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির একটি লোপে পূর্ববর্তী ধ্বনির দীর্ঘিকরণ

আকর্‌   জুয়া<অক্ষর।

মাক্‌রা   ঠাট্টা<মস্করা।

শব্দের উল্টিভবন

চাপ্‌   পেছন<পাছ।

ছাম্‌   মাছ, যুবতী।

নেপ্‌   কলম<পেন।

খুম্‌   মুখ।

শব্দের একাংশ বর্জন

ছোট ছোট শব্দের এ-রাজ্যে চলন খুব বেশি। দীর্ঘ শব্দ এরা পছন্দ করে না। যেমন,

আড়া   সিঁড়ি< আড়কাঠা।

কুন্‌জি   গাড়ির চাবি<তালা কুঞ্জি।

গাদা — বন্দুক<গাদা বন্দুক।

চাকাল্লাস্ — হইহুল্লোড়<চাকবেঁধে উল্লাস।

ছড়া — গলার হার<হারছড়া।

জত্থু — যাত্থুঘর।

জালি — জালনোট।

ঝাড়া — পোষাক, ঝাড়া বলতে সন্ন্যাসীর পোষাক বোঝায় যারা ছেলেমেয়ে চুরি করে< ঝাপ্পা-ঝোপ্পা।

টাপু — বাবুটাবু।

টুসি — টি. সি. (ticket collector)।

ডি — জুয়াচোর, (বেশ্যাপাড়ার) দালাল<ডালাল।

নোস্ — লোক<মানোস=মানুষ।

তির্ — কলকাতায় হুগলী নদীর ধার<নদীর তীর।

নিচের — নীচের পকেট।

লক্কর্ — ছুরি<লোহালক্কর।

মারি — আলমারি।

অক্ষর যোগ (syllabic addition)

আরট্আন্ — আটা আনা<আট+আন।

কিমিরে — কি।

ছিটোবি — ছবি।

কিমে — কি।

কোমাথাএ — কোথাএ।

বিটুরি — বুডি।

অনেক সময়ে অপরাধ-জগতে সৃষ্ট শব্দ থেকে নোতুন নোতুন শব্দ সৃষ্টি হয়। যেমন,

আক্ — জুয়া<অ. ভা. আকর=জুয়া।

কুল্সি — চুরি করতে বার হওয়া<অ. ভা. কুলফি।

কোট্ — সাকরেত<কোদ্=চোর।

কেআরি — তিন<তেয়ারি — তিন ।

খিল্ লোচর্, খোমোচর্ — পুলিশ<খোচর্ — পুলিশ

গাঁক্ — পতিতার খরিদ্দার<গাহাক ।

জুগু — '?' মতো আঁকশি, যার সাহায্যে চোরেরা পাঁচিল টপকায়। আঁকশিতে একটি দড়ি বাঁধে এবং দড়ি ধরে উঠে যায়<জিজ্ঞাসা ।

ঝাপ্ — মেয়েদের পাছা<ছাপা>পাছা ।

টিটা — মদ<কিটা ।

টেক্ দেয়া — সাহায্য করা<ঠেক ।

দ্বিস্বর ও দুই-স্বর (diphthong and vowel combination)-এর তালিকা

আদি	মধ্য	অন্ত্য
ইআ	লাঠিআল্, খোপিআখানা	আড়িআ, আধিআ
এআ	কেআরি, কাচা-দেআল	আখেআ
এও	খানেওলা	খেও
এ্যাও	ত্যাওরানো	
আই, আঁই আইরন্চ্	কাঁইচি, উঠাইগিরো, কিচাইন্	উত্তাই গিনাই, পাই, গাঁই
আএ আএনা	চগমা-জাএগা	কোমাথাএ
আও, আঁও	উঠাওবাজ	উঠাও, খাও, ঝাঁও
আউ, আঁউ	উঠাউবাজ	খাউ, ঘাউ, খাঁউ
উঁই	জুঁই	
উএ		ধুএ
উআ	চুআলা, দু-আরি	আড়ুআ, কেচুআ
ওই	কোইলাস্	নোই
ওএ	গোএন্দা	
ওআ	তোআজ্	আঁড়োআ, নোআ

ওউ	চোউকো	
অএ	কএলা, পএদাগির্	
অও অওজর	গওনা	
অউ	কটউরি, করউটি	

তিন-স্বর যুক্ত শব্দ

ইআই	সিআই	
ইওএ		থিওএ
এওআ	খেওআর্, দেওআন্	
এউআ		ঘেউআ
আইআ, আঁইআ		ভাইআ, সাঁইআ
আএআ		চাকার-পাএআ
আওআ আওয়াজ		ছাওআ
অএআ	মএআলি	
অওআ	বওআলি	গওআ
অউআ		চউআ
ওউআ		নোউআ

চার-স্বর যুক্ত শব্দ

আওআই	দাওআই. তাওআই

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির মধ্যে 'ঙ' এবং 'ড়' শব্দের আদিতে থাকে না। 'ঢ' ভিন্ন অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের মধ্যভাগে পাওয়া যায়। শ-ধ্বনির প্রভাব ক্ষীণ।

লঘুভাষায় রূপান্তরিত ধ্বনির চল খুব বেশী, এমনটি ঘটেছে বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার লোকের উচ্চারণ প্রভাবে। যেমন, আখ, আঁখ—চশমা। কাটি, কাঁটি—গ্রেপ্তার। অন্ধা, আঁন্ধা—গব্বাবাজদের সর্দার। এনৃটি, এ্যানৃটি—মদ। মক্, মঘ্—মেয়ে।

বাঙালিদের উচ্চারণে এ্যা, অনুনাসিক ধ্বনি এবং মহাপ্রাণের স্বল্পতা বা লোপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ক গ ত দ ব স+র-এর সমন্বয় অর্থাৎ দুই ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের আদিতে পাওয়া যায়।

শব্দের মধ্যভাগে দুই-ব্যঞ্জন (consonantal combination)-এর আদি ধ্বনি রূপে পাই ক, খ, গ, ঙ, চ, ছ, জ, ট, ঠ, ড, ন, প, ব, ম, র, ড়, ল এবং স। শব্দের মধ্যভাগে ঘোষ-মহাপ্রাণ দুই-ব্যঞ্জনধ্বনির আদিতে বিরল।

শব্দের অন্তে মাত্র দুটি যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন; ন্ধ্—বন্ধ্, ন্ছ্—আইরন্ছ্। শব্দান্তে যুক্ত ব্যঞ্জনের অভাব বাঙলা প্রভাব জনিত।

শব্দের মধ্যে দুই বা তিন-ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে বাঙালি উচ্চারণে ছেদ লক্ষ্য করা যায় প্রথম ব্যঞ্জনটির পর। যেমন, দন্-দো, ছত্-ত্রিশ, সান্-ত্রাস্, মিস্-ত্রি। কিন্তু হিন্দীভাষীদের উচ্চারণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। দ-ন্দ্, ছ-ত্রিস্, সা-ন্ত্রাস্, মি-স্ত্রি। শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন ছেদ বা বিরামযুক্ত নয়। যেমন, ক্রিচ্, গ্রহ, স্ত্রি।

ক গ চ ট ড ত দ ন প ব ম র এবং ল-এর যুগ্ম উচ্চারণ বর্তমান; তবে স এবং ড় ধ্বনির যুগ্ম রূপ শোনা না গেলেও এদের দীর্ঘিকরণ লক্ষণীয়। উচ্চারণের দীর্ঘিকরণ এ ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। গোপন শব্দাবলীর (secret codes) দীর্ঘিকরণ থেকে রসের ভাষা অধিকতর দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। অনেক সময়ে মেয়েলি ঢঙ-এ টেনে টেনে উচ্চারণ করা হয়। এবং এই ভঙ্গিটি অপভাষীদের কাছে একটি স্টাইল বিশেষ।

অপভাষায় ১৫১ প্রকার যুক্ত ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জনধ্বনির সমাহার লক্ষ্য করা গেছে।

শব্দের আদিতে যুক্ত-ব্যঞ্জন	৬
শব্দের মধ্যভাগে দুই-ব্যঞ্জন	১৪০
শব্দের মধ্যভাগে তিন-ব্যঞ্জন	৩
শব্দান্তে যুক্ত-ব্যঞ্জন	২

নিম্নলিখিত ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি পাওয়া যায় :

	আদি	মধ্য	অন্ত
ক	কচ্, কট্	ককয়ো	কক্, গসোক্
খ	খদ্‌রা, খমা	খানাখিনা, বাখারি	পারিখ্
গ	গচ্‌চা, গন্	কাগোজ্, চেগু	
ঘ	ঘটক্, ঘপা	চরাঘি	বাঘ্
ঙ		খাঙালি, খিঙারি	টপঙ্
চ	চক্‌মা, চপ্‌পোকি	কাঁচি, খিল্‌লোচর্	কচ্, ক্রিচ্
ছ	ছকানো	চিছা	গাছ্
জ	জোহ্	কাজো, কুজা	কাগোজ, কাজ্
ঝ	ঝোলা	বোঝা	
ট	টক্‌কর্	কটউরি, কাটা	কট্, কোট্
ঠ	ঠোলা	কোঠারি, চউঠ্	পাঠ্
ড	ডল্	কেডারা, গিডারা	ফিড্
ঢ	ঢুক্‌কু		
ত	তরালি	কুতো, কেতরি	বিলা হলত্
থ	থাকৃকি	কোমাথাএ, গোথ্‌নি	
দ	দাম্	কোদি, চাদর্	কোদ্
ধ	ধর্‌পা	বিধোবা	বন্‌ধ্
ন	ননা	কানি, কোনা	কান্, কোদান্
প	পর্‌কা	কাপা, কাপি	কেপ্, চাপ্
ফ	ফন্‌ডা	কাফি, নাফাসি	সরিফ
ব	বচোস্	খাবার্, ছাবা	ছাব্
ভ	ভপ্‌পর্	সম্‌ভু	
ম	মকর্	কামান্, কামাস্	কলম্, গন্‌জাম্
র	রকিঙ্‌বাজি	কটউরি, কটুরায়ো	খার্, গন্‌দর্
ড়		কড়ি, গাড়ি	কামোড়্, চাড়্
ল	লকা	কালা, কাটালে	কাতিল্, গুল্

স	সক্রি ধুর্	চুসি চউকি, চুস্যা	কটোস্, চাঁ
হ	হর্‌মা	চাহ্‌দা	

যুক্ত ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জন সমন্বয় তালিকা

শব্দের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি

ক্র	ক্রিচ্	দ্র	দ্রিস্টি
গ্র	গ্রহ	ব্র	ব্রিন্‌দাবোন্
ত্র	ত্রিভুজ্	স্র	স্রিরিতি

শব্দের মধ্যভাগে দুই-ব্যঞ্জন ধ্বনি

ক	কক	এক্‌কা	কব	মোক্‌বার্
	কখ	সুক্‌খা	কম	চক্‌মা
	কচ	ডেক্‌চি	কর	চক্‌রু
	কট	ডাক্‌টা	কড়	মাক্‌ড়া
	কদ	নক্‌দি	কল	সুক্‌লি
	কন	চমক্‌না	কস	নক্‌সা
খ	খড়	ওখ্‌ড়ান্		
গ	গগ	আগ্‌গাল্	গর	উগ্‌রানো
	গড	নাগ্‌ডুমাডুম্	গড়	পাগ্‌ড়ি
	গম	চগ্‌মা	গল	ওগ্‌লানো
ঙ	ঙক	কাঙ্‌কি	ঙট	আঙ্‌টা
	ঙগ	ডুঙ্‌গা	ঙত	রাঙ্‌তা
	ঙঘ	মাঙ্‌ঘি	ঙড়	চিঙ্‌ড়ি
	ঙচ	মাঙ্‌চুঙ্	ঙল	আঙ্‌লি
চ	চক	আচ্‌কা	চছ	নিচ্‌ছল্
	চচ	কচ্‌চা	চব	লচ্‌বা
ছ	ছল্	পাছ্‌লি		
জ	জক	আজ্‌কা	জম	অজ্‌মানা
	জঝ	বাজ্‌ঝা	জর	মুজ্‌রো
			জল	কাজ্‌লি

ট	টক	গুট্‌কা	টত	উট্‌তাই
	টট	কিট্‌টা	টন	কট্‌নি
	টঠ	জাট্‌ঠা	টর	গাট্‌রি
			টল	কাট্‌লাস্‌
ঠ	ঠত	উঠ্‌তাই, উঠ্‌তি		
ড	ডড	চড্‌ডা		
[ণ	ণট	অণ্‌টি	ণড	উণ্‌ডা]
ত	তক	কোঁত্‌কা	তথ	নাত্‌থি
	তত	কুত্‌তো	তর	ওত্‌রান
			তল	কাত্‌লা
দ	দদ্‌	গদ্‌দর্‌	দন	বোদ্‌না
	দল	বদ্‌লা	দম	কদ্‌মা
ন	নক	কান্‌কি	নধ	অন্‌ধেরা
	নচ	খুন্‌চা	নন	খাজন্‌নাদ
	নজ	খুন্‌জি	নম	মেন্‌মারি
	নট	এন্‌টি	নল	সান্‌লা
	নত	ঘস্‌কন্‌তু	নস	উন্‌সি
	নদ	অন্‌দার	নহ	পিন্‌হা
প	পক	চুপ্‌কি	পপ	খুড়িপ্‌পা
	পট	গুপ্‌টি	পর	কাপ্‌রু
	পত	গুপ্‌তি	পড়	পাপ্‌ড়ি
	পদ	চাপ্‌দা	পল	খেপ্‌লু
	পন	চাপ্‌নি	পস	লপ্‌সি
ব	বক	ছাব্‌কি	বব	গব্‌বা
	বছ	আব্‌ছামেঘ্‌	বর	খুব্‌রি
	বজ	কব্‌জা	বড়	ছোব্‌ড়া
	বন	চাব্‌নিমারা	বল	কোব্‌লে নেআ

ম	মক	চম্‌কুরেভে	মপ	চম্‌পলু
	মচ	চাম্‌চে	মফ	দম্‌ফু
	মছ	গাম্‌ছা	মব	থুম্‌বা
	মজ	জাম্‌জির্‌	মভ	সম্‌ভু
	মট	গুম্‌টি	মর	উম্‌রা
	মত	কম্‌তি	মড়	কুম্‌ড়ো
	মদ	গুম্‌দার্‌	মল	কম্‌লি
	মন	চিম্‌নি	মস	ঘুম্‌সি
র	রক	কর্‌কা	রন	ঘুর্‌নি
	রগ	মুর্‌গা	রপ	সুর্‌পা
	রচ	আর্‌চা	রফ	বোর্‌ফি
	রঠ	কুর্‌ঠৈক	রব	কর্‌ক
	রত	ঘুর্‌তি	রম	বেগর্‌মু
	রদ	মুর্‌দা	রস	চর্‌সা
ড়	ড়ক	আড়্‌কানো	ড়ত	ঝাড়্‌তি
	ড়চ	মোড়্‌চা		
ল	লক	কোল্‌কে	লট	উল্‌টি
	লগ	আল্‌গা	লত	গল্‌তা
	লড	গুল্‌ডুগ্‌	লন	গাল্‌না
	লদ	মাল্‌দু	লফ	কুল্‌পি
	লপ	সুল্‌পা	লব	মুল্‌বে
	লল	কল্‌লা	লস	কুল্‌সি
স	সক	ঘস্‌কন্‌তু	সম	চস্‌মা
	সত	গোস্‌সি	সর	উস্‌রি
	সন	চুস্‌নি	সল	বাস্‌লি

যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি শব্দান্তে

নছ	আইরন্‌ছ্‌	নধ	বন্‌ধ্‌

তিন-ব্যঞ্জন ধ্বনি শব্দমধ্যে

ততর ছত্‌ত্রিস্‌ নতর সান্‌ত্রা সতর মিস্‌ত্রি

ণ কেবলমাত্র ণট ও ণড যোগে উচ্চারিত হয়।

অপরাধী এবং সমাজবিরোধীরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে তখন তার স্বর (intonation) বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উচ্চারণ বৈচিত্র্যে অসংস্কৃতির ছাপ থেকে গেছে। যখন অনর্গল কথা বলতে থাকে তখন পদের বিশেষ অক্ষরগুলি উচ্চারণে অতি মাত্রায় প্রাধান্য লাভ করে।

সাধারণ ভাষার মতোই অপরাধ-জগতের ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে, মিশ্র ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনার সুযোগ নেই, সে মত ধ্বনি-বিজ্ঞানীদের সমর্থন পাবে না। মৌখিক ভাষা আংশিক মিশ্র ও কৃত্রিম যাই হোক সেখানে ধ্বনির বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ধ্বনিবিদ্যা শব্দ-বিদ্যা প্রভৃতির সাহায্যে অপরাধ জগতের ভাষার গবেষণা সম্ভবপর।

রূপতত্ত্ব

The Study of Language গ্রন্থে John B. Carroll বলেছেন, 'Morphology is the study of the manner in which words are constructed' (p. 24). শব্দের গঠনপদ্ধতি ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, শব্দের প্রকৃতি ও তার ব্যবহার সর্বত্র এক নয় কারণ শব্দের একটি নিজস্ব রূপ আছে। রূপটি গুণগত এবং প্রয়োগধর্মী। যে কোন ভাষার ব্যবহৃত শব্দাবলী গুণগত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। পূর্বের উক্তির পুনরুল্লেখ করে বলা যায়, পাতালপুরীর ভাষাতেও সাধারণ ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। যদিও এ-ভাষার শব্দ গঠন পদ্ধতি বিচিত্র ঢঙের, কারণ অনেক সময়ে শব্দ তৈয়ার করা হয় নানা প্রয়োজন ও খেয়াল খুশী মেটাতে।

অপরাধ-জগতের শব্দাবলীকে মূলত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ বিশেষ্য এবং ক্রিয়াপদ। বিশেষণ পদের প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়, তবে এজাতীয় পদগুলি সচরাচর ক্ষেত্র বিশেষে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর রূপ গুণ ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে।

অপরাধ-জগতের ভাষার বাক্যে চলিত বিশেষ্য (এবং ক্রিয়া) পদগুলির পরিবর্তে প্রায়ই লঘুবুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাধারণ ভাষা	পাতালপুরীর ভাষা
অন্ধকারে লুকানো	কালোতে ছপ্ পর্ খাওআ।
চোর গোপনে মাল চুরি করছে	কোদ্ চাপাএ মাল চামাচ্ছে।
পুলিশ সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে চলেছে	খোচর চল্তাই আখে-আএ চোলেছে।
মুখ দেখাস না চিনে নেবে	খোমা ছাখাস্না চেহারা কোরে নেবে।

ঘরে ঢুকে সাবধানে বাক্স চুরি কর্।	গব্বা ঠেলে হুঁসিআর হোএ ঢোল্ চামা।
সুন্দরী মেয়েটাকে দলে ভেড়া।	চাম্‌র চাম্‌টাকে চামিএ নে।
বেইমান দলকে ঠকালো পরে খুন হলো।	চোট পার্টিকে চোড়ে গ্যালো, পরে খালাস হলো।
মেয়েটা সুন্দর ইশারা কর্।	ছাবি চামর আড়িআ দে।
লোকটার নীচের পকেটে খুচরো আছে, তুলে নে।	ধুর্‌কা নিচের ছেচকি হুয়, ভরলে।
বাজে বকিসনা।	বিলা ছলাস্‌না।

বিশেষ্যপদ গঠিত হয় অন্যান্য যে সব পদ থেকে

ক্রিয়াপদ

ওখ্‌রান্	মালগাড়ি থেকে চুরি করতে সর্দারকে যে সাহায্য করে, তু. ওপড়ানো ; ওগরানো।
কাট্‌টুস্	কুকুর<কাটা।
গিল্‌লি	ফাউনটেন পেন, তু. গেলা। গিল্‌লি চামর্—কলমটি সুন্দর।
ঝাড়ি	চোখের ইশারা<ঝাড়া। ভাতিকে একটা ঝাঁড়ি দে—মেয়েটাকে ইশারা কর।
ভোর্	দরজায় দরজায় ঘোরা, তু. হি. ঢুঁড়।
ঢালা	মদের দোকান। ঢালাতে কিটা ভরা—মদের দোকান থেকে মদ কেনা।
দাইমুলি	যাবজ্জীবন সাজা, তু. সাঁওতালী দমুল—আসামী চালান করা। নালে দাইমুলি খাটছে—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে।
নিলু	চোরাইমাল লুণ্ঠনকারী<নেয়া, নিল। চোরাইমালের ক্রেতা। নিলুর কাছে সওদা বানাও—চোরাইমালের ক্রেতার কাছে চোরাই মাল জমা রাখো।

ফুল্-তোলোন্ — যে ডাক্তার গর্ভপাতে সাহায্য করে।

ক্রিয়া-বিশেষণ

আগ্লি-বাগ্লি — গোলমাল, তু. হি. অগল-বগল—নিকটে।

বিশেষণ অথবা গুণবাচক শব্দ গঠিত হয় নানাভাবে। বিশেষণ-বিশেষ্য পদ হতে গঠন

সাদা-সাজ্ — ১। বোকা। ২। কয়েদীর পোষাক। সাদা-সাজ্ কাজ্—বোকার মতো আচরণ।

বড়ো-কুত্তা — ১। রুক্ষ। → ২। জেল পুলিশ। খোচর বড়ো কুত্তা—পুলিশ বড়ো রুক্ষ মেজাজের।

ফুল্-রঙ্ — ১। ভয়াবহ।→ ২। ঘাতক, তু. রঙ>রক্ত। ধুরের ফুল্-রঙ্ হলো—লোকটাকে মেরে ফেলা হলো।

ধ্বনি বিপর্যয় এবং উপমা (metaphor) বিশেষণ পদ গঠনে

লোকা — ১। কালো।→২। আফিং। লোকা চামানো—কালো রাত বা অন্ধকারে চুরি; আফিং চুরি।

নিগু — চালাক<গুণী।

ভারি — ১। ধনী। ২। ধনী লোক<ভারী। ভারি ধুর্ ফোটা—বড়োলোকের চুরি কর।

বিশেষ্য

চকমাদারি — রঙ<চকচকে। দাদা চকমাদারি নিএ জপে বোসেছে, ছেলা মেলাএ খাঙারি করছে পাখির লেগে—সর্দার জপের অভিনয়ে বসেছে, চেলা মেলায় মেয়ে চুরির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গন্জাম্ — গোলমাল, তু. হাঙ্গামা।

ক্রিয়া

টোকা ; কোটা	ভয়ঙ্কর ; ভয়াবহ<কাটা। ধুরের টোকা ঝাড়্নি চাই—লোকটার উত্তমমধ্যম প্রহার দরকার।
খিঁচে-নেআ	মৃত। খিঁচে-নেআ পাখির খোমাতে গজের নক্সা—মৃত মেয়েটির মুখে ছুরির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

সমাসবদ্ধ পদ। **বিশেষ্য + বিশেষ্য**

আব্ছা মেঘ্	অন্ধকার রাত। আব্ছা মেঘের জলের ফোঁটা বাটি ভোরে ধর্—গভীর রাতের চুরির মাল থলিতে ভর্তি কর্। আব্ছা মেঘে ডোলি করা—অন্ধকার রাতে খুন করা।
কাজ্লি-ছাই	অন্ধকার রাত। কাজ্লি ছাইতে কোদ্ গব্বাএ পিলে সগর্ কোদি করেছিল—গভীর রাতে চোর ঘরে ঢুকে সবকিছু চুরি করেছে।
কালি-বিল্লি	ট্যাক্সি। চুরির সময়ে যে ট্যাক্সির ব্যবহার হয়। ট্যাকসির মাথা কালো রঙ-এর এবং গতির জন্য 'বিল্লি'। কালি বিল্লিতে ফুটে জা (যা)।
ওভিসার্-আএনা (-আয়না)	চটুল চাহনি। ঝিল্লির ওভিসার্ আএনা ছাবাকে মাতাল করেছে।
নল্-গিট্টি	বন্দুক বা রিভলবারের গুলি।
কমর্বাজ্-চাবি	তোলনবাজ ; রেলগাড়ির পকেটমার। তু. কামরা। 'চাবি' টাকাকড়ি, মূল্যবান সামগ্রী অর্থে।

আলুবাজ-গাড়ি	কোন মেয়েকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা।
সাইনবোর্ডওলা-বাবু	বিবাহিতা মহিলা, সাইনবোর্ডওলা কে হিড়িক্ দিএ দে—মেয়েটাকে দলে টান।

বিশেষণ + বিশেষ্য

ছোট কুত্তা	পুলিশ ; জেল পুলিশ।
ফুল্ গজ্	একশো টাকা।

বিশেষ্য + বিশেষণ

গদি-কালো	রোগা ছেলে মেয়ে।
কালি-ফর্সা	বৃষ্টির অন্ধকার রাত।
আএনা-সাদা	সাদামনের মানুষ।
আএনা-ডাঁসা	বদমেজাজী।

বিশেষ্য + ক্রিয়া

মাথা কাটা	পুরুষত্বহীন ব্যক্তি, তু. নাককাটা।
ন্যাক্‌কি চুস্	কৃপণ স্বভাব, তু. মাক্‌কি<মাছিচোষা। মোহাজন নাক্‌কি চুস্ আছে—ধনী লোকটা বড়ো কৃপণ।
মাল্-নামানো	১। গর্ভপাত। ২। চৌর্যবৃত্তি। গব্‌বাবাজ্ মাল নামানো কাজে চলেছে।
বুজ্‌নামা	বুকপকেট<বু (ক)+নামা(নো)। ধুরকা নিচ্‌ছল্‌সেঁ ছেচ্‌কি হ্যায়, অউর বুজ্ নামামেঁ নম্‌বরি হ্যায়, ভর্‌লে।
ধুপ্‌নি	বিড়ি সিগারেট। তু. ধুপ<ধূম। নি< নেয়া=গ্রহণ করা অর্থাৎ ধূম পান করা।

ক্রিয়া + বিশেষ্য

বসাথাল্	চেয়ার। <বসা+থাল=চেয়ার।
মারা-ধুর	দুর্বল ব্যক্তি। <মারা=মরা>দুর্বল।

ক্রিয়া + ক্রিয়া

নেসিআ — পতিতালয়ের চাকর যে রাতে কাজ করে, তু. নিয়ে আসা।

চলা-খাওআ — ছেলেধরা দলে যে লোক খোঁজখবর নেয় কোথায় কোন্ ছেলে বা মেয়ে চুরি করা যেতে পারে।

যৌগিক ক্রিয়া পদ

বিশেষ্য + ক্রিয়া

ভাত্মেলানা — ১। চুরিতে বার হওয়া। ২। ধরা পড়া। ৩। ধরা দেওয়া।

চাক্কামারা — ট্রাম বা বাসে ওঠা। চাক্কা মেরে ধুর ফাঁসিএ ফুটে জা—ট্রামে উঠে পকেট মেরে পালা।

নাম্চাএ — ভাড়াটে চাই। চাএ—চায়।

বিশেষণ + ক্রিয়া

ফাঁকা-কাটা — চুপিসারে জানলার গরাদে কাটা; <ফাঁকা—খোলা; ফাঁকা কাটকে ভস্কানা চাই—চুপিসারে কেটে ভেঙে ফেলা দরকার।

ঘাতুটাকা — খুন করা; <ঘাতক + কাটা।

ক্রিয়া + ক্রিয়া

উতরেদেআ — ঠকানো।

উতরেনেআ — ছিনিয়ে নেওয়া; ধুরের খোপা উতরে নে—লোকটার মাথা থেকে মাল ছিনিয়ে নে।

কুটিবিট্ — উত্তমমধ্যম প্রহার করা; ইং. to cut and beat.

ক্রিয়া বিশেষণ + ক্রিয়া

অগল্-বগল্ করা — ছিনতাই বা সমাজবিরোধী কার্যকলাপের পূর্বে চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখা।

বহু বিশেষ্যপদ ধ্বনি পরিবর্তনের ফলজাত। ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে, তথাপি রূপতাত্ত্বিক আলোচনার তাগিদে পুনরাবৃত্তি অসংগত হবে না বলে আশা করি। অপরাধ-জগতের শব্দ ও তার গঠন পদ্ধতি বিশ্লেষণের দ্বারা বিভিন্ন উক্তির সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা সম্ভবপর হতে পারে।

দুটি শব্দ থেকে একটি শব্দ

বিশেষণ + বিশেষ্য

ফিক্ — সিক। <ইং. fi(t) + k(ey).

টাবক্ — মোটা টাকা। ইং. tight + box.
টাবক্ টপ্‌কে বাত্তাসি—মোটা টাকা মেরে উধাও।

বিশেষ্য + ক্রিয়া

চেগুন্ — জিপ চেন। <ই. chain + বাং. গুটানো। চেগু টেনে দাম্‌রি ভরো—ব্যাগের জিপ সরিয়ে টাকা চুরি কর।

বিশেষ্য + বিশেষ্য

সুটা — সিগারেট। < সু(খ) + টা(ন)।

নেদানা — বিছানা ; তু. হি. নীদ + বাং. বিছানা।

লগাম্ — মালগাড়িতে চুরি ; তু. মাল + গাড়ি।

ধ্বনি বিপর্যয়

বিশেষ্য < বিশেষণ

সর্‌কা — চোরের আড্ডা ; তু. হি. সঁকরা—সংকীর্ণ। সর্‌কাএ ফোটা পার্‌টি—দল থেকে পলাতক।

হনোমনো — ১। মেয়ে। ২। সুন্দর বস্তু। <মনোমোহন।

বিশেষ্য < বিশেষ্য

পারিখ্ — পরপুরুষের সঙ্গে স্বামীর মতো সম্পর্ক ; তু. হি. পারখী।

ছাপাই — পাছপকেট। <পাছা। ছাপাই ফুচো—পাছ পকেট থেকে চুরি করা।

পশ্চাদংশের কর্ত্তন

বিশেষ্য

সল্‌লা — গলার হার <অ. ভা. কল্‌লা<ইং. collar.

ফরিয়াঁ — জেলখানা, তু. হি. ফরীয়াদ।

ফুট্‌ — অংশ, তু. হি. ফুটকর—খুচরা।

বিলাপু — পরিচিত পুলিশ, তু: অ. ভা. বিলা+পুলিশ। বিলাপু চামিএ দে—পরিচিত পুলিশকে ঘুষ দিয়ে দে।

ক্রিয়া

ফুট — পালানো ; তু. হি. ফুট্‌না।

সম্মুখাংশের কর্তন

সলাই — চাবি < দেশলাই। সলাই লাথা মারা—তালাচাবি রাখা।

নাফা — পাশ পকেট<মুনাফা।

পরম্‌ — প্ল্যাটফরম।

শব্দের শেষভাগে সংযোজন

বিশেষ্য

নট্‌টি — মনিব্যাগ < ইং. note.

পন্‌ডা-কর্‌ — ফাঁসি কাষ্ঠ < হি. ফন্দা—ফাঁস।

ক্রিয়া

নাপ্‌কু — চুরির জন্য নির্দিষ্ট জায়গা চোখে চোখে রাখা; <অ.ভা. নাপ নেআ—তথ্যানুসন্ধান<মাপ্‌।

শব্দের মধ্যাংশে নোতুন সংযোজন

বিটুড়ি — বুড়ি। বিটুড়ি জলপানি রেখেছে—বুড়ি একটি বাচ্ছা মেয়ে রেখেছে।

সাল্‌তা — রিভলবার <সাত ; পিস্তলের সঙ্গে ইং. 7-এর সাদৃশ্য। সাল্‌তা পল্‌ভা জল্‌তা—টোটা ভর্তি পিস্তল ভালো কাজ দিচ্ছে।

চুক্রু	ঘুমন্ত ছেলেকে যে চুরি করে <চুরি।
চুস্কি	পতিতা, তু. অ. ভা. চুসা।

শব্দের পূর্ব, মধ্য ও অন্তে সংযোজন

আকাট্লাস্	পালানো ; গা ঢাকা দেওয়া <কাটা। চামর আকাট্লাসে—মেয়েটি পালিয়েছে।
হছিটোবি	ফটো <ছবি। ভাতির হছিটোবি ছুম্ছুম্—মেয়েটির ছবিটি সুন্দর।
ডি	দালাল।
টুসিটুসি	রেলের টিকিট কালেকটর (T.C.)
ফাচু	ফাউণ্টেন পেন চোর।

ব্যঞ্জন ধ্বনি পরিবর্তনে বিশেষ্য পদের সৃষ্টি

পিক্-খাল্	পাছ পকেট <পিক<পিছ (ন)।
সাঙ্লা	জানলা। সাঙ্লা ভোস্কে চোলে জা—জানলা ভেঙে পালা।

স্বরধ্বনির পরিবর্তন

বিশেষ্য

সব্জা	গাঁজা <শবজী
কব্জি	দরজা <কব্জা।
উটা	ঘরবাড়ি <ইট।
তব্লি	সংগীত পটীয়সী <তবলা।

ক্রিয়া

ঘোরানো	চুরি করা <সরানো।
ঘোঁট্	চুরির সামগ্রী গিলে ফেলা<ঢোঁক।

অন্তঃস্বর লোপে কর্তৃবাচক শব্দ

ক. বিশেষ্য পদ জাত

খোচ্	১। মস্তান। যারা চোলাই মদের আড্ডা প্রভৃতি প্রকাশ করে দেবে বলে ভয় দেখায় তাদের 'খোচ' বলে। <খোঁচা। ২। পুলিশ।

খ. ক্রিয়া পদ জাত

ওখ্‌রান্‌	যে লোক সর্দারকে মালগাড়ি ভাঙতে সাহায্য করে। <ওপরানো।
ওত্‌রান্‌	যে চুরি ছেড়ে দিয়েছে। <ওতরানো।

দুটিপদের একটি লোপের দ্বারা নোতুন পদের সৃষ্টি

বিশেষ্য

আতপ্‌	বিধবা।<আতপ চাল। আতপ্‌ চামর—সুন্দরী বিধবা।
ভপ্‌পর্‌	চুরির সময়ে গোলমাল। <ভিড় ভপ্‌পর্‌।
ছামি	বাচ্ছা মেয়ে <ছিমছাম। ছামি ছুম্‌ ছুম্‌—মেয়েটি সুন্দর।
রাত্‌	অন্ধ ভিখিরি <রাতকানা।
কাটারি	সুন্দর চোখ <কাটারি চোখ।
গোন্‌	গোলমাল ; গণ্ডগোল।
গানি	পাইপ গান।
মউ	সুন্দরী মেয়ের দল, তু. মৌচাক। বেঁধে উল্লাস।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বিভিন্ন রূপে্‌ গঠিত হয়

—আনি,—নি,—ই,—ইআ

ধুরানি	(উদ্বাস্তু) মেয়ে। অ. ভা. ধুর। ধুরানি ছকানো—মেয়ে ঠকানো।
কর্‌চানি	ঝি। অ. ভা. কর্‌চা—চাকর।
ছামি	মেয়ে (চোদ্দ বছর পর্যন্ত)। অ. ভা. ছাম্‌—মেয়ে <মাছ।
ছামিআ	চনমনে মেয়ে।
সেঠিআ	অবস্থাপন্না পতিতা<সেঠ।
টিপ্‌কিবাজ্‌	মেয়ে চোর, তুঃ অ. ভা. টপ্‌কাবাজ—জালিয়াৎ।

লকর্	বড়ো ছুরি।
লক্ড়ি	ব্লেডের টুকরো।

সর্বনাম

পাতালপুরীর ভাষায় সর্বনামের ব্যবহার তেমন নেই। হিজড়াদের ভাষায় অবশ্য কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে।

ইন্চে	ওই লোক। ইন্চে খোলে ঠিক্ছে—ওইলোকটা ঘরে ঢুকছে।
ইন্সি	ইনি।
উন্সি	উনি।
তিন্সি	তিনি। উন্সি তিন্সির নাম চায়—ও তার কথা ভাবে।
কিমিরে	কি। কিমিরে কোমাথাএ বসাচ্ছিস্—কিরে, কোথায় যাচ্ছিস?
কিমে	কি।
এমে	এই। এমে ধুরুমে কিমে ছমালো? —এই লোকটা কি বললো?
কোমাথাএ	কোথায়।
হাম্সি	আমি <হি, হম্।

ক্ষুদ্রার্থে

আড়াই-সের্	দশটাকা।
আড়াই সেরি	পাঁচ টাকা।
চাকা	ট্রাম বাস সাইকেল।
চাক্তি	চাকা অর্থাৎ ছোট চাকা।
ছাম	মেয়ে।
ছামিআ	কচি শিশু।
টোন্না	মেয়ে।
টোন্নি	বাচ্ছা মেয়ে।
লক্কর্	বুড়ো ছুরি।

লক্ড়ি — ব্লেড।

পাঁচ-সের্ — কুড়ি টাকা।

পাঁচ-সেরি — দশটাকা।

পুলা — বোমা।

পুলি — বুলেট।

ক্রিয়াবিশেষণের ব্যবহার স্বল্প

জার্কাটি — একত্রে। জর্কাটিতে অন্ধকারে কাজে চোলেছে—আঁধার রাতে চুরিতে চলেছে।

কামাস্ — নিকটে <কাছ।

একই শব্দের একাধিক অর্থ থাকা বিচিত্র নয়।

চ্যাঙ্লা — বি. ১। অল্প বয়স্কা পতিতা। ২। অল্প বয়স্ক চোর। ৩। কয়েদী। বিণ. ৪। চালক। <চ্যাঙড়া।

ছপ্পর্ — বি. ১। ঢাকা। ২। ছাতা। ৩। পরচুলের দাড়ি। ক্রি. ৪। লুকানো <ছিপানো—লুকানো।

লাতার্ — বি. ১। তালা। ক্রি. ২। তালা খোলা।

আখ — বি. ১। চশমা। ২। টর্চবাতি। ৩। আলো। ৪। স্তন। বিণ. ১। গোলাকার।

চিছা — বি. ১। মেয়ে। বিণ. ২। সুন্দর।

চাঁই — বি. ৩। সাবধানী লোক। বিণ. ৪। চালাক। ৫। হাবাতে।

টান্ডি — বি. ১। আঘাত। ক্রি. ২। বাক্স ভাঙা।

তানুক্ — বি. ১। যুবতী মেয়ে। ২। মিষ্টিমুখ। ৩। সুপুষ্ট চেহারা। বিণ. ৪। অবিবাহিতা। ৫। সুন্দর।

থুর্রম্ — বি. ১। জেলের খাবার। ক্রি. ২। জোরে আঘাত করা। <থোড়া।

ধোস্ — বি. ১। মোটা শরীর <ভোজ. ধুস্—মাটির চাবড়া। বিণ. ২। ভীরু।

বাতেলা, বাতোলা — বি. ১। ধাপ্পা। অ. ভা. উল্‌টি বাতোলা—অপরাধ-জগতের ভাষা। ক্রি. ২। কথা বলা।

কতকগুলি ক্রিয়াপদের আকৃতি প্রায় এক প্রকারের। এই পদগুলি গঠনের পিছনে সাদৃশ্যের (analogy) প্রভাব লক্ষণীয়।

গাইপ্‌পা — ১। চুরির কাজ শেষ হয়েছে, তু. হি. গই। ২। চুরি করা।

ঘুরিপ্‌পা — ঘুরে বেড়ানো, তু. বাং. ঘোরা।

জাইপ্‌পা — আমি কী যাবো? তু. যাওয়া।

বোসিপ্‌পা — (আমি) বসি। বোশিপ্‌পা, তুই ধুরের খোপা ভর্—আমি বসছি, তুই লোকটার জিনিস চুরি কর।

ফুটিপ্‌পা — (আমি) পালাই। তু. অ. ভা. ফোটা।

লুড়িপ্‌পা — চুরি করা < লুড়ি—চুরি।

পাতালপুরীতে সৃষ্ট 'লেড়্‌হা' ক্রিয়াপদের ব্যবহার কৌতুকপ্রদ।

লেড়্‌হা — দেখা।

খিল্‌লি লেড়্‌হা — যখন কোন বারাঙ্গনা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হাসতে থাকে।

ঢাটি লেড়্‌হা — লুকিয়ে কিছু দেখা।

টিটা লেড়্‌হা — সন্দেহজনক ভাবে তাকানো।

সংখ্যাবাচক শব্দ সহযোগে-টা

চোক্‌টা — চার।

ডাক্‌টা — দুই, তু. অ. ভা. ডাকানা।

সিক্‌টা — এক, তু. শিক।

বহু শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। সচরাচর অপরাধী এবং সমাজবিরোধীরাই তাদের জগতের ব্যবহৃত শব্দগুলির উৎপত্তির

ইতিহাস জানিয়েছে। যারা নোতুন্ নোতুন শব্দের স্রষ্টা তারাই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে আলোকপাত করার অধিকারী। যখন এদের কাছ থেকে ব্যুৎপত্তি সংগ্রহ করতে অপারগ হয়েছি তখন আনুমানিক উৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। তথাপি বহু শব্দ হাতে এসেছে যার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। হয়তো বিভিন্ন ভাষা ও বিভাষার অভিধান প্রস্তুতি করণের পর এ সমস্ত শব্দের ইতিহাস জানা যাবে। এমনতরো কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা হলো যাদের মাধ্যমে একাধিক শব্দের যোজনা হয়েছে।

কোদ্ — চোর।

কোদি — চুরি।

কোদানো — চুরির কাজ।

কোদিগিরি — চোরামি।

আরিআ — জাহাজ বা মালগাড়ির চোরাইমাল।

আরিআলা — জাহাজের ডেক।

আরিআল্ — জাহাজে যে চুরি করে।

কর্তৃবাচক পদ রূপে ব্যবহৃত

ভরোস্ — যে ব্যক্তি পতিততার অন্নে পালিত, তু. ভরসা।

ভরম্ — পকেটমার দলের সর্দার, তু. ভরণ।

ভাগার্ — পালাতক, তু. হি. ভাগা।

রণ্জু — গাঁজাখোর, তু. গঞ্জু<গাঁজা।

ছড়া — গলার হার চোর<হারছড়া।

জালি — জালনোটের কারবারী<জালি।

নিচের — নীচের পকেট থেকে যে পকেট মারতে ওস্তাদ।

ভাত্তা — ভাত তরকারি খেতে যে ভালোবাসে।

পাতালপুরীর ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শব্দের আদি অংশকে মোটামুটি অক্ষত রেখে শব্দের অন্তে প্রত্যয় ধরণের অঙ্গযুক্তিকরণ। বহু-ব্যবহৃত কয়েকটি প্রত্যয় জাতীয় শব্দ উল্লিখিত হলো।

—আ,—আই,—ইআ,—এআ ইত্যাদি বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয় জাতীয় শব্দের অন্তে রক্ষিত হয়েছে।

আড়িআ	চটুল চাহনি, তু. হি. আড়ী, বাং. আড়ি।
কুমিআ	জেলের সেল, তু. কুপি।
চল্তাই	চনমনে, তু. চালু।
সুড়িআ	বুড়ি।
আধিআ	আধাআধি ভাগ।
গুল্গুলিআ	বোমা, তু. গুল্গুলি বা গুলি।

—ই যুক্ত বিশেষ্য পদ

উল্টি	অপরাধ-জগতের ভাষা, তু. উলটু।
কোট্নি	গেঁজে <ইং. cotton.
গব্রি	বিদেশী, তু. ফা. গব্র্—বিশ্বাসঘাতক।
আড়ি	বাধা <আড়—আড়াল।
কট্নি	কাঠের বাক্স <কাঠ।

—উ,—উআ

উপ্পু	যে উপুড় হয়ে আছে, তু. উপুড়।
কর্মু	সাকরেদ, তু. কর্মী।
গর্মু	মাতাল, তু. গর্মী।
ঠাক্কু	দারোয়ান, তু. ঠোকা।
টিকুআ	লোহার ডাণ্ডা <টিক, তাক, তাগ—লক্ষ্য।
চুক্রুআ	ছেলেধরা, যে ঘুমন্ত ছেলে চুরি করে <চুরি।

—এর্

চলের্	পকেটমার <চল্> চলা।

—সি

উন্সি	ওইলোক, তু. হি. উন সম্মানার্থে ব্যবহৃত।
হম্সি	আমরা, তু. হি. হম্।
তিনসি	তিনি।

—কা,-কি

ঘোড়্কা ঘর <ঘোর <ঘুর—চক্র।

ঝুল্কি নাকছাবি <ঝোলা।

—ন্

চড়ান্ ১। গোপান। ২। বিশ্বাসঘাতক <চড়ানো।

ধরান্ ছেলেধরা।

মাচান্ পাঁচিল ডিঙানো।

—রু

ফাট্রু পলাতক, তু. অ. ভা. ফট্—পালানো।

কর্রু দলের সর্দার।

—লু

খেপ্লু মেয়ে বন্ধু <খ্যাপা।

চম্পলু পকেটমার, তু. চম্পট।

—খাল্

উপর্ খাল্ বুক পকেট।

কোঁক্ খাল্ দেহের গোপন অংশ।

চোক্ খাল্ চশমা।

ছপ্পর্ খাল্ দেহের গোপন অংশ <ছিপা—চাপা ; ঢাকা।

টানখাল্ টানা (আলমারি)।

নিমা খাল্ জামার নিচের পকেট।

পিক্ খাল্ পাছ পকেট।

ভিট্ খাল্ জামার ভিতর পকেট।

মুক্ খাল্ ভিতর পকেট।

আ—

আরেল্লা আড্ডা, তু. হি. রেলা।

আরঙ্ খুন, তু. 'রঙ' রক্ত অর্থে।

আড়াই—

আড়াই পএসা	পঁচিশ টাকা।
আড়াই টিন্	পেট্রল।
আড়াই গুন্	ছুরি মেরে খুন করা।
আড়াই চাকা	মালগাড়ি।

কালো—

কালো জিরে	গাঁজা।
কালো বাবু	বদ মেজাজী পুলিশ কর্মচারী।
কালো মামা	রেল পুলিশ।

কাঁচা—

কাঁচাকলা	বাচ্ছামেয়ে।
কাঁচা খপ্‌পর্	গলার মধ্যে লুকানো গহ্বর।
কাঁচা জিনিস্	১। সোনারূপা। ২। অবিবাহিতা।
কাচা দেআল	তরুণী বারঙ্গনা।
	বিলা—বি. ১। অন্তর্বাসের মধ্যে লম্বা পকেট। ২। খবর। ৩। কুৎসিত চেহারা। ৪। দারোয়ান ৫। পুলিশের চর। ৬। পুলিশ। ৭। পলায়ন। বিণ. ৮। বাজে, মিথ্যা।
বিলা আওয়াজ	১। কুৎসিত উক্তি। ২। মিথ্যাভাষণ।
বিলা খানা	পতিতালয়।
বিলা চাকা	১। চোরাই মোটর গাড়ি বা সাইকেল। ২। ভাঙা গাড়ি।
বিলা ফিট্	চাবি <ইং. fit.
বিলা দেখন্	১। কোন বাড়িতে চুরির সময়ে দলের যে লোক বাইরে লক্ষ্য রাখে। ২। যে লোক 'টুকু'র হাত থেকে চোরাইমাল সংগ্রহ করে। দরজায় চার দিয়ে

পাতলা চেহারার অল্পবয়স্ককে চুরির জন্য ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। তাকেই ঢুকু বলে।

বিলা পাত্‌তিবাজ	যারা নোট জাল করে।
বিলা ছেচ্‌কিবাজ	যারা রেজগি জাল করে।
বিলা বাট্‌টা	গোলমাল ; হট্টগোল।
বিলাপু	চেনা পুলিশ।
বিলাবাজ	মাতাল।
বিলামাল	ভেজাল ওষুধ।
বিলারা	পালানো।
বিলাহলত্‌	মারাত্মক প্রহার।
বিলাহওআ	১। ধরা পড়া। ২। গর্ভবতী হওয়া।

শব্দার্থতত্ত্ব

একটি ভাষা নানা রূপ নিয়ে বিরাজ করে। একই ভাষার সাধু, কথ্য, উপভাষা, অপভাষা প্রভৃতি বিভিন্ন দিক আমরা দেখতে পাই। কোন একজন তার মাতৃভাষার অনেকগুলি রূপের সঙ্গে পরিচিত থাকতে পারে। সমাজজীবনে যেমন একই লোককে কখনো অধ্যাপক, কখনো খেলোয়াড়, শিল্পী, পিতা, স্বামী, পুত্র বা বন্ধুর ভূমিকায় দেখি; তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও দেখি,—নানান পোশাক এঁটে নানান সমাজে ভাষা চলাফেরা করছে। সভ্য পরিবেশে ভাষা পোশাকী রূপ নেয়, আবার হালকা আবহাওয়ায় আটপৌরে পোশাক পরে ফেলে। মানুষের বয়েসভেদেও ভাষায় রূপের রদ-বদল হয়। ভাষার ভেদাভেদ মেয়ে পুরুষের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া পেশাদারী ও বাণিজ্যিক ভাষারও ব্যবহার রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন উপজীবিকার ক্ষেত্রে।

পেশাদারী ভাষা সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে একটি মজার গল্প শুনেছি যা এখানে উদ্ধৃত করছি। ছাত্রাবস্থায় তিনি জামা তৈরী করাতে একবার ধর্মতলায় চাঁদনিতে যান। দোকানে দরাদরির সময়ে একজন দোকানি অপরজনকে বলতে থাকে, যেন এক 'নিকি'ও কমানো না হয়। অধ্যাপক মহাশয় নিকি শব্দের অর্থ কী হতে পারে তা অনুমান করে নিতে পেরেছিলেন; তাই তিনি বলে ওঠেন, গজ প্রতি এক নিকি (=এক সিকি) দাম কমানো চাই। নিকির গোপন অর্থ ক্রেতার জানা থাকায় দোকানদার প্রতি গজে এক সিকি দাম কম নিতে রাজী হয়ে গেল। তেমনিতরো ছাত্র-জগতেও এক ধরনের হালকা শব্দের প্রচলন দেখা যায়। সমাজের সর্বস্তরে ভাষার রকমফের কেবলমাত্র ভাষাতাত্ত্বিকের নয় সাধারণ শিক্ষিত লোকেরও

দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। সমাজের নিচের তলায় অপরাধ-জগতে যে বিশেষ ধরনের ভাষার প্রচলন রয়েছে তার সঙ্গে আমাদের কারুর কোন পরিচয় নেই।

সাধারণভাবে অপভাষাকে Vulgar Latin-ও বলা হয়। পৃথিবীর নানা দেশে এই ভাষা নানা নামে অভিহিত হয়েছে, "It exists in England under the name slang or cant, in Germany rothwelsch, the Spanish call it xe´rigo-nza, calao in Portuguese, hiantchang in China"[১] জাপানের অপভাষাকে বলা হয় ingo। পশ্চিম বাঙলার অপরাধীরা একে বলে উল্‌টি বা উল্‌টি বাতোলা; যেহেতু সাধারণ শব্দগুলিকে ভেঙেচুরে উলটিয়ে পালটিয়ে ব্যবহার করা হয়। শব্দ এবং অর্থ-বৈচিত্র্য দুয়ের আলোচনা কৌতুকজনক।

এই অধ্যায়ে লঘুশব্দের শব্দার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি শব্দের অর্থ দুরকমের হওয়া সম্ভব, এ সম্পর্কে John B. Carroll-এর উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে, 'The meaning of a linguistic form is often treated under two headings: its denotative meaning and its conno-tative meaning' (p. 95). কতকগুলি শব্দ ধরা যাক, যেমন, কথা, কল্‌সি, কাটা, কাটি, ছক্‌কা; এবার দেখা যাক এই শব্দ-গুলির মৌলিক অর্থ পরিবর্তিত হয়ে অপরাধজগতে কী রূপ পেয়েছে: কথা—টেলিফোন। কল্‌সি—মেয়েদের নিতম্ব; মদের বোতল বা চামড়ার ব্লাডার যার মধ্যে মদ রাখা হয়। কাটা—ছুরি; নিরাপদ স্থান। কাটায় থাকা—নিরাপদে থাকা। রুমাল বোঝাতেও 'কাটা' শব্দের ব্যবহার হয়, হয়তো কাটা কাপড়ের সঙ্গে সংগতি রেখে এই অর্থান্তর ঘটেছে। কাটি—ফাউন্টেন পেন। ছক্‌কা—চুম্বন; চুম্বন শব্দের প্রথম বর্ণ চ হলো ব্যঞ্জনবর্ণের ষষ্ঠ বর্ণ। সাধারণের কাছে অর্থ গোপন রাখার জন্য ছক্‌কা বলতে চুম্বন বোঝানো হলো।

১. Dictionnaire d' Argot; *Clement Casciani*, p. 6.

অর্থের পরিবর্তন সম্পর্কে John B. Carroll অন্যত্র বলেছেন, 'the study of linguistic meaning should be regarded as study of the speakers' adjustments to the situations'. লঘুভাষা সম্পর্কেও এ উক্তি হুবহু খাটে। অর্থের পরিবর্তন হতে পারে মানুষের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে, সে সম্পর্কে John B. Carroll পুনরায় বলেছেন, '...the denotative and connotative meanings of a given linguistic form are essentially properties of a given individual's behavior at a given point of time and that they are subject to change depending upon new reinforcing conditions which may appear in that individual's environment' (p. 96). অপরাধ-জগতের একটি শব্দের গ্রহণ-বর্জন ভাঙন-গড়ন অর্থ পরিবর্তন নানা কারণে ঘটতে পারে। পুলিশ অথবা জনসাধারণের কাছে একটি শব্দের অর্থ জানাজানি হয়ে গেলে অথবা একই শব্দের ব্যবহারে অরুচি বোধ হলে মুখ পালটাতে নোতুন শব্দের ব্যবহার ঘটে থাকে। শব্দচয়ন ক্ষেত্রে অনেক সময়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অপরাধজগতে প্রতিশব্দের ছড়াছড়ি। একটি ভাব বা ধারণার অজস্র প্রতিশব্দের অস্তিত্ব প্রমাণ করে মনের প্রাচুর্য। প্রতিশব্দগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে অপরাধী এবং অপরাধপ্রবণ মানুষের মানসিক বিকার, তাদের পরিবেশ, বিভিন্ন ভাবধারার প্রভাব প্রভৃতি নানা বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা জন্মানো সম্ভব।

অপরাধী এবং অপরাধপ্রবণ মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং সংস্কৃতি ভাষার মাধ্যমে জানার কিঞ্চিৎ সুযোগ রয়েছে। অর্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের মন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কীভাবে কাজ করে সে আলোচনায় আসা যাক।

কঃ তুলনামূলক

পাপ্‌ড়ি	ঠোঁট।
পালি	কারেন্সি নোট (=পঙ্‌ক্তি)।
বাসি	কণ্ঠস্বর <বাঁশি।
সিগারেট্‌	কলম্‌।
ন্যাড়া	যে ছেলের মেয়ে বন্ধু নেই।
বিড়ি	কলম।
সুতো	গলার হার।
সুর্‌মা	কালি।
সুরুআ	রক্ত।
সর্দিকাসি	নোট এবং রেজগি। সর্দি বলতে নোট বোঝাচ্ছে। রেজগির আওয়াজ কাশির সঙ্গে তুলনীয়।

খ. সঙ্গমূলক

খোকা	মদ। মদ শিশুর মতো সকলের প্রিয়।
নাফা	জামার পাশপকেট (মুনাফা)।
পুর্‌	নোটের বাণ্ডিল।
ব্যাপারি	ঘুষগ্রহণকারী পুলিশ।
ব্যাঁকা	ছাতা।
সোট্‌লা	মোটা টাকা (পোঁটলা)।

গ. বিপরীতার্থ

উঠাও	জুয়াচোরদের লোক ঠকাবার এক ধরনের পদ্ধতির নাম হচ্ছে নৌসেরা। এই দলের একজন মেকি সোনার গহনা রাস্তায় সম্ভাব্য প্রতারিত ব্যক্তির সামনে ফেলে দেয়, উদ্দেশ্য তাকে প্রলুব্ধ করা। যে-লোক মেকি সোনা ফেলে তাকে বলা হয় ‘উঠাও’।

আওয়াজ্	ছুরি। যদিও ছুরির ব্যবহারে কোনো শব্দ পাওয়া যায় না।
ঘুম্	চোর। অর্থাৎ রাতে যারা জেগে থাকে, বিশেষ করে রাতের চোর।

এই ধরনের পরিবর্তনে শব্দটি সাধারণত অক্ষত থাকে, কেবলমাত্র অর্থের পরিবর্তন ঘটে যায়। এরূপ পরিবর্তন বেশ ধীর-মস্তিষ্কে হয় ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় মেলে।

ঘ. সুভাষণ	অলংকারের মাধ্যমে অপরাধ-জগতের সাংস্কৃতিক দিকের পরিচয় মিলবে।
বাধা-পড়া	মেয়েদের ঋতুকাল।
শোরির্-খারাপ্	মেয়েদের ঋতুকাল।
সড়ক্-সোআরি	ভিখারী। হিন্দীভাষীরা ব্যবহার করে।

ঙ.	কোনো বিশেষ বস্তুর সঙ্গে যে ব্যক্তির বা বস্তুর যোগ রয়েছে, সেই বস্তুর নামে ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয়।
কাঁইচি	বাগানের মালি ; পকেটমার।
পাগ্ড়ি	দারোয়ান।
লাঠি	পুলিশ।
হাঁড়ি	মেথর ; বিশেষ করে জেলখানার মেথরকে বোঝায়।
কাঁচ্	হীরকখণ্ড।

চ. অর্থের উগ্রতা প্রকাশক

আসামি	খুনী।
ফান্ডাকার্	ফাঁসিকাঠ, তু. হি. ফন্দা—ফাঁস।
জালম	যে ব্যক্তি টাকা নিয়ে খুন করে, তু. আর. জালিম—নিষ্ঠুর।

ছ. সম্পূর্ণ বোঝাতে অংশের ব্যবহার

পলিতা	চণ্ডু জাতীয় ভাঙ গরম করবার জন্য যে-প্রদীপ ব্যবহার করা হয়।
পেটো	হাতবোমা।
বেণি	মহিলা <বেণী।

জ. অংশ দ্বারা পূর্ণ বোঝানো

বিট্‌নি	স্তনবৃন্ত, তু. হি. বিটিয়া—কন্যা।
আঙ্‌লি	পাতলা ছিপছিপে চেহারা।

ঝ. উপমার ব্যবহার — অপরাধ-জগতের ভাষার রাজ্যে উপমা একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে। মনের নানা ভাব—হাসি ঠাট্টা রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখ প্রকাশ করতে এরা উপমার আশ্রয় নেয়। তরুণরাই হলো অধিকতর উপমাশ্রয়ী।

আংটি	মেয়েদের কটিদেশ।
বাগ্‌বাজার্‌	শূন্য। রসগোল্লার সঙ্গে তুলনীয়।
বিল্‌লি	মেয়ে।
বর্‌ফি	চার।
বোঁটা-কাটা বেল্‌ফুল্‌	স্তনবৃন্ত।
মনসা	খিটখিটে মেয়ে।

উপমাগুলি নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

১: মানুষ, বিশেষ করে নারী এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বোঝাতে ফল-ফুল, শাকসবজী এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায়।

অশোক্‌ ফুল্‌	ঋতুবতী নারী।
আম্‌সি	রোগা মেয়ে।
কান্দাই	স্তন।
কাঁচাকলা	ছোট মেয়ে।
জুঁই	মেয়ে বন্ধু।

ট্যাপারি	মেয়ে।
চক্‌লেট্‌	মেয়েদের উরু।
লাল্‌গজা	জিভ।

২: মানুষ বোঝাতে নানান বস্তুর ব্যবহার হয়।

আবির	সধবা মহিলা।
ঝাঁটাকাটি	লম্বা এবং রোগা মেয়ে।
টাণ্ডাপানি	যৌনজীবনে যে স্ত্রীর সহযোগিতা মেলে না, তুঃ ঠাণ্ডা পানি।
বস্তা	হতভাগ্য প্রতারিত ব্যক্তিকে বোঝাবে। প্রতারিত ব্যক্তিকে চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে প্রতারক টাকা আদায় করে।
বাঁধা কপি	শিখ।
পার্‌কার্‌ 51	প্রতারকদলের সর্দার।

৩. পশু, পাখি, মাছ প্রভৃতির দ্বারা মানুষ বোঝানো হয়।

কুত্‌তা	অসৎলোক।
খ্যাঁকসেআল্‌	পুলিশ।
হনুমানৃজি	বিকৃতযৌন মানুষ।
হাএনা	স্বার্থপর মানুষ।
বুল্‌ডগ্‌	রোখা লোক।
বিড়াল্‌	সুন্দরী মেয়ে।

৪. মানুষ বোঝাতে মানবিক গুণাগুণের নাম ব্যবহার করা হয়।

আদত্‌	হিজড়া, তু. আর.—স্বভাব।
সত্‌	সুন্দরী মহিলা <সৎ।

৫. মানুষ বা মূল্যবান দ্রব্য বোঝাতে রোগের নামের ব্যবহারও রয়েছে।

ম্যালেরিআ	পুলিশ। ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে যেমন সহজে মুক্তি মেলে না, পুলিশের হাত

থেকেও তেমনি অপরাধীর মুক্তি পাওয়া কঠিন।

পিলা	সোনা।

৬. রোগা মোটা প্রভৃতি নানান ধরনের আকৃতির মাধ্যমে আকৃতি বা প্রকৃতি বোঝানো।

রোগা	কঠিন প্রকৃতির মানুষ। রোগা মানুষের চেহারা শক্ত বোধ হওয়ায় সম্ভবত এই অর্থ করা হয়েছে।
মোটা	ভালোমানুষ। মোটা মানুষের কোমল ত্বকের সঙ্গে স্বভাবের কোমলতা বোঝানো হয়েছে।
নাটা	খাটো গড়নের মেয়ে।
বাটুল ; বাঁটুল	মেয়ে। মেয়েরা সাধারণত ছেলেদের থেকে খাটো হয়।

৭: মানুষ বোঝাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

আঙ্‌লি	পকেটমার।
চোক্‌	পুলিশ।
হাত্‌	পকেটমার।
গোড়ালি	খেলোয়াড়।
নাক্‌	মেয়ে।
লোম্‌	কুটিল।

৮. সংখ্যাবাচক শব্দ।

দহলা-নহলা; ছক্‌কা-পান্‌জা মরালগামিনী তন্বীর ছন্দোবদ্ধ চলা।

পন্‌চোবাজ	পাঁচমাথার মোড়ে যে লোক ছিন্তাই করে।
সাল্‌তা	রিভলবার <সাত।

৯. কর্ম বা কর্মের উপকরণ দ্বারা কর্মীকে বোঝানো।

উকিঝুকি   চোর।

সন্‌টা   ট্রাম বা বাসের কন্‌ডাক্‌টর।
ঘণ্টার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে।

১০. অনুকার ধ্বনি।

(ক) মানুষ বোঝাতে।

চুক্‌চুক্‌   মেয়ে।

ফিস্‌ ফিস্‌   পুলিশ।

হুস্‌ হুস্‌   পুলিশ।

হুস্‌কি   পকেটমার।

(খ) বস্তু বোঝাতে।

নাগ্‌ডুমাডুম্‌   শার্ট বা পাঞ্জাবি।

ঢল্‌-ঢল্‌   মেয়েদের অন্তর্বাস।

(গ) উক্তির এক অংশ অনুকার।

ফুচুমাল্‌ বা কল্‌   সিগারেট-লাইটার।

১১. অঙ্গ দ্বারা বস্তু বোঝানো।

আঙ্‌ল   সোনার আংটি ; টাইপ মেসিন।

আঁখ্‌   চশমা।

কব্‌জি   হাতঘড়ি।

ঠ্যাঙ্‌   প্যাণ্ট।

১২. দেহের এক অংশ দ্বারা অন্য অংশ বোঝানো।

আঁখ্‌   স্তন।

আঙুল্‌   পা।

চোখ   মাথা।

১৩. কর্তৃবাচক শব্দ দ্বারা বস্তু বোঝানো।

ফাগ্‌লি   মদ <পাগলী।
নেশা করলে মানুষ পাগলের মতো ব্যবহার করে।

খোকা   মদ।

১৪. খাদ্যদ্রব্যের নামে বস্তু বোঝানো।

অ্যাণ্ডা	ইলেক্ট্রিক বাল্ব্।
আম্	বোমা।
	হাতবোমা বোঝাতে সর্বাধিক খাদ্যদ্রব্যের নামের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন, কদ্মা, ছাতু, পাউরুটি, বেদানা, রুটি, লেবু ইত্যাদি ।

১৫. কার্যের কারণ দ্বারা ফল বোঝায়।

পালক্	সুড়সুড়ি ।

১৬. ফল দ্বারা কার্যের কারণ বোঝায়।

বাজা	গ্রামোফোন ; রেডিও ; রিভলবার।
কথা	টেলিফোন।
কাটোস্	কাঁচি।
	এক ধরনের অত্যন্ত ছোট কাঁচি যার সাহায্যে গলার হার কাটা হয়।
কাঁপা	জ্বর।

১৭. আবার এমন বহু শব্দ আছে যাদের আভিধানিক অর্থের সঙ্গে পাতালপুরীতে ব্যবহৃত অর্থের কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। টাকার সংখ্যা বোঝাতে অনেক সময়ে সের বা শাড়ি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন,

সওআ সাড়ি	পাঁচ টাকা।
সাড়ে বারো সের	সত্তর টাকা।
সাড়ে বাইস্ সের	নব্বই টাকা।
পাও সাড়ি	দশ টাকা।

অর্থ পরিবর্তনের ধারাগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। অর্থ পরিবর্তন যে-কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন, শব্দার্থকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রতিটি শ্রেণীর উদাহরণ উল্লিখিত হলো।

ক. অর্থসংকোচ

আইরন্‌চ্‌	লোহার আলমারি, তু. ইং. iron।
পাত্তিলি	থালা, তু. হি. পাতীলী; বাসনকোসন
পোপিড়ি	বৃদ্ধ এবং কুৎসিত পতিতা, তু. হি পোপলী—দন্তহীন বৃদ্ধা।
বাজিঝা	কুদর্শনা মহিলা (বাজে)।
সার্‌ওয়াজা	সদর দরজা (দরজা)।
সম্‌মা	গাড়ির হেডলাইট, তু. হি. শমা—আলো।

খ. অর্থপ্রসার

উম্‌রা	বাড়ি।
	জোড়কলম শব্দ অর্থাৎ দুটি শব্দ, উপর এবং কামরা মিলে নতুন শব্দের সৃষ্টি।
নগ্‌দি	টাকা (নগদ)।
ফুটি	রেজগি।
	এক নয়াপয়সা ফুটো ছিল, তা থেকে যে-কোনো রেজগি ফুটি নামে অভিহিত হয়েছে।
বেহুলা	কনে।
লচ্‌ছা	অলংকার. তু. হি. হাত বা পায়ের গহনা।

গ. অর্থসংক্রম

আব্‌ছা-মেঘ্‌	অন্ধকার রাত।
বালা	হাতকড়া।
ভাজি	মদ।
	মদের সঙ্গে ভাজাভুজি জাতীয় খাদ্য।
সাইনবোর্ডওলা	বিবাহিত মহিলা।